চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 109 Tuesday, 19 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১০৯ সংখ্যা ❋ ৫ চৈত্র , ১৪৩০ মঙ্গলবার, ১৯ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ১২ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইডি-র পাঠানো সমনকে ''বেআইনি'' বললেন দিল্লির মন্ত্রী তথা কেজরিওয়ালের দলের নেতা গোপাল রাই। ...বিস্তারিত পাতা ২

মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। বিজেপির তপশিলি মোর্চার মন্ডল সভাপতির পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু। শান্তিনিকেতনের আমোদপুরে মৃত্যু হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর অভিযোগ করেন।...বিস্তারিত পাতা ৩

শ্রীরামপুরে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি সোমবার বিকালে উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকার কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী বৈঠক করলেন উত্তরপাড়ায় বলাকা মাঠে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কংগ্রেস তেলেঙ্গানার স্বপ্ন চুরমার করেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

জগতিয়াল, ১৮ মার্চ ঃ কংগ্রেস ও ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-কে একযোগে সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কংগ্রেস তেলেঙ্গানার স্বপ্ন চুরমার করেছে, বিআরএস জনগণের বিশ্বাসের অপব্যবহার করেছে। সোমবার তেলেঙ্গানার জগতিয়ালে এক নির্বাচনী

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, তেলেঙ্গানা গঠনের পর ১০ বছর ধরে রাজ্যকে নির্মমভাবে লুট করেছে বিআরএস। আর কংগ্রেস তেলেঙ্গানাকে নিজস্ব 'ব্যক্তিগত এটিএম' বানিয়েছে। পরিবারতন্ত্র প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও বিআরএস-কে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, পরিবারবাদদের পুরো ইতিহাস দেখে নিন। দেশে যত বড় কেলেঙ্কারি হয়েছে, তার নেপথ্যে কোনও না কোনও পরিবারতান্ত্রিক দল পাওয়া যাবে। তেলেঙ্গানা এখন দেখছে, বিআরএস এবং কংগ্রেস অপরাধের অংশীদার। বিআরএস-এর কেলেঙ্কারির নিন্দা করে না কংগ্রেস। তাঁরা কালেশ্বরম প্রকল্প সম্পর্কে বিআরএস-কে প্রশ্নও করে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী যোগ করেছেন, আমি তেলেঙ্গানার জনগণকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, যারা আপনাদের প্রতারণা করেছে তাদের রেহাই দেওয়া হবে না। পরিবারবাদী দলগুলি শুধুমাত্র সুবিধার জন্য সরকার গঠন করতে চায়, জনগণের উন্নতির জন্য নয়। সেটা হোক ২জি কেলেঙ্কারি, ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি, বোফর্স কেলেঙ্কারি অথবা পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি... প্রতিটি বড় কেলেঙ্কারির পিছনে একটি পরিবারবাদী দল থাকে।

বেআইনি নির্মাণ! গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে মৃত্যু

মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই গার্ডেনরিচে মুখ্যমন্ত্রী, আহতদের দেখতে গেলেন হাসপাতালেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ মাঝরাতে গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সোশাল মিডিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সোমবার সকালে অসুস্থ শরীরে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে নিজেই চলে গেলেন দুর্ঘটনাস্থলে। সকাল ৯টার একটু পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে যান গার্ডেনরিচের ফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনের ওই এলাকায়। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটেই এলাকা পরিদর্শন করেন। আজই তাঁর কপালের সেলাই কাটার কথা। কিন্তু তার আগে অসুস্থ শরীর নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী নেমে পড়লেন প্রশাসনিক কাজে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে চলে গেলেন নিজেই। সঙ্গে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু ও দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রমজান মাসে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমরা সকলে অত্যন্ত মর্মাহত। অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকা এটা এবং বেআইনি কাজের জন্য এই ঘটনা ঘটল। উদ্ধারকাজ দ্রুত হচ্ছে। স্বজনহারা পরিবারগুলির প্রতি শোকপ্রকাশ করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই এলাকা অত্যন্ত ঘিঞ্জি। এগুলো একদিনে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয়েছে। আমি সবটা ঘুরে দেখেছি। আমাদের পুলিশ টিম, মন্ত্রীরা সকলেই কাজ করেছে সারারাত। আমি মেয়রকে জিজ্ঞেস করছিলাম, এই বহুতল নির্মাণের অনুমতি ছিল কি না। ও জানাল, না ছিল না। বেআইনিভাবে নির্মাণ হচ্ছিল। সেই কারণেই এটা ঘটল। আশেপাশের মানুষজনের বসতির দিকে খেয়াল রাখা হয়নি। আমি অত্যন্ত দু ঃখিত। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে তো রাজ্য সরকার আছেই। কয়েকজন শুনেছি যে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আমি সেখানে যাব। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করব। তিনি

আরও জানান, আমি বলছি, বেআইনি নির্মাণের জন্য এই ঘটনা ঘটল। যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কড়া অ্যাকশন নেওয়া হোক। এর পর এই এলাকা থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সোজা পৌঁছে যান নিকটবর্তী নার্সিংহোমে। এখানে চিকিৎসাধীন ৭ জন। তাঁদের দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের সদস্যদেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, আমি দেখে গেলাম। যাঁরা ভর্তি আছে, তাঁদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। আমি স্বাস্থ্য সচিবকে বলেছি, এদিকটা বিশেষ খেয়াল রাখতে। এছাড়া আমাদের প্রশাসনিক কর্তা, জনপ্রতিনিধিরা আছেন। তাঁরা সকলে নজর রাখছেন। সকলের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা সরকার করবে। মাঝরাতে বড়সড় দুর্ঘটনা কলকাতায়। গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে প্রাণহানি। সকাল পর্যন্ত দুজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। কারণ, ভেঙে পড়া বহুতলের নিচে এখনও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৫। রাতভর চলেছে উদ্ধারকাজ। রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উদ্ধারকাজের তদারকি করেছেন। সঙ্গে ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুও।

রাজনীতির সময় পাবেন, এখন মানুষের পাশে থাকুন' ঃ অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ ইমারত ভেঙে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত তা ছয়। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। আর তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। বিজেপির তরফে এই দুর্ঘটনাকে 'তৃণমূলের তৈরি বিপর্যয়' বলে সোশাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করে পোস্ট করেছে। আর তারই সমুচিত জবাব দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীদের নাম না করে তাঁর পালটা বক্তব্য, রাজনীতি করার সময় পাবেন অনেক। এখন দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান, উদ্ধারকাজে সহায়তা করুন। দিল্লিতে বসে এসব টুইট কাম্য নয়। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে অভিষেকের জনসভা। সেখানে যাওয়ার পথেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, ওখানে যা ঘটেছে, তা মর্মান্তিক। এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। আমি আশা করি, পুলিশ-প্রশাসন-উদ্ধারকারী সকলে সমন্বয় করে অত্যন্ত তৎপরতা, দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধারকাজ শেষ করবে। এর পরই তিনি বলেন, আর বিরোধীদের বলব, আপনারা রাজনীতি করার সময় অনেক পাবেন। ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। রাজনীতি করতে হলে ৪৮ ঘণ্টা পরে করুন। এখন উচিত, দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এদিকে, গার্ডেনরিচের ফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনে বেআইনিভাবে নির্মীয়মাণ বহুতল দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। রবিবার মাঝরাতের পর সোমবার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা আকবর আলি, রিওয়াজ আলম এবং মহম্মদ ওয়াশিককে মৃত বলে জানানো হয়। পরে শামা বেগম, হাসিনা খাতুন নামে দুই মহিলার মৃত্যু হয়। দুপুরের দিকে মহম্মদ ইমরান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর মধ্যে মহম্মদ ওয়াশিকের বয়স মাত্র ১৯।

৬ রাজ্যে স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ ঃ গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড, এই ৬ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণের নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি মিজোরাম ও হিমাচল প্রদেশের সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগের সচিবকেও অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি)-কেও অপসারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপি রাজীব কুমারকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই পদে নতুন নিয়োগের জন্য বিকেল ৫টার মধ্যে রাজ্য সরকারকে তিনটি নাম পাঠাতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিবকেও অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মিজোরাম, হিমাচল প্রদেশের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টেটর সচিবকেও সরানোর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

বেআইনি নির্মাণে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের, গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ বছরের পর বছর ধরে বেআইনি নির্মাণ। গার্ডেনরিচের ঘিঞ্জি এলাকায় গড়ে উঠেছে একের পর এক বহুতল। তার আশেপাশে প্রচুর বসতি এলাকা। এই সব বহুতল ভেঙে পড়লে সবার আগে বিপদের মুখে পড়েন বসতিবাসী। ঠিক যেমনটা ঘটল গার্ডেনরিচের ফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনে। রবিবার মাঝরাতে এখানে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভাঙার পর বসতির টালির ছাদ ভেঙে অন্তত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও ধ্বংসস্তূপে আটকে বেশ কয়েকজন। এনডিআরএফ, পুলিশ, দমকল সকলে মিলে অত্যন্ত তপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। রাতভর সেখানে দাঁড়িয়ে উদ্ধারকাজের তদারকি করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সোমবার সকালেই দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। তিনি জানান, ঘিঞ্জি এলাকায় বেআইনি নির্মাণের জন্য এই দুর্ঘটনা। সেখানে দাঁড়িয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তার পরই তপরতা বাড়ে পুলিশ প্রশাসনের। ইতিমধ্যে প্রোমোটারদের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার নাম মহম্মদ ওয়াসিম বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

ভোট ঘোষণা হতেই ডিজি রাজীব কুমারকে সরাল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চ ঃ নির্বাচন ঘোষণা হতেই রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে রাজীব কুমারকে সরাল কমিশন। ভোটের আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রশাসনিক রদবদল ঘটাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পরবর্তী ডিজি কে হবেন, তা বাছাই করতে আজ অর্থা বিকেল চারটের মধ্যে রাজ্যকে তিনটি নাম পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলে কান পাতলে তিনজনের নাম শোনা যাচ্ছে-সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, রণবীর কুমার ও রাজেশ কুমার। তবে রাজ্যের পরবর্তী ডিজি কে হবেন, তার দিকে নজর থাকলো সকলেরই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাত্র মাস তিনেক আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে রাজীবকে নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। তবে এই নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই আইপিএসের গ্রেপ্তারি আটকাতে রাস্তায় বসে রীতিমতো ধরনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। যদিও তার পরেও সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন রাজীব কুমার। এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর ডিসেম্বর মাসে রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন তিনি। তবে শুধু বাংলা নয়, ৬ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব পদেও রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। বিজেপিশাসিত গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং কংগ্রেসশাসিত ঝাড়খণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের স্বরাষ্ট্র সচিবকে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি মিজোরাম ও হিমাচল প্রদেশের প্রশাসনিক দপ্তরের সচিবকেও অপসারণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ' রাজীব কুমারকে অপসারণের কথা সামনে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদল প্রাক্তন সাংসদের কথায়, বিজেপি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এটা তারই প্রতিফলন। তবে বিজেপির দাবি, নির্বাচনী বিধি লাগু হওয়ার পর কমিশন রদবদল ঘটায়। এটাই তারই অঙ্গ। বিজেপিশাসিত রাজ্যেও তো একাধিক বদল হয়েছে।

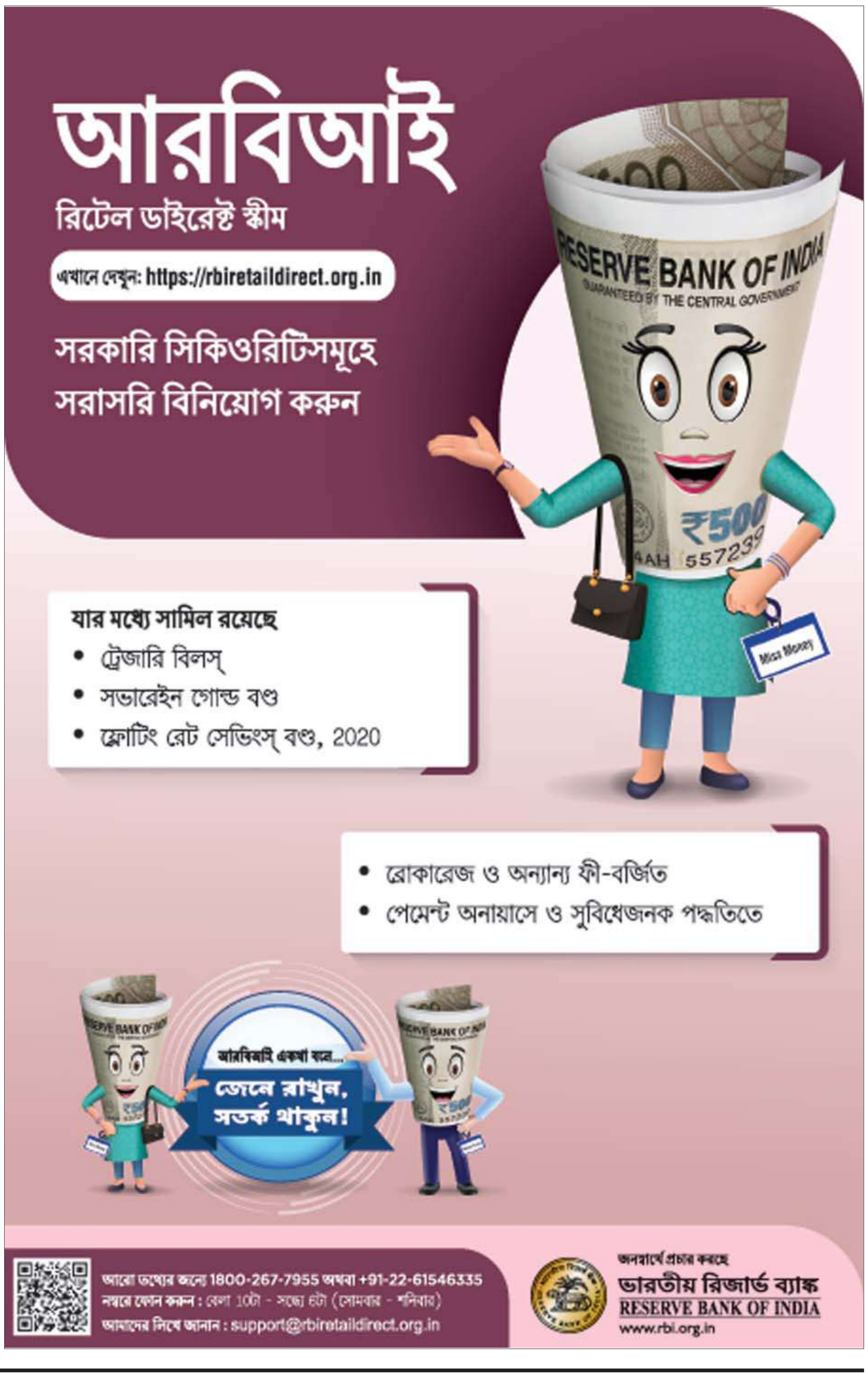

নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশে ডেডলাইন বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি,৮ মার্চ ঃ নির্বাচনী বন্ড ইস্যুতে ফের সুপ্রিম কোর্টের তোপে এসবিআই। বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সমস্ত তথ্য প্রকাশ করছে না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটি। তাই সম্পূর্ণ তথ্য জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যেই বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জমা দিতে হবে এসবিআইকে। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছে এসবিআই, এই মর্মে একটি মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়। সেখানেই চন্দ্রচূড় পরিস্কার জানিয়ে দেন, এসবিআইয়ের কাছে ইলেকটোরাল বন্ড সংক্রান্ত যা তথ্য রয়েছে সেটা পুরোটাই প্রকাশ করতে হবে। ব্যাঙ্ক যেভাবে তথ্য প্রকাশ করছে, সেই আচরণও খুবই আপত্তিকর। তারা ভাবছে শীর্ষ আদালত যে কয়েকটা তথ্যের বিষয়ে উল্লেখ করছে সেটুকুই প্রকাশ করতে হবে। বিষয়টা মোটেও তা নয়। সমস্ত তথ্য যখন চাওয়া হয়েছে তাহলে সম্পূর্ণ তথ্যই দিতে

হবে এসবিআইকে। কোনও তথ্যই যেন গোপনে না থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তথ্য প্রকাশের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছ শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার, ২১ মার্চ বিকেল পাঁচটার মধ্যে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জমা দিতে হবে এসবিআইকে। সেই সঙ্গে জমা দিতে হবে বি শেষ হলফনামা। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জমা দিয়েছে এসবিআই। ব্যাঙ্কের দেওয়া সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটেও আপলোড করতে হবে। প্রসঙ্গত, নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন নির্বাচনী বন্ডের ইউনিক নম্বর-সহ অন্যান্য তথ্য দেয়নি এসবিআই, এই মর্মে একটি নোটিসও পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ করেছিল এসবিআই। জানা গিয়েছে, বন্ড থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে বিজেপি। ৬৯৮৬.৫ কোটি টাকা প।ছে গেরুয়া শিবিরের তহবিলে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল মোট ১৩৯৭ কোটি টাকা পেয়েছে এই বন্ড থেকে। তৃতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস পেয়েছে ১৩৩৪ কোটি। তেলেঙ্গানার বিআরএসের খাতায় প।ছে ১৩২২ কোটি টাকা। তবে বন্ডের ইউনিক নম্বর এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। সেই তথ্য প্রকাশ করতেই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

চুরাইবাড়িতে ধৃত ডাকাতকে ছাড়িয়ে নিতে থানায় হামলা, ভাঙচুর, আহত একাধিক পুলিশ কর্মী, গ্রেফতার ছয়

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১৮ মার্চ ঃ দিন কয়েক আগে লক্ষ্মীনগর গ্রামে একটি ডাকাতির ঘটনায় এক যুবককে চিহ্নিত করা হয়। রবিবার রাত অনুমানিক একটা নাগাদ সেই সঃেদহভাজন যুবককে চিহ্নিত করার পর উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানার পুলিশকে এই খবর জানানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যায় চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগ সেখান থেকে ওই অভিযুক্তঃ ডাকাতকে পুলিশ থানায় নিয়ে আসতে চাইলে তাদের বাঁধা দেয় ওই গ্রামের কিছু উশৃঙ্খল যুবক। তাদের দাবি ওই অভিযুক্ত ডাকাতকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এরপরই পুলিশ কোনমতে অভিযুক্তকে নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।এরপর গ্রামের কিছু যুবক দা,লাঠি, রড, ভোজালি নিয়ে প্রথমে পুলিশের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে পুলিশের গাড়ির পেছেন পেছন ধাওযা. করে থানার সামনে পর্যন্ত আসে অভিযুক্তকে পুলিশের কাছ থেকে ছা।য়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। ক্ষুব্ধ জনতার দাবি কিছু সময়ের জন্য পুলিশের হাতে আটক হওযা. ওই ডাকাতকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আর এই ডাকাতকে ছা।য়ি নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশের গাড়ি সহ পুলিশের উপর দা, ভোজালি, লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে হামলা চালায় একদল যুবক। এই আক্রমণে থানার ওসি সহ পুলিশ অফিসার ও বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয় এবং টিআর-০১-বিএইচ-০৬৪৯ নম্বরের বোলেরো গা।রি পিছনের গ্লাস ভাংচুর করা হয়। এই ঘটনার খবর জানতে পেরে থানা সহ সামনে ডিউটিরত নাকাপযেঃেট থাকা পুলিশ ও টিএসআর নিয়ে মাঠে নামেন ওসি সমরেশ দাস। গ্রামের যুবকদের থেকে পুলিশ ও অভিযুক্তঃকে বাঁচাতে তিনি দলবল নিয়ে মাঠে নামেন থানার সামনে। আর তখনই পুলিশের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে গ্রামের ওই উশৃঙ্খল যুবকরা। থানার ভেতরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে। এরপরই তাদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন বাইক নিয়ে.পালিযে. গেলেও ছযজনকে আটক করে পুলিশ। এই ঘটনায় চু।াইবাড়ি

থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে গতকাল রাত ছয.জনকে আটক করতে সক্ষম হয। পুলিশের পিছু দাওয়া করে থানায.এসেছিল। তারা হল অনুপ নাথ (৩০) পিতা উপেন্দ্রনাথ বাড়ি লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকার, অপরজন অজয.দেবনাথ(২৭) পিতা রসময় দেবনাথ বা।ি লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ড এলাকায়, পবিত্র নাথ (৩৫) পিতা সুবোধ নাথ, দীপক গোস্বামী (২৯) পিতা কানাইলাল গোস্বামী, অনিমেষ নাথ (৩৭) পিতা অরুণ চন্দ্রনাথ, বিজিত নাথ (৩৪)পিতা বিজয় কুমার নাথ বাড়ি লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়। তাদের কাছ থেকে দা,লাঠি,রড,ভোজালি, ছুরি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার খবর পেযে. চুরাইবাড়ি থানায. ছুটে আসেন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা। আনা যায়.ধর্মনগর, কদমতলা,বাগবাসা থানার পুলিশ। সঃেদহভাজন যে ডাকাতকে আটক করা হয়েছে তার নাম জসীম উদ্দিন (১৯)পিতা আলা উদ্দিন বর্তমানে অক্ষত অবস্থায. চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশের হেফাজতে রযেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা জানান, ঘটনাটি পুলিশের উপর মহলকে অবগত করা হয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষ তাই তিনি কোন প্রতিক্রিয়া দেননি। গোটা ঘটনায. চুরাইবাড়ি থানা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

পাকিস্তান থেকে টাকা এসেছে, নির্বাচনী বন্ড নিয়ে মোদি-মমতাকে আক্রমণ সেলিমের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নির্বাচনী বন্ডের তথ্য সামনে আসতেই উত্তাল দেশের রাজনীতি। এবার এই ইস্যুতে মোদি-মমতাকে একযোগে নিশানা করলেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। তাঁর কথায়, পুলওয়ামাকাণ্ডের পর নির্বাচনী বন্ডে পাকিস্তান থেকে টাকা এসেছে বিজেপির ফান্ডে। কর্পোরেট কোম্পানির শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, বাংলার প্রতিনিধি হিসেবেই সীতারাম ইয়েচুরি রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন ২০১৭ সালে এই নির্বাচনী বন্ডের বিরোধিতা করেন। পরে সুপ্রিম কোর্টে মামলায় জিতে এসেছেন। প্রয়োজনে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি।ঙ্করবিবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, নির্বাচনী বন্ড সবথেকে বড় দুর্নীতি। এই দুর্নীতির টাকাই সবথেকে বেশি লাভবান হয়েছে বিজেপি, তারপরে তৃণমূল। কোথা থেকে এল এই টাকা? ওষুধের দাম বাড়িয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলো এই টাকা দিয়েছে। এই টাকা মোদি আর মমতা ভাগ করেছে। আমাদের খনি আমাদের বন্দর, এসবের টাকা এইভাবে চুরি হয়েছে। সন্দেশখালি থেকে গোটা রাজ্যকে যেমন তৃণমূল খালি করেছে, তেমনই ব্যাংক খালি করে দিয়ে গোটা দেশের টাকা মোদি লুট করেছে। এ কারণেই আজকে মমতা চুপ, মোদিও চুপ। নাটক করছে তারা। এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিপিআইএম গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে, তারা এই দুর্নীতির টাকা খায়নি।সিপিএম নেতার বক্তব্য, আমরাই প্রথম ২০১৭ সাল থেকে নির্বাচনী বন্ডের বিরোধীতা করে আসছি। আদালতে গিয়েছি দীর্ঘদিন, জয়ী হয়েছি। এমনকী, এই নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আজ যা যা বলছে সেই অভিযোগের কথা বহু আগে থেকেই সিপিএম বলে এসেছিল। এ কারণে মোদি-মমতা চেয়েছিল সিপিএম সংসদে না থাকুক, বিধানসভায় না থাকুক। ফলে এখন সাধারণ এবং এই চুরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংসদে কারা কথা বলবে। মানুষের ঐক্যের কথা কারা বলবে, বেকার ছেলেমেয়েদের কাজের কথা কারা বলবে। মাফিয়া রাজ চলছে দেশে। বেআইনিভাবে কর্পোরেট লুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের মো।কে সমস্ত দুর্নীতিকে ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারি বরাত পেতে ঘুষের ব্যবস্থা নির্বাচনী বন্ড।যেদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ পায় সেইদিন সন্ধেতে কপালে আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তাতে কার্যত ঘি ঢেলে তৃণমূলের পারিবারিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তথ্য তুলে ধরেছেন মহম্মদ সেলিম।মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে, ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দি হয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহান। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাত দিয়ে নিজের রক্ত মোছার ক্ষমতা তার নেই। রাজ্যের মানুষকে বাঁচাবেন কীভাবে? আমার সব মধ্যবিত্তর বা।তে ফাস্ট এডেড ব্যবস্থা থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ছিল না? উনি নিজেই বলেছিলেন বোরোলিনের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। বাড়িতে বোরোলিন ছিল না? কেউ রক্ত মুছে দিল না? ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পর মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী এরকম হেভিওয়েটদের বাড়িতে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারের ডিউটি থাকে। তারা কী করল?

বিহারের খাগাড়িয়ায় গাড়ি ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে মৃত্যু ৭ জনের, কমবেশি আহত বেশ কয়েকজন

খাগাড়িয়া, ১৭ মার্চ ঃ বিহারের খাগাড়িয়া জেলায. ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, সোমবার সকালের এই দুর্ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন কমবেশি আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পার্বত্তা ব্লকের বেসা গ্রামের বাসিন্দা ইন্দ্রদেব ঠাকুরের ছেলের বিযের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিল একটি গাড়ি, সেই গাড়িই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।পুলিশ জানিয়েছে, সিমেন্ট বোঝাই একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে এসইউভি গাড়ির সংঘর্ষ হয়ে। এক্সইউভি-তে থাকা ৭ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই মুহূর্তে প্রথম অগ্রাধিকার দুর্ঘটনায় আহত চারজনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। নিহতদের

ভোটের আগে জনসংযোগ করতে নতুন পরিকল্পনা রাজ্যপাল বোসের,সন্দেশখালির জন্যও বিশেষ পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মানুষের অভিযোগ জানানোর জন্য ' চালু করেছিলেন। এবার লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজভবনে একই উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নব উদ্যোগ 'লোকসভা পরিষেবা। নির্বাচনের সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ জন্য রাজ্যপাল ' সভা' পোর্টাল চালু করলেন। এই পোর্টালে যে কোনও নাগরিক নির্দিষ্ট একটি ইমেল আইডি মারফত রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। তাঁরা সেখানে তাঁদের অভিযোগ, অনুযোগের কথা সরাসরি জানাতে পারবেন।ঙ্করবিবার রাজভবনের তরফ থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, -এ জনসাধারণ তাঁদের অভিযোগের কথা জানাতে পারবেন। তাঁরা যে কোনও বিষয়ে পরামর্শও দিতে পারবেন। রাজভবনের তরফ থেকে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই পোর্টালের জন্য এক জন নোডাল অফিসারকেও নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজভবন। লোকসভা ভোটের আগে হিংসা রুখতে একাধিক পদক্ষেপ করছেন রাজ্যপাল। তিনি পঞ্চায়েত ভোটের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লোকসভা ভোটের জন্য সতর্ক করছেন রাজ্যবাসীকে। তাই হিংসা রুখতে গোটা রাজভবনকেই তিনি নামিয়ে আনতে চান বাংলার পথে। বাংলার ভোটে পাহারা দেবে ' রাজভবন'। পঞ্চায়েত ভোটের পুনরাবৃত্তি চান না রাজ্যপাল। এ বারের লোকসভা ভোট যাতে হিংসামুক্ত হয় এবং সকলে যাতে শান্তিভাবে ভোট দিতে পারেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখছেন তিনি।ঙ্কলোকসভা ভোটের তারিখ ঘোষণার দিনে আচমকাই হাওড়ার একটি বেসরকারি স্কুলে হাজিরও হয়েছিলেন রাজ্যপাল। পুলিশ-প্রশাসনকে আগাম খবর না দিযে. সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে রাজ্যপাল চলে গিয়েছিলেন মধ্য হাওড়ার বনবিহারী বসু রোডের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে। স্থানীয.সূত্রে খবর, লঞ্চে চেপে প্রথমে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে আসেন তিনি। সেখান থেকে টোটো চেপে পৌনে ১০টা নাগাদ স্কুলের গেটে পৌঁছে যান। স্কুলে ঢুকেই নোটিস বোর্ড দেখতে থাকেন প্রথমে। রাজ্যপাল জানান, তাঁর আসার উদ্দেশ্য একটাই- বাংলাকে নতুন ভাবে চেনা।এদিকে, সন্দেশখালিতে শাহজাহান বাহিনীর হাতে দখল হয়ে যাওয়া জমিগুলিকে চাষযোগ্য করে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস ফেরতের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়িতে পরিণত করা এই জমিগুলি কীভাবে ফের চাষযোগ্য করা যায়, তা ঠিক করতে এক বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছেন রাজ্যপাল। দলের অন্যতম সদস্য কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব, কৃষি বিশেষজ্ঞ এস কে পট্টনায়েক জানিয়েছেন, এরকম প্রায় ২৫০টি প্লট প্রকৃত মালিকের হাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সেই জমিগুলির উপরিতল এতটাই নোনা যে আগামী পাঁচ-দশ বছর সেখানে ফসল ফলানো অসম্ভব। এই সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে।

ভোটের প্রচার কর্মসূচির মাঝেই নিজের মানবসেবার ব্রততে অবিচল বুলবুল মাস্টার

তনুজ জৈন, মালদা,১৮মার্চঃ ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গেছে লোকসভা ভোট।জোরকদমে প্রচার কর্মসূচি চলছে রাজনৈতিক দলগুলির।তার মাঝেই নিজের মানব সেবার ব্রত তে অবিচল রয়েছেন বুলবুল মাস্টার। মানুষের বিপদ শুনলেই রাজনীতি নির্বিশেষে ছুটে যাচ্ছেন পাশে দাড়ানোর জন্য। সাথে এখন তিনি জন-প্রতিনিধি। তাই যেন দাযিত্ব আরো কিছুটা বেশি। মালদা জেলা পরিষদের সদস্য তথা মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান।হরিশ্চন্দ্রপুরের দাপুটে তৃণমূল নেতা। সাথে জননেতা হিসেবেও এলাকা জুড়ে তার পরিচিতি।তার সংসদ ক্ষেত্রের মধ্যেই দুই দুস্থ পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।ব্যক্তিগত ভাবে করলেন আর্থিক সাহায্য। আর হাসি মুখে বললেন মানুষের পাশে থাকতে না পারলে আমার ভালো লাগে না। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সাদলিচক গ্রাম পঞ্চাযেতের উত্তর কুমেদপুরের বাসিন্দা আসগার আলী (৪৫)। সক্রিয় ভাবে শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিন কিডনির রোগে ভুগছেন।পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা নেই।ফলে চিকিসা করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন।আবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই উত্তর তালগ্রামের বাসিন্দা পরিযাযী. শ্রমিক আমিজুল হক (৩০)। কেরালা তে কাজ করতেন। সেখানে কাজ করতে গিযেই পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান।ভেঙে যায় ডান পাড়তারপর থেকেই অসুস্থ অবস্থায. বাড়িতে রযেছেন। এই দুই অসহায. ব্যক্তির খবর পান স্থানীয.জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান।খবর পেযেই সোমবার সকালে দুইজনের বা।তেই যান। তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। ব্যক্তিগত ভাবে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। সাথে দুটি পরিবারের পাশে থাকারই আশ্বাস দিয়েছেন। বুলবুল খান পাশে থাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে পরিবারেরও। আর বুলবুল খানের বক্তব্য মানুষের পাশে থাকতেই তার সব থেকে বেশি ভালো লাগে। বরাবর থেকেছেন। ভবিষ্যতে ও রাজনীতি নির্বিশেষে থাকবেন। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুরের এই দাপুটে নেতা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের সদস্য হয়েছেন। তবে তার আগে থেকেই তিনি মানুষের পাশে থাকেন।করোনা হোক বা বন্যা রাজনীতি নির্বিশেষে বরাবর অসহায় মানুষের পাশে দেখা গেছে বুলবুল খানকে।

শুভেন্দুকে ভোট প্রচারে অনুমতি নয়,' খলিস্তান বিতর্কে কমিশনে আর্জি শিখ সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাল শিখ সংগঠন। রবিবার নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে ' গুরুদ্বার বড়া শিখ সংগত'। সেখানে তারা লিখিত ভাবে আবেদন জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে যেন বিজেপি নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে প্রচারে অংশগ্রহণ না করতে দেওয়া হয়।অশান্তি চলাকালীন উত্তপ্ত সন্দেশখালি পরিদর্শনে যায় বিজেপি প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ধামাখালির কাছে বিজেপি প্রতিনিধিদলকে আটকায় পুলিশ। সেই দলে ছিলেন ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপার, আইপিএস অফিসার যশপ্রীত সিং। শিখ সম্প্রদায়ের ওই আইপিএসের মাথায় স্বভাবতই পাগড়ি ছিল। অভিযোগ, তা দেখেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নাকি ' খলিস্তানি' বলে কটাক্ষ করেন। তাতে রেগে যান ওই পুলিশ অফিসার।প্রশ্ন করেন, আমার মাথায় পাগড়ি দেখে খলিস্তানি বলছেন? এ কেমন কথা? উভয়ের তর্কবিতর্কে ধামাখালির কাছে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই ঘটনার জেরে শুভেন্দু অধিকারীকে নাকি সতর্কও করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের তীব্র বিতর্কের ঝড় ওঠে। এই ইস্যুতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেই শিখ সংগঠনের দাবি, শিখ আইপিএস অফিসারকে ' বলায় তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। তাই শুভেন্দু অধিকারীকে কোনওভাবে ভোটপ্রচার করতে দেওয়া উচিত নয়। নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়ে তাঁদের আর্জি বিবেচনা করার দাবি জানানো হয়েছে। ' ইস্যুতে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে রাজ্যপাল সি ভি আনঃদ বোসের সঙ্গে সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েও চিঠি দিয়েছে শিখ সংগঠন।এমন দাবি প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ' শুভেন্দু বাবু কখনওই এমন মন্তব্য করেননি। তিনি তা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন। আসলে তৃণমূল ছদ্মবেশে কয়েকজনকে এ সব করতে ময়দানে নামিয়েছে। আমরা মনে করি এই ধরনের দাবি করার বিষয়টি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'' তিনি আরও বলেন, ' ভাবে বিজেপি বা শুভেন্দু অধিকারীকে দুর্বল করা যাবে না। লোকসভা ভোটে নিশ্চিত হারের কথা বুঝতে পেরেই এমন সব প্রয়াস চালাচ্ছে শাসকদল। ওদের এমন ষড়যন্ত্র সফল হবে না। রাজনৈতিক লড়াইয়ে সফল হবে না জেনেই ঘুরপথে আক্রমণ করা হচ্ছে।''

'তৃণমূল করি বলতে লজ্জা পাচ্ছেন কর্মীরা',অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর বিস্ফোরক মন্তব্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূল করলেও বলতে লজ্জা পাচ্ছেন কর্মীরা! লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্মিসভায় এহেন মন্তব্য করে বসলে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) ' হয়েছে।গত শনিবার অশোকনগরের রাজীবপুর-বিড়া এলাকায় হাবড়া ২ ব্লক তৃণমূলের কর্মিসভা ছিল। সেখানেই কর্মীদের উদ্দেশে নারায়ণকে বলতে শোনা যায়, ' বাদাম বিক্রেতা যদি বাদাম নিয়ে চুপ করে থাকেন, যদি ভাবেন সম্মান নষ্ট হবে, তা হলে তাঁর বাদাম বিক্রি হবে? তৃণমূল কর্মী মানে ফেরিওয়ালা। কিন্তু পা।ার লোককে গিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিন বলতে লজ্জা পাচ্ছি'!রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতার হওয়া, সন্দেশখালি-কাণ্ড, অর্জুন সিংহের দলত্যাগ- সব মিলিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলে অস্বস্তি ছিলই। নারায়ণ শনিবার কর্মিসভায় ওই মন্তব্য করে অস্বস্তি আরও বাড়ালেন বলে মনে করছেন জেলা নেতাদের অনেকে।নারায়ণ পরে অবশ্য দাবি করেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ' বুথে কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য হার হয়। তাঁদের উৎসাহিত করতে ওই কথা বলেছি। তার মানে কি তৃণমূল খারাপ?'' কিন্তু কেন তৃণমূল কর্মীরা ভোট চাইতে লজ্জা পাবেন, সে প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি নারায়ণের কাছে।ঙ্কওই কর্মিসভায় নারায়ণের সঙ্গে ছিলেন বারাসত কেঃেদ্রর তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারও। তিনি বলেন, ' ওঁর ব্যক্তিগত মত।'' জেলা তৃণমূল কোর কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ বলেন, ' নারায়ণ কী বলেছেন, না জেনে মন্তব্য করব না।'' তবে, জেলা তৃণমূলের এক নেতা বলেন, ' ও কথা না বললেই পারতেন।''নারায়ণের মতো জেলা তৃণমূলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, ' যে কথাটা বলেছেন, তা রাজ্যের মানুষের মনের কথা। তিনি কর্মিসভায় প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, তৃণমূল দলটা করলেও অনেকে পরিচয় দিতে লজ্জা পান। এর থেকে প্রমাণিত হয়, রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তৃণমূলের নেতারা রাস্তায় বেরোলে সাধারণ মানুষ ' বলে দেগে দিচ্ছেন।'' সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সত্যসেবী কর বলেন, ' যা বলেছেন, তা ওঁর এবং কিছু নেতা ছাড়া, সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের মনের কথা। যাঁরা চুরি-জোচ্চুরি মেনে নিতে পারছেন না।''ঙ্কবিরোধীদের সমালোচনার জবাবে নারায়ণ বলেন, ' তৃণমূলের কোনও কথার সঙ্গেই সহমত হন না। তাঁরা আমার কথার মধ্যে আরও কিছু

অন্য মাত্রার 'ট্রিপ' দিতে গিয়ে শ্রীঘরে বিগ বস জয়ী এলভিশ যাদব,গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে

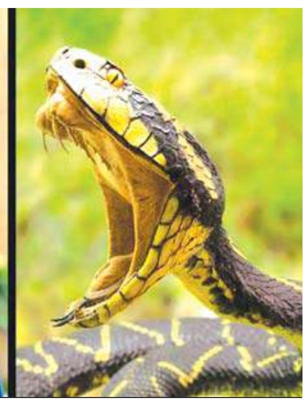

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইউটিউব জগতে তিনি বিখ্যাত। টেলিভিশনের জনপ্রিয় শো 'বিগবস' বিজেতা তিনি। সেই এলভিস যাদবকে গ্রেফতার করল নয়ডা থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সাপের বিষ ব্যবহার ও পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ''এলভিস ভাইকে আগে কই বল সকতা হ্যায় ক্যায়...!'' সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এক যুবকের এই বক্তব্য ভাইরাল হয়েছিল। সেই যুবক এলভিস যাদবের ব। ফ্যান বলেই নিজেকে দাবি করে। তবে পরবর্তী সময়ে তার সেই মন্তব্য নিয়ে একাধিক মিম হয়েছে ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেলে। বর্তমানে সেই 'এলভিস ভাই'-এর বিরুদ্ধেই পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। গত বছর নভেম্বর মাসে সাপের বিষ ব্যবহার ও পাচারের অপরাধে ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তার মধ্যে এলভিসের নামও ছিল। সেই মামলাতেই এবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঙ্গাত নভেম্বরে নয়ডার একটি ব্যাঙ্কোয়েট হলে হানা দিয়ে ৫টি কেউটে সহ মোট ৯টি সাপ ও ২০ মিলিলিটার বিষ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সেই সময়েই ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে আটক করে তাঁরা। সেখানে এলভিস ছিলেন না। তবে পরে পুলিশ জানতে পারে সাপের বিষ আদানপ্রদান নিয়ে এলভিসের সঙ্গে অন্যদের যোগাযোগ ছিল। ঙ্কএরপর পুলিশের তরফে একাধিকবার এলভিসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। শেষমেষ তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

রাজস্থানের আজমেরে লাইনচ্যুত সবরমতী-আগ্রা সুপারফাস্ট ট্রেন, হতাহতের খবর নেই

আজমের, ১৮ মার্চ ঃ রাজস্থানের আজমেরে লাইনচ্যুত হয়ে গেল সবরমতী-আগ্রা সুপারফাস্ট ট্রেনের ৪টি বগি। রবিবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মাদার রেল স্টেশনের কাছে। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।উত্তর-পশ্চিম রেলের সিপিআরও শশী কিরণ বলেছেন, ১২৫৪৮ সুপারফাস্ট ট্রেনটি সবরমতী থেকে আগ্রার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। মধ্যরাতে মাদার রেল স্টেশনের কাছে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ৪টি বগি ও ইঞ্জিন বেলাইন হয়ে যায়। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও

গার্ডেনরিচে বেআইনি বহুতল হচ্ছে আর মেয়র জানতেন না?শাসকদলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ খোদ গার্ডেন রিচ এলাকায় এ ধরনের ৮০০-এর বেশি অবৈধ নির্মাণ রয়েছে। বহুতল দুর্ঘটার পরই রাজ্যসরকারকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি।গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় ফিরহাদ হাকিম ঘনিষ্ঠ স্থানীয় কাউন্সিলর শাম ইকবালকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।সোমবার সকালে এ ব্যাপারে দীর্ঘ টুইট করেছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, গার্ডেনরিচ হল মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দুর্গ। সেখানে এই ধরণের অন্তত ৮০০ বহুতল তৈরি হয়েছে। মেয়রের নিজের এলাকায় এরকম বেআইনি ভাবে বহুতলের নির্মাণ হচ্ছে, আর তিনি জানতেন না? এও হতে পারে?ঙ্গার্ডেনরিচে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। আহতদের দেখতে হাসপাতালেও গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও।ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে এদিন ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের বলেন, নির্মীয়মান ওই বহুতলের প্ল্যান থাকতে পারে না। এত সরু গলির মধ্যে এত বড় বাড়ি হতে পারে না। যাঁরা এটা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেয়রের কথায়, আহতরা সকলে পাশে টালির বাড়িতে থাকতেন। এক জনের পাপের জন্য অন্য জন শাস্তি পাচ্ছে। মেয়রের কথার সূত্র ধরে শুভেন্দু বলেন, যাঁদের জন্য এতগুলো মানুষের প্রাণ বিপন্ন হল, তাঁরাই দেখছি এখন ঘটনাস্থলে গিয়ে ত্রাতা সেজে ঘুরছে। শুভেন্দু যে টুইট করেছেন, তাতে ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাম ইকবালের ছবিও রয়েছে। শুভেঃদুর দাবি, গোটা ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় কাউন্সিলর, প্রোমোটার, এলাকার পুলিশের যোগসাজস রয়েছে। নইলে এ ধরণের বেআইনি নির্মাণ হতে পারে না। শাম ইকবাল ও প্রোমোটারকে এক্ষুণি গ্রেফতার করা উচিত।ঙ্কয়েক বছর আগে শাম ইকবালকে নিয়ে একবার বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি বহুকোটি মূল্যের অ্যাস্টন মার্টিন গাড়ি চড়ে কলকাতা পুরসভায় পৌঁছেছিলেন। এদিন শুভেন্দু টুইটে লিখেছেন, সম্প্রতি ইকবাল একটি বেন্টলে গাড়িও কিনেছেন। একজন কাউন্সিলর ৫ কোটি টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছেন। কোথা থেকে এল এই টাকা?২০২১ সালে কলকাতা পুরসভার ভোটে বিপুল ব্যবধানে ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জিতেছিলেন শাম ইকবাল। শুভেঃদুর কথায়, ৯৮.২৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ওই কাউন্সিলর। কলকাতা পুরভোটে যাঁরা জিতেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে জিতেছিলেন তিনি। ওই শাম ইকবালই বেআইনি নির্মাণের অবিসংবাদিত রাজা। যে মানুষগুলো ধ্বংসস্তূপের নীচে মরণবাঁচন লড়াই করছেন, তাঁদের জীবনের মূল্যেই এহেন জীবনযাত্রা শাম ইকবালের।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৯মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৫চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৫চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা হবে **বৃষভ রাশিঃ**আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। **মিথুন রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায.রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান **সিংহরাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযগে করে থাকেন **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের **কুম্ভ রাশিঃ**বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ। **মীন রাশিঃ**স্বাস্হ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা

মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্ব কার হাতে? হাইকোর্টে মামলা করলেন শান্তনু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চঃ মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর অভিযোগ করেন, ভুয়ো মহাসঙ্ঘ চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এমনকী অবৈধভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে ১ কোটি ৪৫ হাজার টাকা জমা করার অভিযোগও তুলেছেন শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে। আবার পাল্টা অভিযোগ সামনে এনেছেন শান্তনুও। এবার সেই ইস্যুতেই মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। সোমবার মামলা করেছেন শান্তনু ঠাকুর। আগামী বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে। আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় মামলা করার অনুমতি চেয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের

একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। এরপর মামলার অনুমতি মেলে। সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশ জুড়ে সেই আইন কার্যকর হওয়ায় মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ আশার আলো দেখছে। তারই মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে দ্বিধাভক্ত বাংলার এই ঠাকুর পরিবার। উল্লেখ্য, গাইঘাটার ঠাকুরনগরে রয়েছে 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ' নামে দুটি সংগঠন। একটির সঙ্ঘাধিপতি হিসেবে রয়েছে মমতাবালার নাম আর অন্যটি শান্তনুর। মমতাবালার দাবি, শান্তনুর সংগঠনটি আসল নয়। আসল মহাসঙ্ঘ চালান তিনিই। সম্প্রতি তিনি দাবি করেছেন, মহাসঙ্ঘের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন শান্তনু আর তাতে প্রায় ১ কোটি ৪৫ হাজার টাকা অবৈধ ভাবে জমা করা হয়েছে। মমতাবালা চান, পুলিশ ওই টাকার সূত্র খুঁজে বের করুক। অন্যদিকে, শান্তনুর দাবি, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের পরিচালনার দায়িত্ব থাকে ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের হাতে, পুত্রবধূরা দায়িত্ব পান না। তাই শান্তনু ঠাকুরের দাবি, মমতাবালার সংগঠনটাই ভুয়ো।

স্কুলে ক্লাস নিতে নিতে আর মোবাইল ঘাঁটতে পারবেন না মাস্টারমশাইরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চঃ জলপাইগুড়ির স্কুলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সারপ্রাইজ ভিজিটের জের। অবশেষে নড়েচড়ে বসল শিক্ষা দফতর। স্কুলে ক্লাস চলাকালীন কোনও মাস্টারমশাই আর ফোন ঘাঁটতে পারবেন না। একাধিক স্কুলে ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিস থেকে। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু গত সপ্তাহেই হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে যাওয়ার পথে আচমকা ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশন স্কুলে পরিদর্শনে চলে গিয়েছিলেন। আর স্কুলে সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়েই কার্যত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন বিচারপতি। স্কুলে ৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে সেদিন কামাই করেছেন ১২ জন শিক্ষক। একসঙ্গে এতজন শিক্ষক কেন ছুটিতে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। গত সপ্তাহে বিচারপতি বিশ্বজি বসুর এই সারপ্রাইজ ভিজিটের পরই এবার টনক নড়ল শিক্ষা দফতরের। স্কুলগুলির জন্য জারি করা হয়েছে একগুচ্ছ কড়াকড়ি। জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিস থেকে সেই কড়াকড়ির কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রধান শিক্ষকের থেকে অনুমতি না নিয়ে কোনও মাস্টারমশাই কোনওরকম ছুটি নিতে পারবেন না। কী কারণে ছুটি নিচ্ছেন, সেই বিষয়েও যাবতীয় তথ্য ও কাগজপত্র জমা করতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে, সে কথাও জানানো হয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শকের পাঠানো চিঠিতে। প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্কুলের রেজিস্টার খাতা যেন আপ টু ডেট রাখা হয়। উল্লেখ্য, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু যেদিন জলপাইগুড়ির ওই সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়েছিলেন, সেদিন স্কুলের সামনে নর্দমায় ভাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। এবার স্কুল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপরেও জোর দিচ্ছে শিক্ষা দফতর। জেলা স্কুল পরিদর্শকের পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, স্কুলের পরিবেশ যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। পানীয় জলের জায়গা, মিড ডে মিলের রান্নাঘর, খাওয়ার জায়গা, ক্লাসরুম ও টয়লেটে যাতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়, সে কথাও জানানো হয়েছে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL19058460, GL19465526, GL21204450, GL21219025, GL21530008, GL22038722, GL22356186, GL22618620, GL23012217, GL23093440, GL23351626, GL23525912, GL24191250, GL24255985, GL24268131, GL24295669, GL24308079, GL24566942, GL24571182, GL24675604, GL24690627, GL24811022, GL24821977, GL24873074, GL24979366, GL25267974, GL25282250, GL25450127, GL25512921, GL25522996, GL25585230, GL25613377, GL25762561, GL25762634, GL25969749, GL26049701, GL26068559, GL26152421, GL26260453, GL26277818, GL26296710, GL26401326, GL26421564, GL26449079, GL26455235, GL26629551, GL26644483, GL26720524, GL26736064, GL26804256, GL26820608, GL26828462, GL26855609, GL26866923, GL26882833, GL26900942, GL26908114, GL26916425, GL27072602, GL27078353, GL27114035, GL27136143, GL27147924, GL27163438, GL27201803, GL27219142, GL27401201, GL27419026, GL27423439, GL27535073, GL27552246, GL27653492, GL27674032, GL27757497, GL27775662, GL27809440, GL27829984, GL27952260, GL27958624, GL28048800, GL28050787, GL28156605, GL28177782, GL28260584, GL28260901, GL28270640, GL28270831, GL28282607, GL28302255, GL28331896, GL28343541, GL28352213, GL28367897, GL28535207, GL28545623, GL28556698, GL28588463, GL28597178, GL28598404, GL28611482, GL28703885, GL28752017, GL28779729, GL28862175, GL28865205, GL28938531, GL28969304, GL29286078, GL30350013, GL30670246, GL31243869, GL31299412, GL18794701, GL18979013, GL19006553, GL19274879, GL19285355, GL19549797, GL19553958, GL19569527, GL19617051, GL19632315, GL19657104, GL19666423, GL19727433, GL19957304, GL20038654, GL20223176, GL20362584, GL21148479, GL21545260, GL21641074, GL22047230, GL22200763, GL22490904, GL22735185, GL22754729, GL22756106, GL23002112, GL23154710, GL23285540, GL23620943, GL23624531, GL24097131, GL24197895, GL24313658, GL24336392, GL24418576, GL24432869, GL24615542, GL24649508, GL24650142, GL24656630, GL24658079, GL24699994, GL24702566, GL24796951, GL24828754, GL24857537, GL24905367, GL24925290, GL25017029, GL25083010, GL25186707, GL25272125, GL25308507, GL25314476, GL25316859, GL25405064, GL25447307, GL25457693, GL25542807, GL25759588, GL25910060, GL25931478, GL26017314, GL26099906, GL26273934, GL26398436, GL26565327, GL26571125, GL26662841, GL26802761, GL26817092, GL26910499, GL26926294, GL26942577, GL27012063, GL27021195, GL27056572, GL27176895, GL27195945, GL27216574, GL27239581, GL27247772, GL27355218, GL27364596, GL27398937, GL27424601, GL27436779, GL27485507, GL27511683, GL27587560, GL27595608, GL27610302, GL27812892, GL27815444, GL27923539, GL28003840, GL28018616, GL28077159, GL28084845, GL28253672, GL28272872, GL28286263, GL28333318, GL28347067, GL28446091, GL28516878, GL28631897, GL28645207, GL28710594, GL28719707, GL28719896, GL28724404, GL28812566, GL28825371, GL28838841, GL28841170, GL28842087, GL28886359, GL28936773, GL28966811, GL28982066, GL28984307, GL28986234, GL28993423, GL28998359, GL29000804, GL29001883, GL29043436, GL29388835, GL30131892, GL30691938, GL30692385, GL30868380, GL19384198, GL19649192, GL19814192, GL19969534, GL20955447, GL22000390, GL22712534, GL22833933, GL22910036, GL23391640, GL23410677, GL23601946, GL23722259, GL23734322, GL23902308, GL23959806, GL23961108, GL24133862, GL24335099, GL24348791, GL24659501, GL24668983, GL24685196, GL24693012, GL24743797, GL24756668, GL24909062, GL24920127, GL25057065, GL25263950, GL25265699, GL25281051, GL25281718, GL25497675, GL25519565, GL25672186, GL25682278, GL25736835, GL25823324, GL25993648, GL26010468, GL26042605, GL26042688, GL26042734, GL26430589, GL26434139, GL26455024, GL26522313, GL26631534, GL26635087, GL26641895, GL26671815, GL26699813, GL26703064, GL26724970, GL26729630, GL26730149, GL26730612, GL26730863, GL26736754, GL26751464, GL26757875, GL26809060, GL26810102, GL26821990, GL26827523, GL26876321, GL26985953, GL27001591, GL27016845, GL27019159, GL27024281, GL27031178, GL27051957, GL27167864, GL27169540, GL27188471, GL27242514, GL27248196, GL27293050, GL27293912, GL27300583, GL27300665, GL27473060, GL27473500, GL27473783, GL27474899, GL27474977, GL27475058, GL27475125, GL27475172, GL27480756, GL27481107, GL27481305, GL27481377, GL27481824, GL27482204, GL27482264, GL27504737, GL27505212, GL27505956, GL27506190, GL27506652, GL27506966, GL27507724, GL27517358, GL27517657, GL27522008, GL27522737, GL27523273, GL27541594, GL27547531, GL27704003, GL27718908, GL27813787, GL27814006, GL27814301, GL27854216, GL27868627, GL28156783, GL28240467, GL28242086, GL28495337, GL28602515, GL28610650, GL28648767, GL28663175, GL28668465, GL28669335, GL28714242, GL28719764, GL28722165, GL28741031, GL28759099, GL29415887, GL29586320, GL19473248, GL19561149, GL19565692, GL19601314, GL19817383, GL19915746, GL19936830, GL19975734, GL20082395, GL20937587, GL21000056, GL21040082, GL21209172, GL21366734, GL21489548, GL21781021, GL21782065, GL21798490, GL22104488, GL22114039, GL22114570, GL22145641, GL22199334, GL22288418, GL22627306, GL22893521, GL22960802, GL23037837, GL23201558, GL23222603, GL23328441, GL23733551, GL23766043, GL23919255, GL23941537, GL23979018, GL24292852, GL24340187, GL24419169, GL24451542, GL24624076, GL24685562, GL24703571, GL24731225, GL24743280, GL24746660, GL24783525, GL24799188, GL24828088, GL24832875, GL24892569, GL24916035, GL25123677, GL25149387, GL25198377, GL25202838, GL25256104, GL25271398, GL25460679, GL25538725, GL25567385, GL25581954, GL25684995, GL25714176, GL25726019, GL25727034, GL25836304, GL25954579, GL25954844, GL25971352, GL25986924, GL25999995, GL26000094, GL26000713, GL26059556, GL26167033, GL26266004, GL26301489, GL26331202, GL26335753, GL26516739, GL26545125, GL26560895, GL26561177, GL26563381, GL26578643, GL26615355, GL26645096, GL26719423, GL26720544, GL26736168, GL26837796, GL26848131, GL26848839, GL26851238, GL26868220, GL26959291, GL26981515, GL27213822, GL27223498, GL27250937, GL27267169, GL27274259, GL27278976, GL27302836, GL27335939, GL27397326, GL27399651, GL27428525, GL27454268, GL27485506, GL27505602, GL27517237, GL27527438, GL27587557, GL27616443, GL27749240, GL27797246, GL27815407, GL27998502, GL28012319, GL28069307, GL28197728, GL28212641, GL28268990, GL28476217, GL28485046, GL28487657, GL28487977, GL28678219, GL28758248, GL28959650, GL29366936, GL30082585, GL30652679, GL30652681, GL30670086, GL30731636.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Darjiling

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL18730263, GL19646478, GL19689463, GL19740579, GL19742494, GL20044878, GL21843025, GL21929153, GL21936891, GL21958626, GL21974151, GL22017957, GL22251387, GL22302343, GL22628157, GL23096377, GL23553260, GL23735336, GL23904299, GL23988989, GL24165171, GL24172359, GL24184852, GL24190100, GL24257266, GL24268593, GL24356372, GL24370098, GL24394206, GL24407818, GL24460819, GL24474821, GL24497176, GL24499031, GL24510194, GL24511608, GL24546466, GL24551838, GL24563418, GL24569042, GL24594071, GL24606961, GL24633239, GL24647080, GL24675270, GL24679476, GL24690464, GL24691660, GL24695573, GL24713877, GL24729936, GL24737231, GL24749606, GL24764860, GL24770333, GL24776862, GL24777990, GL24786728, GL24813261, GL24822479, GL24905435, GL24914986, GL24919261, GL25313066, GL25454889, GL25496187, GL26078772, GL26151313, GL26347305, GL26891178, GL26891627, GL27024508, GL27341444, GL27362580, GL27543409, GL27552031, GL27646493, GL28015011, GL28037219, GL28052202, GL28125162, GL28138053, GL28146914, GL28359830, GL28372108, GL28515057, GL28515545, GL28524326, GL28598111, GL28656072, GL28676012, GL28683769, GL28856836, GL28882333, GL28936546, GL28937090, GL28937965, GL28938694, GL29141876, GL29529702, GL29605491, GL29909535, GL29964421, GL30693268, GL30769936, GL30769968, GL30769996, GL30816070, GL30893630, GL31257151, GL23024176, GL23065298, GL23210317, GL23472072, GL23574709, GL23853427, GL23980678, GL24014710, GL24115331, GL24577340, GL24580509, GL24625519, GL24698173, GL24700227, GL24729104, GL24794007, GL24903185, GL25139511, GL25312258, GL25342281, GL25496356, GL25554489, GL25725489, GL25729052, GL25765139, GL25798361, GL25996994, GL26242426, GL26495273, GL26511050, GL26513674, GL26662808, GL26678157, GL26688950, GL26698175, GL26708218, GL26750979, GL26763438, GL26981696, GL27001228, GL27106861, GL27109347, GL27126406, GL27169272, GL27171475, GL27179726, GL27211862, GL27218574, GL27353739, GL27366703, GL27381557, GL27401987, GL27409286, GL27411011, GL27423252, GL27424035, GL27434514, GL27453504, GL27456923, GL27466723, GL27481958, GL27571396, GL27573900, GL27577363, GL27583342, GL27583966, GL27925008, GL27930258, GL27949194, GL27980730, GL27990501, GL28064718, GL28224723, GL28237883, GL28246635, GL28307657, GL28345313, GL28345475, GL28417726, GL28430971, GL28440660, GL28440789, GL28441407, GL28442627, GL28509738, GL28522729, GL28525634, GL28533445, GL28549569, GL28556141, GL28580669, GL28634380, GL28637735, GL28649021, GL28682247, GL28770503, GL28787255, GL28831403, GL28860059, GL28871694, GL28873719, GL28897001, GL28898303, GL28948346, GL28950765, GL30702171, GL18449771, GL18616075, GL19483232, GL19656339, GL19657951, GL19750338, GL20960799, GL20962334, GL21018130, GL21471258, GL21488819, GL21671374, GL22018866, GL22116357, GL22131986, GL22795536, GL22812236, GL22891726, GL22908763, GL23171519, GL23501722, GL23765106, GL23919375, GL23919868, GL24322297, GL24330859, GL24519331, GL24531421, GL24561597, GL24572700, GL24596159, GL24596773, [illegible] GL26739208, GL26780629, GL27913145, GL27967286, GL27990102, GL28220474, GL28258180, GL28275088, GL28292772, GL28549698, GL28588194, GL29063934, GL29421399, GL30204750, GL30667116, GL30697828, GL30889679, GL31246462, GL31284982, GL19325381, GL19395695, GL19898610, GL19980015, GL21864846, GL21980254, GL22568077, GL22991604, GL23414627, GL23525888, GL23647740, GL24525440, GL24527652, GL24613865, GL24642749, GL24645150, GL24660038, GL24669260, GL24696449, GL24714271, GL24767012, GL24770725, GL24777352, GL24778059, GL24814677, GL24822829, GL26346644, GL26362705, GL26590791, GL26592124, GL26611706, GL26612049, GL26718172, GL26743263, GL26764091, GL26819136, GL26876812, GL26884579, GL26911873, GL26958004, GL27100241, GL27109198, GL27241080, GL27246188, GL27601357, GL27632224, GL27676946, GL27812740, GL27841065, GL27992848, GL28049122, GL28166877, GL28238498, GL28241407, GL28321439, GL28362015, GL28424526, GL28467868, GL28568777, GL28605446, GL28611353, GL28618093, GL28632667, GL28638791, GL28812124, GL28812818, GL28835753, GL28851339, GL28884504, GL28884543, GL28885893, GL28886680, GL28900380, GL29512743, GL30075378, GL30695128, GL30695329, GL19290808, GL19607249, GL19620723, GL19718673, GL20493790, GL20850939, GL21567720, GL22474928, GL22486540, GL22739883, GL22826951, GL22840823, GL22881059, GL22884635, GL22956609, GL22977943, GL23151547, GL23385607, GL23589749, GL23602590, GL23670449, GL24113077, GL24126398, GL24231555, GL24283999, GL24286160, GL24505706, GL24510379, GL24556207, GL24566592, GL24568271, GL24570235, GL24587957, GL24588679, GL24663558, GL24666198, GL24672190, GL24708731, GL24723181, GL24735792, GL24741834, GL24805935, GL24815027, GL24820815, GL24822851, GL24895734, GL25153002, GL25245846, GL25247041, GL25256929, GL25486749, GL25490811, GL26098107, GL26410207, GL26414282, GL26421030, GL26421283, GL26564371, GL26575257, GL26595925, GL26609822, GL26656710, GL26670360, GL26680032, GL26696232, GL26707783, GL26749917, GL26763747, GL26842101, GL26881668, GL26893608, GL27148897, GL27166218, GL27417192, GL27539135, GL27550931, GL27637550, GL27658666, GL27782715, GL27847056, GL27891855, GL27940500, GL28003279, GL28206136, GL28490787, GL28540483, GL28623821, GL28629388, GL28638389, GL28659907, GL28719158, GL28739193, GL28785018, GL28834443, GL28839026, GL28841225, GL28861085, GL28862437, GL28865255, GL28965497, GL28983415, GL29001157, GL29422046, GL30437166, GL30474343, GL30749526, GL30750320.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Kolkata

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৬ চৈত্র, ১৪৩০

বাংলায় তৃণমূল-কংগ্রেস জোট নেই

সম্পাদকীয়

বাংলায় জোট ইণ্ডিয়া হল না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কংগ্রেস গোঁ চেপে ধরে থাকলো। আগে থেকেই তৃণমূল এবারে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসকে দুটি আসন দেওয়ার কথা আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিল। কংগ্রেস সেখানে বলতে শুরু করেছিল তাদেরকে চোদ্দটি আসন দিতে হবে। চোদ্দটি আসন দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করতে পারলে তার মধ্যে থেকে রফা হয়ে আটটি আসন টেনে নেওয়ার কৌশল গ্রহণ করেছি কংগ্রেস। কিন্তু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁকে বসলেন। তিনি বলতে শুরু করে দিলেন কংগ্রেসকে দুটি আসন দেওয়া যেতে পারে। দরাদরি করলে তিনটি আসন দিতে পারে তৃণমূল। এই কথায় কংগ্রেস রাজি ছিল না। সবচেয়ে বেশি অরাজি ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তিনি পরিস্কার কর বলেছেন যে কংগ্রেস দলের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমুল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসকে নস্যাৎ করতে তৃণমূল কংগ্রেসের সৃষ্টি। ফলে তৃণমূলের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতা করা হবে না। সিপিএম এবং আইএসএফ এর সঙ্গে জোট করে বাংলায় কংগ্রেস লড়াই করবে। এদিকে রাহুল গান্ধি, সনিয়া গান্ধি এবং মল্লিকাজ্জুন ঘগে তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু বেঁকে বসেছিলেন অধীর চৌধুরী। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করেছিলেন সিপিএম দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করার ব্যাপারে কথা হয়েছে। সেখানে আর তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে কোনও কথা হতে পারে না। এদিকে সনিয়া গান্ধি বলে দিয়েছিলেন বাংলায় আসন সমঝোতা করা হবে কিনা সেটা ঠিক করবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তার ফলে অধীর চৌধুরীর কথাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারছিলেন না কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খাড়গে। মল্লিকার্জ্জুন খাড়গে জানেন যে অধীর চৌধুরীর ওপরে ভরসা করেন নেত্রী সনিয়া গান্ধি। ফলে অধীর চৌধুরী বাংলার শেষ কথা কংগ্রেসের পক্ষে। যার ফলে বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতা হল না। এদিকে কংগ্রেস তেকে বলা হয়েছে যদি ঠিক মতো ভোট হয় তাহলে তারা বেশ কয়েকটি আসন লাভ করবে। সিপিএম দল সেই বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে যেভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মহিলারা রুখে দাঁড়নোর চেষ্টা করছে তাতে আতঙ্কিত পাড়ার মস্তান বাহিনী। যার ফলে এবারে মস্তানি করে ভোট করাটা একেবারে অসম্ভব। বাম আমলের শেষ দিতে গ্রাম বাংলার বাম বিরোধীতে পরিণত হয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে একটি গুজব প্রচার করা হয়েছিল যে কৃষি জমি দখল করে নাকি শিল্প তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি সিঙ্গুরে টাটাদের ডেকে নিয়ে এসে শিল্প গড়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। টাটাদের শিল্প হলে বাংলার লাভ হতো না ক্ষতি হতো তার হিসাব কাউকে সেই সময়ে করতে দেখা যায়নি। তখন সবাই বিশেষ করে গ্রাম বাংলার মানুষেরা বাম দলের দস্যুগিরির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছিল। বিশেষ করে নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চালানোর ব্যাপারে আরও বেশি করে আতঙ্ক তৈরি করে। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের বাম বিরোধী আঃেদালনই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রীর সভার পতন ডেকে নিয়ে এসেছিল। আসলে গ্রম বাংলা কার ওপরে নির্ভর করতে শুরু করেছে তার হিসাব কষলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ঝড় নিয়ে তৃণমূল বাংলা এসেছিল সেই ঝড়ে এখন বেশ খানিকটা ফিকে হতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ম্‌স্তানি।তৃণমূলের নাম করে পাড়ায় পাড়ায় মস্তানি করা হয়েছে। তৃণমূলের নাম করে মস্তানি করা হলেও কোনও অভিযোগ থাকলে পুলিশ নিরব হয়ে থেকেছে। তার কারণ রাজনীতি বেশ খানিটা প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। রাজ্যের প্রশাসনকে যখন শক্ত হাতে হাল ধরতে হতো তখন শক্ত হাতটা একেবারে আলগা করে ফেলে ছিল। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস শক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার পুলিশ গ্রেফতার করলেও দল তার পক্ষ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এটা গোড়া থেকেই করা উটিত ছিল। সেটা হল না। যার ফলে আজকে কংগ্রেস, বাম শক্তি এবং আইএসএফ মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এবারে তৃণমূলকে আসন সংগ্রহ করতে গেলে বেশ কসরত হবে।

ভারত প্রশংসায় ইমরানের বিপদ

ভারতবর্ষে প্রশংসা করতেই পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরোধিতা করে তাঁকে জেলে আটকে রেখে দিয়েছে। তিনি যাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে পাক সেনারা। তাদের হাতেই পাকিস্তনের প্রশাসন। তার ফলে ইমরান বিরোধী নওয়াজ শরিফকে দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হল যাতে তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যাতে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন তার জন্যই তাঁকে জেলে রাখা হয়েছে। নির্বাচন মিটে গেলে তাঁকে দেশ ছাড়া করবে বলে জানা যায়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতে প্রশংসা করতে গিয়ে পাকিস্তানের সেনাদের নিন্দা করেছেন বলে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মত ব্যক্ত করেছে। পাক গুপ্তচর সংস্থার প্রধান লেফটেন্যাঃট জেনারেল নাদিম আহমেদ অজুম একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ইমরান খান সেনাবাহিনীর সমালোচনা করেছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেনাবাহিনী অসাংবিধানিক কাজ করতে চায়নি। সেনা বাহিনীর সমালোচনা করাটা একেবারে.ইমরান খানের উচিত কাজ হয়নি। কিন্তু সেনা বাহিনীর সমালোচনা করার পাশাপাশি তিনি ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ইউক্রেন থেকে পাকিস্তান ছাত্রদের উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল ভারতের বিমান। সেই থেকে ইমরান খান ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে তিনি রাশিয়া থেকে ফিরে আসার পর থেকেই ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দেন ইমরান। তার ফলেই পাক জঙ্গিরা ইমরান খানের ওপরে একেবারে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে। পাক জঙ্গিরা প্রকাশ্যে ইমরান খানকে ভারতের দালাল বলে কসুর করেনি। যে ইমরান খান ভারত বিরোধী কথা বলে নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের গদিতে বসেছিলেন সেই ইমরান খান একেবারে আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ভারতের প্রশংসায় একেবারে.পঞ্চমুখ হয়ে গেলেন। এটা পাকিস্তানের বিদেশ নীতির পক্ষে মারাত্মক আকার ধারন করেছিল। ইমরান খান অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেনা এবং গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই চক্রান্ত করে তাঁর আসনটা কেড়ে নিয়েছে। তবে এই বিষয়ে আইএসআই কোনও রকমভাবে মুখ খোলেনি। এই প্রথম প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন গুপ্তচর.সংস্থার প্রধান নাদিম। তিনি বলতে শুরু করেছেন ইমরান খান এবং তাঁর মন্ত্রীসভার বহু সদস্যরা অসংবিধানিক কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

যারা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়েরপ্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। মায়ের আর্শীবাদ সব সময়ে প্রয়োজন।। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

মা সারদা বলতেন, মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচেছপ্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতারপ্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভশক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন।

‘ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে’এ কথা জানতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কৌশিক দাস

‘ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে।’ এ কথা জানতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তা বলে মাঝরাতে ফুটপাথ বদল করতে গিয়েছিলেন কিনা, জানা নেই। তবে মাঝরাতে তাঁকে কলকাতার ফুটপাথ থেকেই উদ্ধার করেছিলেন এক বাস ড্রাইভার। বাস গ্যারেজ করতে ডিপোতে আসার পথে দেখতে পান শক্তিকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জানা কবিতা, অজানা মানুষ। আজও তিনি রূপকথার মতোই মায়াময়।

সে সময় তো আর সোশাল মিডিয়া নেই যে, সবাই সবার মুখ চিনবেন। আর টিভির যুগও তেমন পাকেনি। তবু চিনতে পেরে গেলেন সে ড্রাইভার। কবিতার প্রতি কিছু টানও ছিল তাঁর।

ফুটপাথ থেকে কবিকে সযত্নে বাসে তুলে দোতলা বাস নিয়ে কবির গলির সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই ড্রাইভার। চলশক্তিহীন শক্তিকে পরম মমতায় পৌঁছে দিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। বাড়ি তো পৌঁছলেন শক্তি। কিন্তু ঘরে পৌঁছলেন কি? বাইরেই বোধহয় দাঁড়িয়ে ছিলেন অকারণ জেদের সেই অমূল্য মানুষটা। ‘ না আর ঘরের মধ্যেঅই কপালে কি পরেছোযাব না আর ঘরে’। ঘর বসানো যে এক কবির পক্ষে কি যন্ত্রণার, তা যাঁরা বসত করেন সে ঘরে, তাঁরা মজ্জায় মজ্জায় জানেন। অবশ্য শক্তির মতো বেহিসেবি দুর্মর দুর্দান্ত কবি যদি হন, তবেই। পাওনা পুরস্কার ভবিষ্য কিছুই হিসেব করা হয় না যাঁর। স্বজনরা অভিমান করেন। স্বাভাবিক। দায় পালন করতে না পারার অভিমান। আত্মজ তো ভুলেও মুখে আনতে চাইত না, সে কার রক্ত। ছোটবেলায় একই ক্লাসরুমে বসে সে অভিজ্ঞতাও হয়েছে যথেষ্ট। ’সব শেষের তারা মিলালোআকাশ খুঁজে তাকে পাবে না’। খুঁজছেনই তো। সেই যে কৃত্তিবাসে খুঁজছেন। অমন চমকার কবিতা যাঁর হাতে, সে নারীটি কে? নিয়মিত লেখেন এক মেয়ে। কৃত্তিবাস তখন সদ্যোজাত। সুনীল-শক্তিরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন কলকাতার সাহিত্য আঙিনায়। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখে চলেছেন সেই মেয়েটিও। তাঁর কবিতায় মুগ্ধ সবান্ধব শক্তি ভাবলেন, কে এই মেয়ে একে দেখতেই হবে। সে সময় চিঠি ভিন্ন গতি নেই। কবিনীকে বারংবার চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হল দপ্তরে। বহু সাধ্যসাধনার পর অবশেষে তিনি রাজি হলেন আসতে। আর এলেন যখন! শক্তি তাঁকে আরেকটু হলে মারতেই যান আর কি! ভাগ্যিস-শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ে রিফ্লেক্সটা অত্যন্ত বেশি ছিল! শরকুমারই যে নারীর ছদ্মনামে লেখেন, তা আর শক্তি-সংঘ জানবেন কী করে? তাঁরা অত্যন্ত হতাশ হলেন বইকি! এমন সম্ভার অসংখ্য। রাশি রাশি। তিনি নিজেই যে কবিতার মতো। তাঁকে ছাড়া অক্ষরের নিজস্ব ‘ আর কোথায়!।

একটা ঘটনার কথা জানা দরকার, ড্রিঙ্ক করার পরে বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে একটু ফ্লার্ট তো অনেকেই করেন! তাতে আমি দোষের কিছু দেখি না, কিন্তু শক্তিকে অনেকটা খেয়েও তেমন কিছু করতে দেখিনি। বলেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মদ্যপানের পরে সুনীলের বন্ধুদের মধ্যে নানা মজার ঘটনা ঘটত। এএইআই ক্লাবের আড্ডায় একবার কেউ একজন সুনীলকে বললেনও, শোনো, তুমি যদি স্বাতীকে ডিভোর্স করো, আমায় খবর দিও কিন্তু। সুনীল, বুদ্ধদেব গুহ, মতি নন্দী অনেককেই মেয়েদের সঙ্গে একটু-আধটু ফ্লার্ট

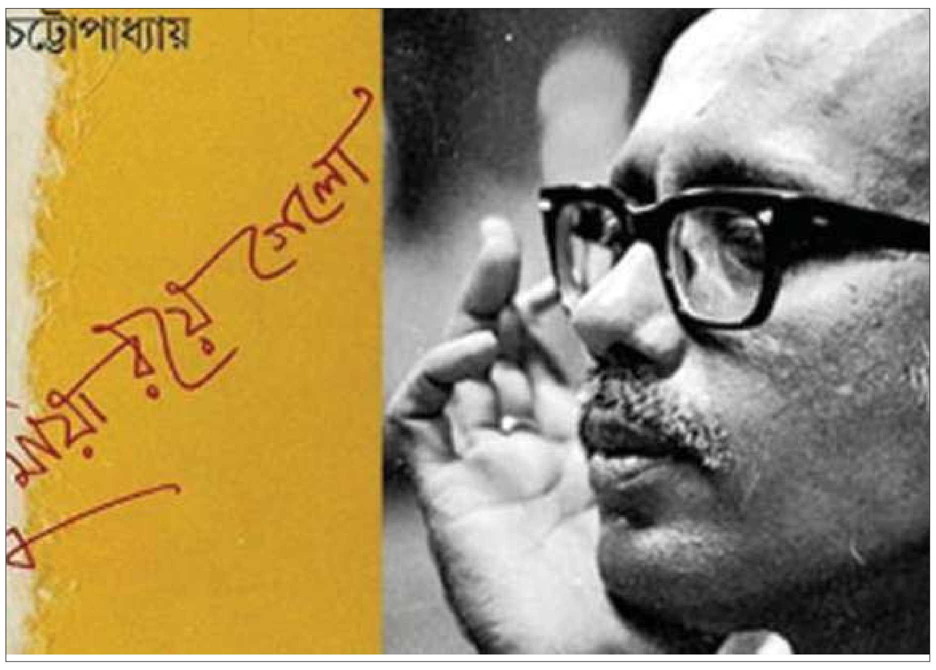

করতে দেখেছেন তৎকালীন কবিরা। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তো ইচ্ছে করে দুষ্টুমি করতেন, ‘ তুমি কি আমায় একবারটি চুমু খেতে দেবে?’ বন্ধুদের মধ্যে এ সবই নির্দোষ মজা। শক্তির কিন্তু মেয়েদের নিয়ে এই ব্যাপারটা কখনও ছিল না বলে জানিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর বয়ানে, আমার বরং ওঁকে দেখে কেমন মায়া হতো! মায়েদের যেমন সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটার ওপরে বাড়তি স্নেহ থাকে। আমার মনে হয়, মদ খেলে সুনীল খানিকটা বেশি ‘হোল্ড করতে পারত। চট করে অতটা বেসামাল হতো না। হলেও চুপচাপ থাকত। শক্তি তুলনায় বেশি হইচই করতেন। হয়তো একটু বেশি তাড়াতাড়ি অনেকটা খেয়ে ফেললেন! তার পর কয়েক বার বললেন, আমি‘ শক্তি চট্টোপাধ্যায়!’ কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে একটু গালাগাল করলেন। সুনীলকে দু’-একবার দেখেছি, এই সময়ে ওঁকে সামলাচ্ছে, ‘শক্তি উঁ-হু এখানে কিন্তু এ সব কথাবার্তা হয় না।’ প্রথম প্রথম লোকটাকে নিয়ে আমার একটু জড়তা ছিল। শক্তিকে একটু ভয়-ভয়ও করত। কিন্তু ক্রমশ সে-সব কেটে গিয়েছিল। তখন মনে হতো, যাই একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, কয়েক বার দিয়েওছি! বলেছি, ‘ আপনারা পারেনও! কেন এত খান? কী যে করেন! ’শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলতে তো কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা সুনীলের বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়- যা-ই হোক, আমার কাছে শুধুই কিছু সুখস্মৃতি। শক্তি আর শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়া আমার বিশেষ প্রিয়। শক্তির খোলা গলায় কবিতা পড়ার মধ্যে একটা নিজস্বতা ছিল। ‘ বদল হয় মধ্যরাতে’ বা ‘ বাড়ি আছো’ তো শক্তির সিগনেচার কবিতা। আমার কিন্তু ‘ বাঘটা’ও বড্ড প্রিয়...সেই যে ‘ বাঘ বেরোল বনে’! তবে কবিতার বাইরের মানুষটাও একটা আলাদা ছাপ ফেলেছিল। সুনীলের পুরনো বন্ধুদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই পরে খানিক সুর কেটে গিয়েছে, বা কিছু অভিমান জন্মেছে! কিন্তু শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ বদলায়নি। হ্যাঁ, কত লোকে তো কত কথা রটায়। এর-ওর নাম করে এটা-সেটা বলে। শক্তির নাম করেও হয়তো কেউ সুনীলকে কখনও কিছু বলেছে। কিন্তু তার ফলে শক্তি-সুনীল সম্পর্কে শেষ দিন অবধি আমি তেমন কোনও বদল দেখিনি। এখনও শক্তির কথা ভাবলেই আমার ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার শেষ দিনটার কথা মনে পড়ে! উনি তখন আনন্দবাজার থেকে রিটায়ার করেছেন। শান্তিনিকেতনে পড়াচ্ছেন। সে-দিনটায় বেশ সকাল-সকাল আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে এসে হাজির। তা আমার মনে আছে, দু’বন্ধু তো যথারীতি রামের বোতল খুলে বসলেন। আমি বেশ রাগ করেছিলুম! আর শক্তি অমনি ‘ করিস না মা, আজ একটু খেতে দে না’ করে উঠলেন। মদ খেলে আমাকে ‘তুই বলতেন, ‘মা মা করে ডাকতেন। কিন্তু সে-দিন মদ্যপানের আগেই শক্তি-সুনীলের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল, যা আমার মনে থেকে গিয়েছে।আমি তখন রান্নাবান্না দেখছি, ঘরের কাজ সামলাচ্ছি, আর মাঝেমধ্যে ওঁদের মাঝে এসে বসছি। তখন সুনীল সাহিত্য অ্যাকাডেমি নিয়ে ব্যস্ত, আনন্দবাজারের চাকরিও করছে। লেখালেখির চাপ খুবই! কৃত্তিবাস পত্রিকার ভবিষ্য নিয়ে তখন সুনীলের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। তখন বোধহয় ‘কৃত্তিবাস বন্ধই ছিল, বা বিক্ষিপ্ত ভাবে বেরোচ্ছিল। পরে আমাদের বিলেতের বন্ধু ভাস্কর দত্ত ‘কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সেই সময়ে কে কৃত্তিবাসটি দেখবেন, কে সময় দেবেন- কিছুই ঠিক করা যাচ্ছিল না। দুই বন্ধুর মধ্যে এ সব নিয়েই কথা হয়েছিল।

হ্যারিয়েট মার্টিনো বধিরতা যাকে স্তব্ধ করতে পারেনি

সম্বুদ্ধ দত্ত

হ্যারিয়েট মার্টিনো । যিনি জন্মের সময় থেকেই অন্য শিশুদের মতন স্বাভাবিক ছিলেন না। শৈশব থেকেই হ্যারিয়েটের অস্বাভাবিকতার লক্ষন গুলোর মধ্যে অন্যতম , তিনি স্বাদ থেকে যেমন বঞ্চিত ছিলেন তেমনি কোন ঘ্রান শক্তিও ছিলনা । এবং আরও বেদনাদায়ক বিষয় ছিল যখন সে মাত্র ২০ বছরের যৌবনা তখন ধীরে ধীরে বধিরতা তাঁকে গ্রাস করে। অথচ এমন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও কেবল মাত্র তাঁর অন্তনিহিত দৃষ্টি ও ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে তিনি লেখনীর দ্বারা সারা পৃথিবীতে সমাদৃত হয়েছেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনন্যদের অনন্যা। কারন হ্যারিয়েট তাঁর আশেপাশের দেখা সবকিছু সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা ভাবে দেখতেন তাই তাঁর ভাবনাও ছিল আলাদা। এমন হ্যারিয়েটের লেখার বিষয় ছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ বিভিন্নতায় ভরা। কি ছিল না তার লেখার বিষয়বস্তু । হ্যারিয়েটের রচনায় যেমন উঠে এসেছে রাজনীতির বিভিন্ন দিক তেমনি ধর্ম সম্পর্কে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। যে মত তাঁকে ধর্মীয় উদারবাদী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকি আইন সংক্রান্ত জটিল বিষয় এবং নারী অধিকার নিয়েও তিনি দৃষ্টান্ত মূলক রচনা করে গেছেন। সুতরাং হ্যারিয়েট ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, আইন বিশ্লেষক ,সমাজসংস্কারক, ধর্মীয় বিশ্লেষক এবং নারী উত্তরনের অন্যতম পথপ্রদর্শক। বধিরতা কখনো হ্যারিয়েটের সৃষ্টির অন্তরায়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়নি। বরঞ্চ তাঁর এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু আলাদা ভাবে দেখতে,চিনতে এবং ভাবতে শিখিয়েছে। উন্মচিত হযেছে তাঁর নতুন সত্তার। অন্তর্নিহিত দৃষ্টি থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনা সমূহ। কি প্রকার বধিরতার যন্ত্রনাকে নিয়ে. হ্যারিয়েটকে চলতে হয়েছিল তিনি তাঁর রচনার একটি জায়গায় সুনিপুন ভাবে প্রকাশ করেছেন । তিনি লিখেছেন, আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষের শ্রবনেন্দিয়.সমেত অন্য ইন্দিয়গুলি সমান ভাবে সক্রিয় থাকলে মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, সেই অবস্থায় মস্তিস্ক অতি সক্রিয় থাকলেও তাতে তাঁদের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি ঐ ইন্দিয় গুলির কর্মক্ষমতা না থাকে এবং এক মনে মস্তিস্ক চালনা করতে হয় তবে আমাদের মতো (বধির) মানুষের মস্তিস্কের কার্যক্ষমতা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পরিণামে মস্তিস্ক বিন্দুমাত্র বিশ্রাম পায়না। সাধারণ মানুষের ইন্দিয়গুলি অনবরত কাজ করলে যে পরিশ্রম হয় তাঁর থেকে বধির মানুষদের অনেক বেশি কষ্ট ও পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজ করতে হয়।

হ্যারিয়েট তখন শিশু। একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ছোট্ট হ্যারিয়েটের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা প্রথম প্রকাশ পায়। সালটা ছিল ১৮১১ । আকাশে তখন একটি বড় ধুমকেতু দেখা দেয় । সেই সময় হ্যারিয়েটের মাত্র ৯ বছর বয়স । প্রত্যেকদিন রাতে তাঁদের পরিবারের সব সদস্য ওই ধুমকেতু দেখার জন্য তাঁর বাবার অফিস ঘরের জানালায় এসে দাঁড়াত। হ্যারিয়েটও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সেখানে হাজির হত। বাড়ির সবাই যখন সেই দৃশ্য দেখত এবং আনঃদ প্রকাশ করত। ধুমকেতুর সেই দৃশ্য দেখতে হ্যারিয়েটও আপ্রান চেষ্টা করত। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে কিছুতেই দেখতে পেত না। তাঁর বাবা-মা ও ভাই-বোনেরা সবাই তাঁকে যতবার প্রশ্ন করত বড় রেকাবির মতো চাঁদ এবং ধুমকেতুর অপরূপ দৃশ্য সে দেখতে পাচ্ছি কিনা? হ্যারিয়েট নিশ্চুপ হয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাঁর একটাই উত্তর ছিল,- না । এমন পরিস্থিতিতে হ্যারিয়েট মনে মনে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতেন। পরবর্তী সময় তাঁর মনে হয়েছে সে ধুমকেতুর আকৃতি আসলে অন্যভাবে কল্পনা করে দেখার চেষ্টা করতেন। অতএব সেই মনগড়া বস্তুকে যতই তিনি চোখ বড় করে দেখার চেষ্টা করুন না কেন বাস্তবে কিছুই দেখতে পেতেন না।

বধিরতা গ্রাস করার পর থেকে হ্যারিয়েট সাংসারিক ও পারিবারিক পরিসর থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা যান। এমন একাকী অবস্থায় হ্যারিয়েট নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন এক সম্পুর্ণ অন্য জগতে। সে জগৎ ছিল বইয়ের জগৎ । অধ্যায়নই হয়ে.উঠলো হল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। জ্ঞান পিপাসু হ্যারিয়েট জ্ঞান আরোহণের জন্য কেবল পুস্তকের মধ্য আবদ্ধ রইলেন না। বইয়ের বাইরেও বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি জ্ঞান আরোহণের চেষ্টা করে চললেন। বিশেষভাবে এক সময় হ্যারিয়েটের অধ্যায়নের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাইয়েরা। ভাইয়েরা স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরলেই হ্যারিয়েট তাঁদের শিক্ষার বিষয়বস্তু একাগ্র চিত্তে শুনতেন। বিশেষ করে দাদা জেমস বোন হ্যারিয়েটকে তাঁর জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে আপ্রান চেষ্টা করতেন।

হ্যারিয়েট্ মার্টিনোর ১৮০২ সালের ১২ই জুন ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা- থমাস মার্টিনো, মা- এলিজাবেথ রাস্কিন। মিস্টার থমাস ও মিসেস এলিজাবেথের আট সন্তানের মধ্যে হ্যারিয়েট ছিলেন ষষ্ঠ। হ্যারিয়েট মার্টিনোর জন্ম ইংল্যান্ডে হলেও তাঁদের পরিবারের মূল নিবাস ছিল ফ্রান্সে । এক সময় ধর্মীয় কারণে মার্টিনো পরিবার ইংল্যান্ডে এসে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে শুরু করে। কারন হ্যারিয়েটের পরিবার ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান। যা সেই দেশের ধর্মীয় পরিমন্ডলের অনুকূল ছিলনা। কিন্তু ইংল্যান্ডের মুক্ত ধর্মীয় পরিবেশের প্রভাব পরে মার্টিনো পরিবারে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই পরবর্তী সময়ে হ্যারিয়েটের ধর্ম সম্মন্ধীয় রচনা গুলোর মধ্যে।

মার্টিনো পরিবারে এক সময় আর্থিক সঙ্কট দেখাদিলে হ্যারিয়েট তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকাতাকে সঙ্গে নিয়েও সংসারের হাল ধরতে আপ্রান চেষ্টা করেছেন। কিছুদিন হ্যারিয়েট সংগীত শিক্ষিকার কাজ করে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যদিও দুর্ভাগ্যের বিষয় শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারনে হ্যারিয়েট তাঁর সংগীত শিক্ষা বেশিদূর এগিয়ে নিতে যেতে পারেননি। বাল্যকালে স্তব্ধ হয়ে যায়। তবুও ওই স্বল্প সময়ে তিনি সংগীতকে আত্মস্থ করে ছিলেন অন্তর থেকে। সংগীত জীবন অসমাপ্ত থেকে গেলে তিনি সাহিত্য সাধনায় আরও গভীর ভাবে নিজেকে নিমজ্জিত করেন। কিছুকাল পরেই হ্যারিয়েটের অধ্যায়নের বিচ্ছুরন প্রতিফলিত হল তাঁর বিবিধ সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে। হ্যারিয়েট রচনা করে চললেন একের পর এক গ্রন্থ । আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল হ্যারিয়েটের গ্রন্থগুলো প্রকাশ পেলে তাঁর লেখা পড়ে পাঠক মহল একেবারে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। এই মুগ্ধতার অন্যতম কারণ ছিল হ্যারিয়েটের রচণাশৈলী এবং তাঁর বিষয়বস্তু। একই সঙ্গে চরণা গুলোর বক্তব্য ছিল একেবারে সহজ-সরল, বাস্তবধর্মী এবং অখন্ডনীয় যুক্তিনিষ্ঠ । হ্যারিয়েট এই বিশ্বসংসারের প্রতিটি বিষয় ও ঘটনাপ্রবাহ একেবারে অন্য দৃষ্টিকোন থেকে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক ভাবে নিজের মত করে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাই তাঁর রচনা সবার থেকে আলাদা হয়ে অন্য মাত্রা পেয়েছে ।

হ্যারিয়েটের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর জীবনের তিনটে পর্যায়ে বিভক্ত । প্রথমে তিনি ছিলেন একজন ছাত্রী, পরে শিক্ষিকা এবং অবশেষে মার্গদর্শী। হ্যারিয়েট আজীবন একজন নিষ্ঠাবান ছাত্রীর মত তাঁর পারিপার্শ্বিক সামান্য থেকে সামান্যতম ঘটনা দেখে একেবারে অন্তর থেকে অনুভব ও উপলব্ধি করে শিক্ষা লাভ করেছেন । প্রথাগত শিক্ষার থেকে তিনি অনেক বেশি শিক্ষা লাভ করেছিলেন অন্তর্দৃষ্টি থেকে। সেই কারনেই তাঁর লেখা গুলো শুধু লেখা হয়ে থাকেনি হয়ে উঠেছিল সমাজ দর্পণ থেকে একেবারে জীবন দর্শন। এমনই ভাবের প্রকাশ দেখা গেল হ্যারিয়েটের আমেরিকার ভ্রমনের উপলব্ধি বৃত্তান্ত রচনা থেকে। এছাড়াও গ্রিস,সিরিয়া, পালেস্তাইন,মিশর এবং আরবের বিভিন্ন অংশ ভ্রমনের পর প্রাচ্যের জীবন প্রনালী ও দর্শনের উপর মূল্যবাল তথ্য সমৃদ্ধ তিনি গ্রন্থ লিখে গেছেন। এই গ্রন্থ গুলোর মধ্য ফুটে উঠেছে ঐ অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র। হ্যারিয়েটের প্রাচ্যের উপর রচনা এতটাই মূল্যবান যাকে প্রাচ্যের দর্পণ বলা যেতে পারে। হ্যারিয়েটের লেখা গ্রন্থ গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর জন্মভূমি ইংল্যান্ডকে নিয়ে’ হিস্ট্রি অফ্ ইংল্যান্ড ডিউরিং থার্টি ইয়ার্স পিস’ নামে অসাধারণ তথ্য সংক্রান্ত গ্রন্থ । এখানে একটা কথা স্মরণ করা প্রয়োজন হ্যারিয়েট তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গী করে অনাবরত রচনা করে গেছেন। এবং এই রচনা কালে তাঁকে এতটাই কষ্ট করতে হয়েছিল যার ফলে তিনি এক সময় অসুস্থ প্রর্যন্ত হয়ে পড়েন। এবং আশ্চর্যের বিষয় এমন অসুস্থ অবস্থায়ও হ্যারিয়েটের কলম কিন্তু থেমে থাকেনি। উল্টে তিনি তাঁর অসুস্থতার সমযকালকে নিয়েই ‘ ইন এ সিক রুম’ নামের অনবদ্য একখানি গ্রন্থখানি লেখেন। এমনকি গৃহশিক্ষা ও নারী শিক্ষার বিষয় নিয়েও তিনি মূল্যবান কিছু রচনা করে গেছেন। হ্যরিয়েট মনে করতেন নারী শিক্ষাই নারীর জীবনের উত্তরনের একমাত্র পথ। ভাবলে বিস্ময় হতে হয় প্রায় আজন্ম শারীরিক প্রতিবন্ধকাতাকে সঙ্গে নিয়ে একজন নারী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে. গ্রন্থ লেখা পরও ক্রমাগত ডেইলি নিউজে বহুল সংখ্যক প্রবন্ধ লিখে গেছেন।

সুকুমার সেনকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ

কৌশিক দাস ঃ সুকুমার সেনকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গেলে সুকুমার সেনকে স্মরণ করতেই হবে। নিজেকে কখনও পণ্ডিত হিসেবে দাবি করেন নি বরং নিজেকে পাণ্ডিত্যের পন্থী বলতে ভালবাসতেন। বলতেন প্রবন্ধ পড়ে লোকে তাঁকে যতটা পণ্ডিত ভাবে তিনি আসলে তেমন পণ্ডিত নন, পাঁচটা বই দেখে প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র। তবে সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়ার স্পৃহা বারবার জেগে উঠে তাঁকে গবেষণার কাজে ঠেলে দিয়েছে। সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ। বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় তার বিশেষ ব্যুপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ব আলোচনাতেও তিনি তার বৈদগ্ধের পরিচয় রেখেছিলেন। কঠিন অসুখে পড়ে জীবন সংশয়. হলে গৃহদেবতা রঘুনাথের আশীর্বাদে রোগমুক্তির পরে নামকরণ হল রঘুনাথ। তবে অনিল হোক বা রঘুনাথ কেউ স্থায়ী হতে পারেননি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সুকুমার নাম সবার পছন্দ হলে সেই নামে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। পাণ্ডিত্য আর রসবোধের সম্মিলনে আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সব থেকে পছঃেদর সাবজেক্ট ছিল গণিত,সেই সময়ে বীজগণিত নিয়ে কিছু গবেষণা করেছেন।ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে নিজের আবিস্কৃত থিয়ারেম পাঠিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। তবে দু ঃখের বিষয় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে.গণিত ছাড়তে হয় কারণ সেখানে গণিত ছিল না। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে সিনট্যাক্স অফ বৈদিক প্রোজ নামে একটি থিসিস লিখে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তার প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ নোটস অফ দি ইউজ অফ কেসেস ইন দ্য কথক সংহিতা প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে। এরপর মধ্য ও আধুনিক (বাংলা) আর্যভাষার ঐতিহাসিক পদবিচারের উপর

গবেষণা করে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। যখন এম এ পরীক্ষা দিচ্ছেন একটি বাক্যে একটি পদে সামান্য ভুল, সুকুমার উত্তর পত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচার্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখে দিয়েছিলেন আসল উত্তর। সুনীতিকুমার সেই ঘটনা ভুলে যান নি, বেশ কয়েক বছর পরে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহের সঙ্গে অন্যতম প্রিয় ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলেন ’ইনি আমার ছাত্র,আমার প্রশ্নপত্রে ভুল ধরেছিলেন’। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিস পত্রিকায় সুকুমারের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ ’বাংলার নারী ভাষা’ প্রকাশিত হয়। এইভাবে গুরুশিষ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে মানসিক অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। সুকুমার সেন বিলেত থেকে ডিগ্রি আনতে পারেন নি, কারণ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। তিনি সুকুমারের থিসিস কপি চেয়ে নিয়েছিলেন নিজে পড়বেন বলে। তবে সেই নিয়ে খেদ ছিল না সুকুমার সেনের মনে গর্ব করে বলতেন তিনি পুরোপুরি Home backed scholar. যদিও সবাই বলেন সুকুমার সেনের সব থেকে বড় কীর্তি ’ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস ’রচনা। ODBL সহজপাঠ্য ছিল না সহজপ্রাপ্য তো নয়। তাই লিখতে হল ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রথমে আকারে কৃশকায,পরে বিভিন্ন সংস্করণে সংস্কারে সংশোধনে ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রায় নতুন আকার ধারণ। সত্যি বলতে সুকুমার সেন কে সচরাচর ভাষাবিজ্ঞানী,মিথ ও ধর্মকথার ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিক,তথ্যসন্ধানী বলা হয়। তাই তাঁর সমাদার,খ্যাতি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই তিনি বাঙালি সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রগণ্য। সারাজীবন সুকুমার সেন পুরস্কার তিরস্কার কে ভ্রুক্ষেপ করেন নি, সংবর্ধনা -পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু যা প্রাপ্য ছিল তা পাননি। বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন নোবেল পুরস্কার পেলেও আমি এত খুশী হতাম না।। বার্ধক্য জরা দৃষ্টিহীনতা কোনও কিছু তাঁর চিন্তাভাবনা নতুন সৃষ্টিকর্মকে থামাতে পারে নি। তাঁর মত শিক্ষাব্রতী ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা ও বাঙালির গর্ব। ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণ ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যেও সুকুমার সেনের বিশেষ প্রজ্ঞা ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যাখ্যাতা ও রসজ্ঞ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিস পত্রিকায় সুকুমারের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ ’বাংলার নারী ভাষা’ প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা পরিষেবা ও সামাজিক কাজে সুনাম ধরে রেখেছেন আনন্দলোক মাল্টিস্পেশালিটি-র চিকিৎসকরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ চিকিৎসা পরিষেবার মধ্য দিয়ে সামাজিক কাজেও নিজেদের সুনাম ধরে রেখেছেন শিলিগুড়ির আনন্দলোক মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। আমেরিকার স্মাইল ট্রেন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রবিবার জলপাইগুড়িতে একটি গরিব পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন তারা। মূলতঃ জন্মগত ঠোঁটকাটা ও তালুকাটা শিশুদের বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার ঠোঁট কাটা শিশুকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন করে সুস্থ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রবিবার জলপাইগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক (৩) সুদীপ্ত মণ্ডল, এসিএমওএইচ ডাঃ শুভদীপ সরকার, ডিপিএইচএমও রত্না কর্মকার প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আনন্দ লোক মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের কর্ণধার ডাঃ সুরূপা রায়, প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডাঃ নীলা ভট্টাচার্য, মেডিক্যাল ডিরেক্টর অশোক কুমার খান্ডেলওয়াল সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়িতে মোট ১০০ জন আশা কর্মীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া সংবর্ধনা জানানো হয় আগত স্বাস্থ্য আধিকারিক ও অতিথিদের। প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ নীলা ভট্টাচার্য বলেন, জন্মগত ঠোঁটকাটা ও তালুকাটা শিশুদের বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করছি আমরা। প্রতি বছর প্রায় ৩০০ শিশুর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন করা হয়। এই কাজে তাঁদের যৌথভাবে সহযোগিতা করছেন আমেরিকার স্মাইল ট্রেন সংস্থা। বলেন, মূলত গর্ভবতী মায়েদের অপুষ্টিজনিত কারণে এই রোগ হয়। ফলিক অ্যাসিড, আয়রন ও ভিটামিনের অভাবে মায়েদের গর্ভাবস্থায় এমনটা হতে পারে। এজন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচার চালাচ্ছি আমরা। আমেরিকার স্মাইল ট্রেন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এখনও পর্যন্ত প্রায় হাজার শিশুকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন করে সুস্থ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি, বিজেপি সভাপতির মৃত্যুতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ মার্চ ঃ মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। বিজেপির তপশিলি মোর্চার মণ্ডল সভাপতির পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। মৃতের নাম তন্ময় দাস। রবিবার রাত্রে শান্তিনিকেতন থানার মহিষাডাল প্রান্তিক আমোদপুর রাস্তার উপর পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে সিয়ান হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশের দাবি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। তন্ময় দাস শান্তিনিকেতন থানার আলবাধা সর্বানন্দপুর রতনপুর গ্রামের বাসিন্দা। নানুর ৫ নম্বর মণ্ডলের তপশিলি মোর্চার সভাপতি ছিলেন তিনি। বিজেপির অভিযোগ, রবিবার রাত্রে মিটিং সেরে কীর্ণাহার থেকে বাড়ি ফেরার পথে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। যদি ষড়যন্ত্র করে খুন করার ঘটনা ঘটে, তার শাস্তি দাবী করছি। ইতিমধ্যেই বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতারা বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে পৌঁছায়। ঘটনার তদন্তে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604

Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654

E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : [illegible]

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024

Place: Birbhum

Sd/-

অনুমোদিত স্বাক্ষর

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604

Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654

E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL16646095, GL17918873, GL18182127, GL18182884, GL18440208, GL19120912, GL19122769, GL19308497, GL19327813, GL19404034, GL19422824, GL19587950, GL19634953, GL19653257, GL19653263, GL19715362, GL19860265, GL20535597, GL20837268, GL20929235, GL21022294, GL21194603, GL21199698, GL21423946, GL21432056, GL21818512, GL21873613, GL21878900, GL22090702, GL22164193, GL22243326, GL22245240, GL22708080, GL22777420, GL22991214, GL23007091, GL23064664, GL23126722, GL23171418, GL23305513, GL23457321, GL23505273, GL23830753, GL24026563, GL24211912, GL24229413, GL24245240, GL24246146, GL24246281, GL24321078, GL24330160, GL24449804, GL24455116, GL24499419, GL24511837, GL24516799, GL24530552, GL24537645, GL24538290, GL24552257, GL24552440, GL24557644, GL24581249, GL24592463, GL24600178, GL24609105, GL24614316, GL24614643, GL24616502, GL24620470, GL24621689, GL24621905, GL24626435, GL24628696, GL24629523, GL24655718, GL24656927, GL24665580, GL24671949, GL24672803, GL24673112, GL24680352, GL24686092, GL24688123, GL24690514, GL24691883, GL24693216, GL24702876, GL24715946, GL24718228, GL24720618, GL24734718, GL24735237, GL24768695, GL24777671, GL24815368, GL24815561, GL24822939, GL24968496, GL24975325, GL24976543, GL24976746, GL24976848, GL24982056, GL24990328, GL25137178, GL25198037, GL25219567, GL25257972, GL25277495, GL25277537, GL25277574, GL25277608, GL25346483, GL25410887, GL25503473, GL25503561, GL25514778, GL25514888, GL25532463, GL25532514, GL25561685, GL25572737, GL25594303, GL25595703, GL25608444, GL25608502, GL25608542, GL25608615, GL25670254, GL25670603, GL25670828, GL25670902, GL25785123, GL25785210, GL25816220, GL25816231, GL25816248, GL25816255, GL25896467, GL25896510, GL25896548, GL25896594, GL25970921, GL26028704, GL26079182, GL26131647, GL26131716, GL26131847, GL26131881, GL26162494, GL26184746, GL26196623, GL26231024, GL26302338, GL26413549, GL26430644, GL26495753, GL26512313, GL26567075, GL26567545, GL26573924, GL26633383, GL26644070, GL26666488, GL26712411, GL26713566, GL26721241, GL26732121, GL26735531, GL26776904, GL26797783, GL26846610, GL26867138, GL26879489, GL26894427, GL26906963, GL26917616, GL26941692, GL26976139, GL26995885, GL27040743, GL27050673, GL27099887, GL27123186, GL27134389, GL27168090, GL27286387, GL27300063, GL27312700, GL27312888, GL27313012, GL27313126, GL27380511, GL27391880, GL27430874, GL27471879, GL27472081, GL27599344, GL27608257, GL27608260, GL27610843, GL27610883, GL27640857, GL27657560, GL27692581, GL27858813, GL27921692, GL27921739, GL27921782, GL27998879, GL28020265, GL28098129, GL28205501, GL28288947, GL28312210, GL28544428, GL28645560, GL28809301, GL28930731, GL28992390, GL29199605, GL29199724, GL29362739, GL29393822, GL30097462, GL30452860, GL30455885, GL30519654, GL30551418, GL30579288, GL30613224, GL30918906, GL30934242, GL31509017, GL31586831, GL19326219, GL20827307, GL20838560, GL20895612, GL21408277, GL21624319, GL21636737, GL21807102, GL21815073, GL22405588, GL22544381, GL22867867, GL22960781, GL24092982, GL24105214, GL24178339, GL24184615, GL24232470, GL24358878, GL24371304, GL24631500, GL24646175, GL24677047, GL24679330, GL24691080, GL24691632, GL25085007, GL25143758, GL25159272, GL25238037, GL25250959, GL25499509, GL25520385, GL25578911, GL25719339, GL25903367, GL25907762, GL26181376, GL26181585, GL26201101, GL26219166, GL26220352, GL26225894, GL26289445, GL26307663, GL26583525, GL26602309, GL26610675, GL26611457, GL26662284, GL26679379, GL26683110, GL26708097, GL26809197, GL26828888, GL26949220, GL26971570, GL27434556, GL27453045, GL27491088, GL27567445, GL27583967, GL27675384, GL27697939, GL27717705, GL27811593, GL27830122, GL27835409, GL27838092, GL27838227, GL27869008, GL27936991, GL27957763, GL27962082, GL28261359, GL28378829, GL28444337, GL28514539, GL28524199, GL28576973, GL28582640, GL28607657, GL28890926, GL28897886, GL29031809, GL29257108, GL29942828, GL29981114, GL30026841, GL30332466, GL30519528, GL30612122, GL30631713, GL30647187, GL18203782, GL18588576, GL19233709, GL19234038, GL19306077, GL19565638, GL19596925, GL19598938, GL19604627, GL19667469, GL19688321, GL19737888, GL19751150, GL19755234, GL19821502, GL20956530, GL21028862, GL21029846, GL21147440, GL21288505, GL21304693, GL21313075, GL21321976, GL21484162, GL21500124, GL21560649, GL21915100, GL22020690, GL22176719, GL22183728, GL22210980, GL22587312, GL22879308, GL22879507, GL23364299, GL23375840, GL23394208, GL23462030, GL23601362, GL23639939, GL24261426, GL24270021, GL24394469, GL24407956, GL24432335, GL24440379, GL24562146, GL24572923, GL24579076, GL24591760, GL24594215, GL24607004, GL24652387, GL24655160, GL24671091, GL24672638, GL24700222, GL24715345, GL24728395, GL24736900, GL24738975, GL24755480, GL24760829, GL24775929, GL24807303, GL24821152, GL25013558, GL25071420, GL25135083, GL25181640, GL25211200, GL25226818, GL25278790, GL25293566, GL25305876, GL25317928, GL25359758, GL25363344, GL25430963, GL25468442, GL25648953, GL25698348, GL25709824, GL26023436, GL26038908, GL26094220, GL26108420, GL26231405, GL26267712, GL26277815, GL26500861, GL26510392, GL26551472, GL26574042, GL26589475, GL26594557, GL26610125, GL26610323, GL26628967, GL26635437, GL26644034, GL26645174, GL26649303, GL26701327, GL26707375, GL26784771, GL26796222, GL26812946, GL26827292, GL26839289, GL26840964, GL26841045, GL26843428, GL26843630, GL26986879, GL27000951, GL27040701, GL27079356, GL27177178, GL27231370, GL27254257, GL27274706, GL27380380, GL27393185, GL27466436, GL27480708, GL27664460, GL27674503, GL27698873, GL27718994, GL27734844, GL27736762, GL27748427, GL27949167, GL27957297, GL28062596, GL28109561, GL28118690, GL28125038, GL28206570, GL28211403, GL28411138, GL28413170, GL28425009, GL28429076, GL28429703, GL28485565, GL28494761, GL28500512, GL28506101, GL28514827, GL28524269, GL28524672, GL28530827, GL28590050, GL28766888, GL29270480, GL30230657, GL30356089, GL30371853, GL30461251, GL30463627, GL30643000, GL30677356, GL31664894, GL31723223, GL24768801, GL24913318, GL25590473, GL26286581, GL26307678, GL26346668, GL26357158, GL26362967, GL26363220, GL26805099, GL26827910, GL27014875, GL27023782, GL27473956, GL27480781, GL28042727, GL28056008, GL28104476, GL28116385, GL28609927, GL28734174, GL28757332, GL28861984, GL28865173, GL25455056, GL28545113, GL28804159, GL28816014, GL28994140, GL15538537, GL18837278, GL19275493, GL19312804, GL19330577, GL19555978, GL19577511, GL19581722, GL19588882, GL19614328, GL19617234, GL19658328, GL19726514, GL19736665, GL19821361, GL20413023, GL20493974, GL20759020, GL20927012, GL20999413, GL21365598, GL21477037, GL21558614, GL21694094, GL21828900, GL21840433, GL21902437, GL21950790, GL22032472, GL22085208, GL22247757, GL22494492, GL22763224, GL22763950, GL22781648, GL23001482, GL23035276, GL23065419, GL23127332, GL23176225, GL23486413, GL23495045, GL23601604, GL23609057, GL23637912, GL23719400, GL23776426, GL23849578, GL23917380, GL23937467, GL24115829, GL24127669, GL24133738, GL24147410, GL24155059, GL24238961, GL24242932, GL24251619, GL24253255, GL24313198, GL24322578, GL24323240, GL24330094, GL24331315, GL24331793, GL24338305, GL24351155, GL24359260, GL24371438, GL24452256, GL24456787, GL24499899, GL24501472, GL24512591, GL24534991, GL24536180, GL24546490, GL24550593, GL24551393, GL24551841, GL24583125, GL24588834, GL24594181, GL24597979, GL24606992, GL24608485, GL24613271, GL24614060, GL24628015, GL24628551, GL24638352, GL24644566, GL24648657, GL24664078, GL24671195, GL24687945, GL24690436, GL24698330, GL24706161, GL24714897, GL24716661, GL24748932, GL24750853, GL24757720, GL24758141, GL24765649, GL24766665, GL24777089, GL24777282, GL24789121, GL24789455, GL24790559, GL24802823, GL24802906, GL24803107, GL24816562, GL24819849, GL24891906, GL25719902, GL25742844, GL25821206, GL25896270, GL25905157, GL26073913, GL26211040, GL26220391, GL26224857, GL26226031, GL26261943, GL26279656, GL26300468, GL26308103, GL26433053, GL26454702, GL26553181, GL26563062, GL26573834, GL26574252, GL26579698, GL26600866, GL26609952, GL26610502, GL26697868, GL26698461, GL26714450, GL26807709, GL26827567, GL26921901, GL26928572, GL26939244, GL26939601, GL26940245, GL26940500, GL26943305, GL26944759, GL26945344, GL27035960, GL27043006, GL27043121, GL27068514, GL27068566, GL27169062, GL27179183, GL27196592, GL27220313, GL27229914, GL27233614, GL27247156, GL27247179, GL27257895, GL27265496, GL27275523, GL27275794, GL27287198, GL27300806, GL27302698, GL27325426, GL27326271, GL27410072, GL27411139, GL27466753, GL27475696, GL27490190, GL27490194, GL27490195, GL27495438, GL27676698, GL27676700, GL27676701, GL27698770, GL27718714, GL27762713, GL27776609, GL27787405, GL27834252, GL27859492, GL27871072, GL27925413, GL27925438, GL27948402, GL27950564, GL27953144, GL27958971, GL27984758, GL27992347, GL28032281, GL28032910, GL28050239, GL28112765, GL28120160, GL28129158, GL28141691, GL28186902, GL28200213, GL28207910, GL28267307, GL28273943, GL28332805, GL28345176, GL28352215, GL28467467, GL28488371, GL28533174, GL28570948, GL28599863, GL28603208, GL28610814, GL28646201, GL28651153, GL28651433, GL28652225, GL28653400, GL28669997, GL28682356, GL28736198, GL28745278, GL28747261, GL28747549, GL28754974, GL28755091, GL28757838, GL28768917, GL28769019, GL28771705, GL28780005, GL28830557, GL28847087, GL28847207, GL28850737, GL28860777, GL28862906, GL28866714, GL28905381, GL28956864, GL28984520, GL28993200, GL28999875, GL29001470, GL29166147, GL29439065, GL29563555, GL29701144, GL30246052, GL30374140, GL30375386, GL30462366, GL30609417, GL30639431, GL30644403, GL31115425, GL31335428, GL31336484, GL31374528, GL24748995, GL24753263, GL25580249, GL25838629, GL25892453, GL26851128, GL26868479, GL27195171, GL27219306, GL27527702, GL28401819, GL28607981, GL28632072, GL28639619, GL28716703, GL28727309, GL28771359, GL28787547, GL28814373, GL28814484.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024

Place: South Dinajpur

Sd/-

অনুমোদিত স্বাক্ষর

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604

Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654

E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

LOAN ACCOUNT NUMBERS : [illegible]

তারিখ: 19.03.2024

Place: Malda

Sd/-

অনুমোদিত স্বাক্ষর

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604

Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654

E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL23725153, GL23869111, GL24499302, GL24503658, GL24554354, GL24594467, GL24790508, GL25065504, GL25066399, GL25234739, GL25397641, GL25471435, GL25583881, GL25663221, GL25724071, GL25871535, GL25998845, GL26206685, GL26251656, GL26711872, GL26718362, GL26718579, GL26718898, GL27385466, GL27392820, GL27409438, GL27423702, GL27876256, GL27979185, GL27989710, GL28166366, GL28280570, GL28301089, GL28539789, GL28580216, GL28619008, GL28620929, GL28639298, GL28640147, GL28705640, GL28727615, GL28770114, GL28770715, GL28787229, GL28880164, GL28883779, GL28938973, GL28947037, GL28954865, GL18379122, GL18634539, GL18992026, GL19041175, GL19302455, GL19334706, GL19389961, GL19391382, GL19459712, GL19674517, GL19699676, GL19712822, GL19724279, GL19724428, GL19728072, GL19742214, GL19903222, GL20066359, GL20553341, GL20780492, GL21191928, GL21198539, GL21225915, GL21233147, GL21762495, GL21834767, GL21938536, GL22024679, GL22037489, GL22074165, GL22102106, GL22158946, GL22162027, GL22178993, GL22231173, GL22286075, GL22353396, GL22408666, GL22427054, GL22445221, GL22482915, GL22492394, GL22567485, GL22578454, GL22620829, GL22641524, GL22642973, GL22955337, GL22971654, GL22998019, GL23034818, GL23191165, GL23199802, GL23238061, GL23262116, GL23269204, GL23282231, GL23284464, GL23297372, GL23320905, GL23340153, GL23396495, GL23544594, GL23558392, GL23582733, GL23602942, GL23650317, GL23656747, GL23663525, GL23800961, GL23829600, GL23868781, GL23890841, GL23959196, GL23982411, GL24005564, GL24099141, GL24102128, GL24104392, GL24107116, GL24114249, GL24117430, GL24125071, GL24126926, GL24129153, GL24223699, GL24235705, GL24276347, GL24278602, GL24286358, GL24290505, GL24320813, GL24325429, GL24329996, GL24333290, GL24343513, GL24349059, GL24382380, GL24385019, GL24417128, GL24434071, GL24436817, GL24445500, GL24449823, GL24455169, GL24457966, GL24461787, GL24467284, GL24470286, GL24475387, GL24475472, GL24478282, GL24485351, GL24494206, GL24499156, GL24501791, GL24503249, GL24503861, GL24509102, GL24511668, GL24512692, GL24513241, GL24516199, GL24516426, GL24518611, GL24520522, GL24523719, GL24525551, GL24527740, GL24528775, GL24530181, GL24530331, GL24531184, GL24531760, GL24533443, GL24535142, GL24536696, GL24538407, GL24541067, GL24548476, GL24549609, GL24550686, GL24552469, GL24555643, GL24569845, GL24576054, GL24579910, GL24581784, GL24582100, GL24588245, GL24590377, GL24592019, GL24593299, GL24606546, GL24618405, GL24619195, GL24623346, GL24625739, GL24628211, GL24630128, GL24636574, GL24648183, GL24657111, GL24673291, GL24675181, GL24684587, GL24690421, GL24692899, GL24706663, GL24708906, GL24713896, GL24716806, GL24717359, GL24719109, GL24734366, GL24739175, GL24742733, GL24751615, GL24753876, GL24755036, GL24755565, GL24756439, GL24758281, GL24765623, GL24777051, GL24804150, GL24813133, GL24813655, GL24820107, GL24822412, GL24822563, GL24967180, GL25150840, GL25157081, GL25177876, GL25231619, GL25249633, GL25255156, GL25255189, GL25290599, GL25305276, GL25362840, GL25412641, GL25452375, GL25464154, GL25548612, GL25818068, GL25890307, GL25900841, GL25906899, GL25912202, GL26018083, GL26018854, GL26018974, GL26047576, GL26069994, GL26219452, GL26240888, GL26267389, GL26329796, GL26335246, GL26584206, GL26608281, GL26685071, GL26704495, GL26779604, GL26799614, GL26839101, GL26843493, GL26857217, GL26867782, GL26879994, GL26911282, GL26917002, GL26934271, GL26952072, GL26969390, GL26985297, GL27000251, GL27038794, GL27080768, GL27087849, GL27124358, GL27134604, GL27145464, GL27159576, GL27413524, GL27417312, GL27496954, GL27519520, GL27533094, GL27534717, GL27550098, GL27561595, GL27563454, GL27580511, GL27582859, GL27595290, GL27601055, GL27608556, GL27834729, GL27912542, GL27924481, GL27972524, GL27974727, GL28035185, GL28068376, GL28086801, GL28094903, GL28139195, GL28164828, GL28252903, GL28272401, GL28291020, GL28300711, GL28366034, GL28563454, GL28565196, GL28567735, GL28583806, GL28601774, GL28607592, GL28608770, GL28650617, GL28661343, GL28662572, GL28662911, GL28687551, GL28688061, GL28694174, GL28709003, GL28709201, GL28721864, GL28723681, GL28723720, GL28746161, GL28767016, GL28767313, GL28775136, GL28788433, GL28789785, GL28835110, GL28879082, GL28908026, GL28914451, GL28923173, GL28925115, GL28945477, GL28946043, GL28971196, GL28972100, GL28974090, GL28990182, GL29107544, GL29160200, GL29160355, GL29504215, GL29543377, GL30052751, GL30104691, GL30172650, GL30267539, GL30302376, GL30353902, GL30354241, GL30357677, GL30385502, GL30518038, GL30520166, GL30557980, GL30558630, GL30650022, GL30971196, GL31375680, GL31855203, GL18923064, GL19254047, GL19389486, GL19609747, GL19619641, GL20894138, GL21487435, GL21498098, GL21656631, GL21775892, GL21829175, GL21924036, GL21975942, GL22288097, GL22635235, GL23028559, GL23089575, GL23142151, GL23182226, GL23290556, GL23607458, GL24272137, GL24287260, GL24505728, GL24510421, GL24583104, GL24588844, GL24742252, GL24756296, GL24763256, GL24765489, GL24776494, GL24777003, GL24818832, GL24819768, GL25261145, GL25631895, GL25651236, GL25916677, GL25931390, GL25942217, GL25942666, GL26034614, GL26292847, GL26307810, GL26313696, GL26334143, GL26660818, GL26672987, GL26779977, GL26799368, GL26814189, GL26828947, GL26925351, GL27268011, GL27274349, GL27921675, GL28142615, GL28310940, GL28372660, GL28414040, GL28414329, GL28595537, GL28736575, GL28946969, GL28990993, GL29862482, GL30250952, GL31723268, GL18648713, GL19051095, GL19356306, GL19420160, GL19452028, GL19475909, GL19528856, GL19603158, GL19610196, GL19681657, GL19767025, GL19776335, GL19896361, GL20233892, GL20397798, GL20668482, GL20681864, GL20686529, GL20701457, GL21481375, GL21499239, GL21524881, GL21643203, GL21886106, GL21902072, GL22227135, GL22239705, GL22243285, GL22252181, GL22507468, GL22596268, GL22615392, GL22796080, GL22876517, GL22889959, GL22941449, GL22987969, GL23117872, GL23141044, GL23174975, GL23261603, GL23262775, GL23268452, GL23457700, GL23573442, GL23608367, GL23726538, GL23798321, GL23851561, GL23888764, GL23995217, GL24011671, GL24026222, GL24060259, GL24063766, GL24120912, GL24120979, GL24140685, GL24155364, GL24173484, GL24186000, GL24207492, GL24211914, GL24217194, GL24225565, GL24233839, GL24237950, GL24250907, GL24311311, GL24328600, GL24343506, GL24345195, GL24350241, GL24362275, GL24368414, GL24484685, GL24487248, GL24494034, GL24494748, GL24496913, GL24499962, GL24509942, GL24512047, GL24517135, GL24519224, GL24522333, GL24522748, GL24524260, GL24527859, GL24528135, GL24529098, GL24530742, GL24531357, GL24544256, GL24544331, GL24550478, GL24550512, GL24604146, GL24606982, GL24619402, GL24625833, GL24632690, GL24636399, GL24639655, GL24643349, GL24645304, GL24645524, GL24646873, GL24648109, GL24658361, GL24662623, GL24673495, GL24683512, GL24686056, GL24692646, GL24693215, GL24720794, GL24722287, GL24722732, GL24735604, GL24735713, GL24741995, GL24751431, GL24756249, GL24758297, GL24761128, GL24761244, GL24766710, GL24766808, GL24768509, GL24768564, GL24776003, GL24776043, GL24777271, GL24777621, GL24777650, GL24790207, GL24798455, GL24799632, GL24803039, GL24809100, GL24813433, GL24817929, GL24820363, GL24822499, GL24886818, GL24898043, GL24929789, GL24933669, GL24938517, GL24939380, GL25147517, GL25214548, GL25231183, GL25237755, GL25238298, GL25245449, GL25249244, GL25256298, GL25293619, GL25367136, GL25373118, GL25382599, GL25383778, GL25387877, GL25403323, GL25430020, GL25688448, GL25807296, GL25808715, GL25862015, GL25865521, GL25880136, GL26010703, GL26063130, GL26065129, GL26106215, GL26107729, GL26184838, GL26207604, GL26224096, GL26234726, GL26341914, GL26359779, GL26564632, GL26570885, GL26584985, GL26608603, GL26690004, GL26700939, GL26724552, GL26728685, GL26730978, GL26736086, GL26775095, GL26784312, GL26793639, GL26795276, GL26804902, GL26834773, GL26835772, GL26837261, GL26857659, GL26863607, GL26872034, GL26980400, GL26981699, GL26998232, GL26998799, GL27006968, GL27007023, GL27025858, GL27031175, GL27044801, GL27046743, GL27099979, GL27103777, GL27167199, GL27197709, GL27213570, GL27215570, GL27216775, GL27319352, GL27319683, GL27387297, GL27388786, GL27403864, GL27407221, GL27410612, GL27421485, GL27422734, GL27437620, GL27438642, GL27451315, GL27486059, GL27486070, GL27528364, GL27535014, GL27537771, GL27538088, GL27548113, GL27550134, GL27550748, GL27562922, GL27572653, GL27578678, GL27580408, GL27583213, GL27583345, GL27659357, GL27672455, GL27676403, GL27676413, GL27699409, GL27743189, GL27945163, GL27945307, GL27965626, GL27998312, GL27998313, GL28020102, GL28216203, GL28216223, GL28216232, GL28216371, GL28294682, GL28305544, GL28306245, GL28311396, GL28312143, GL28312803, GL28334681, GL28365566, GL28483692, GL28490519, GL28688930, GL28692977, GL28693470, GL28717632, GL28738742, GL28739626, GL28781542, GL28807931, GL29013859, GL29065479, GL29088762, GL29506637, GL29735456, GL29735909, GL30240818, GL30262845, GL30440569, GL30536162, GL30557578, GL30559883, GL30770092, GL30778050, GL30815435, GL30826763, GL30919800, GL30982332, GL31190527, GL31586166, GL31826055.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024

Place: Jalpaiguri

Sd/-

অনুমোদিত স্বাক্ষর

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

দুষ্টুমি করার অপরাধে ছাত্রীকে থাপ্পড়

দুরন্ত বার্তা, ১৮ মার্চঃ স্কুলে দুষ্টুমি করার অপরাধে প্রিপ্রেটারি ক্লাসের পড়ুয়া এক ছাত্রীকে গালে থাপ্পড় মারার অভিযোগ উঠেছে স্কুলের ক্লাস টিচারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মধ্য হাওড়ার একটি নামী বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন ছাত্রীর পরিবার। জানা গেছে, সোমবার সকালে স্কুলে এসেছিল ওই শিশু পড়ুয়া। ক্লাসে দুষ্টুমি করায় ক্লাস টিচার তার গালে থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ।

দুই তৃণমূল কর্মীর মধ্যে বচসা

দুরন্ত বার্তা, ১৮ মার্চঃ মহেশতলা পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের গুলজারবাগ এলাকায় গতকাল রাত্রির বেলায় দুই তৃণমূল কর্মীর মধ্যে বচসা শুরু হয় তারপরেই হাতাহাতি হয়, এই দুই তৃণমূল কর্মীর মধ্যে, এরপরেই অভিযোগ গুলজার বাগ এলাকায় প্রায় ১৫ টা থেকে ২০ টা বোমাবাজি করা হয় এবং গুলি চালানো হয়। বোমের আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। বোমাবাজির জেরে এলাকার চারজন আহত হয় এবং একটি বাচ্চা ছেলে গুরুতর আহত হয় এবং ওই বাচ্চা ছেলেটি নাদিয়ার হসপিটালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় চাঞ্চল্য ঘটনাস্থলে রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ।

Name Change

I RANGALAL MANNA RAMPADA MANNA, S/O RAMPADA BHUSHAN CHANDRA MANNA, R/O VILL+PO DAKSHIN CHAK, PS BHABANIPUR, EAST MEDINIPUR, PIN-721654, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANGALAL MANNA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024, THAT RANGALAL MANNA RAMPADA MANNA AND RANGALAL MANNA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mustufa Gaus Ahmed (Old name) S/O Mohammedd Irshad ahmed, Residing at 35 Dent Mission Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mustafa Gaus Ahmed (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Mustafa Gaus Ahmed (New name) and Mustufa Gaus Ahmed (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Priyanka Dash (Old Name) D/o Ashok Dash W/o Satyajit Mahapatro Residing at Flat No-10E, Tower-6, 10th Floor, South City Garden, B.L, Saha Road, Plot No -61, New Alipore, PO- New Alipore, Dist-Kolkata , W.B- 700053 , India shall henceforth be known as Priyanka Dash Mahapatro (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2024. Priyanka Dash (Old Name) and Priyanka Dash Mahapatro (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AZARADDIN SK S/o- SALEK MAHAMMAD, Residing at Vill- Beleghati, Post- Bazarsau, Ps - Saktipur, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AZARADDIN SK To AZERADDIN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AZERADDIN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, AZERADDIN SK and AZARADDIN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, Md Parvez (old name), S/O- Mohammad Safique resident at Ward No.5, Debalpur, Kalkati, PO+PS – Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin-721301, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Parvez (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 01/03/2024. Mohammad Parvez (New name) and Md Parvez (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nikhat Feroz (Old name) W/O Mohammed Feroz, Residing at 41/H/3, Dr. Sudhir Basu Road, Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nikhat Firdous (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Nikhat Firdous (New name) and Nikhat Feroz (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Jamal Sekh (old name) son of Badan Sekh presently residing at Rathtala, Bhastara, Gurap, Dhaniakhali, Hooghly, West Bengal – 712303, shall henceforth be known as Shaikh Jamal (new name) as declared before the Notary Public Kolkata vide Affidavit No. 12/24 dated 28/02/2024.That Jamal Sekh (old name) and Shaikh Jamal (new name) both are same and identical person-

Name Change

I, (Old Name) SUSHANTA KUMAR ROY S/o- KALIPADA ROY, Residing at Vill- Parai, Post- Gouripur, Ps - Chakdaha, Dist- Nadia, Pin- 741223 West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUSHANTA KUMAR ROY To SUSHANTA RAY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUSHANTA RAY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, SUSHANTA RAY and SUSHANTA KUMAR ROY both are Same and one identical person.

Name Change

I, Md Shafique (old name), S/O- Mohammad Jakir resident at Ward No.5, Debalpur, Kalkati, PO+PS – Kharagpur Town, Dist- Paschim Medinipur, Pin-721301, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Safique (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 01/03/2024. Mohammad Safique (New name) and Md Shafique (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Azad Ahmad (Old name) S/O Israr Ahmed, Residing at Dakshin Narayanpur, Rajarhat Gopalpur (M), P.O.- Rajarhat Gopalpur, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700136, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Azad Ahmed (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Azad Ahmed (New name) and Azad Ahmad (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Previously Called SHARAH JAMAL (old name) D/o,REYAZ AHMED, R/o,147/26c, keshab chandra sen Street P.O & P.S. Amherst Street, Kolkata-700009. Have changed my name as SARAH JAMAL (New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-18/03/2024. Therefore SHARAH JAMAL and SARAH JAMAL are same identical persons.

Name Change

I, (Old Name) MINARUL SEKH S/o- HASAN SK, Residing at Vill- Bholla, Post- Rajdharpara, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MINARUL SEKH To MD MINARUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD MINARUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, MD MINARUL SK and MINARUL SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, Mausumi Chakrabarty (old name), W/O Shankar Bhattacherjee resident at Station Road, P.O. & P.S.- Bishnupur, Dist- Bankura, Pin- 722122, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mousumi Bhattacherjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 01/03/2024. Mousumi Bhattacherjee (new name) and Mausumi Chakrabarty (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Swati Kakkad (Old name) W/O Rishi Kakkad, Residing at 149, Muktaram Babu Street Second Floor, Kolkata- 700007, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Swati Ruparelia (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Swati Ruparelia (New name) and Swati Kakkad (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Previously Called PAPIA MUMTAZ BEGUM (old name) W/o, SK.MD.JAHANGIR R/o,1/E/H/24,Ibrahim Road, P.S. Ekbalpore Kolkata-700023. Have changed my name as MUMTAZ BEGUM (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-18/03/2024. Therefore PAPIA MUMTAZ BEGUM and MUMTAZ BEGUM are same identical persons.

Name Change

I, (Old Name) SUVADIP SARKAR S/o- RANJIT SARKAR, Residing at Vill- B.G Road, Post- Mokdumpur, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUVADIP SARKAR To SHUBHADIP SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SHUBHADIP SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, SHUBHADIP SARKAR and SUVADIP SARKAR both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি প্রসেনজিৎ সরকার, পিতা ইন্দ্রজিৎ সরকার, গ্রাম ও পোস্ট বোয়ালখালি, থানা -বনগাঁ, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩২৩৫, এটাই আমার স্থায়ী ঠিকানা ও আমার এই সঠিক নাম ও পদবী (PROSENJIT SARKAR) তেই আমার ভোটার ও প্যানকার্ডে রেকর্ড আছে। কিন্তু কলকাতা থেকে দেওয়া আমার পুরানো পাসপোর্টে L১১৯১৬২৬ যার ইস্যুর (২৫-০২-২০১৪) থেকে ২৪-০২-২০২৪) সেখানে আমার নাম ও পদবী প্রসেনজিৎ সরকার (PRASENJIT SARKAR) লেখা আছে। গত ২৭-০২-২০২৪ তারিখে বনগাঁ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের Affidavit বলে প্রসেনজিৎ সরকার (PROSENJIT SARKAR) ও প্রসেনজিৎ সরকার (PRASENJIT SARKAR) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইল।

Name Change

I BAJRANG SHARMA, S/O SHANKAR LAL SHARMA, R/O 22, KALAKAR STREET, KOLKATA - 700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BAJRANG LAL SHARMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024, THAT BAJRANG SHARMA AND BAJRANG LAL SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHHADI RANI SUR, WIFE OF NANI GOPAL SUR, RESIDING AT 17/3/8 KALIPADA MUKHERJEE ROAD,PO-BARISHA, KOLKATA -700008,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHABI RANI SUR.VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024.THAT CHHADI RANI SUR AND CHABI RANI SUR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RISHAD MEDORA, SON OF SAMMY PHIROZE MEDORA, RESIDING AT FIRST FLOOR, 7B DEODAR STREET, PO- BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, WEST BENGAL AM ALSO KNOWN AS RISHAD SAMMY MEDORA. I HAVE MADE A DECLARATION TO THIS EFFECT VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024.THAT RISHAD MEDORA AND RISHAD SAMMY MEDORA BOTH ARE ONE AND THE SAME PERSON.

Name Change

I SULTAN (OLD NAME) S/O QURBAN ALI, R/O 67, MACKENZIE ROAD, PO + PS- KAMARHATI, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700058, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SULTAN(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARRACKPORE COURT ON 29/02/2024, THAT MD SULTAN AND SULTAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD AKHTER ALI, S/O MD WALAYAT KARIM, RESIDING AT B/22/1/H/4 BRIGHT STREET, PS-KARAYA, KOLKATA 700017, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AKHTAR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024. THAT MD AKHTER ALI AND MD AKHTAR ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASHOKE SAHA, SON OF SIBESWAR SAHA, RESIDING AT 715 PURBACHAL, 2ND GALI, KHARDAH, BARRACKPORE - 700118, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024.THAT ASHOKE SAHA AND ASHOK SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jhuma Saha Majumdar (Old Name) D/o Biswanath Saha W/o Sayan Majumdar Residing at 48, Rifle Club, Kolkata , South 24 Parganas, W.B- 700070 , India shall henceforth be known as Jhuma Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2024. Jhuma Saha Majumdar (Old Name) and Jhuma Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I KHAJER ALI MANDAL ,SON OF ATTAR MONDAL, RESIDING AT vill-BANSHBERIA, PO ASANAGAR , BHIMPUR, NADIA-741161, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHAJER MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT KHAJER ALI MANDAL AND KHAJER MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ZARINA KHATOON, W/O NASRIN HASIN, R/O 46C, GORA CHAND ROAD, BENIAPUKUR, PIN-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JARINA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024, THAT ZARINA KHATOON AND JARINA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD YOUSUF ALI, SON OF SALAUDDIN SK, RESIDING AT 171/C/2 PICNIC GARDEN ROAD,TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL. THAT MY MINOR SON MOHAMMAD AMANAT ALI SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMANAT ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024. THAT MOHAMMAD AMANAT ALI AND AMANAT ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Firdosia Begom (Old Name) D/o Kazi Muzammal Haque W/o Roushan Zamir Residing at Paschim Sundar Para, Talibpur, Salar, Murshidabad, W.B- 742402 , India shall henceforth be known as Ferdosia Begom (New Name) as Declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2024. Firdosia Begom (Old Name) and Ferdosia Begom (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD AFSAR ALI S/o- SAJJAD ALI, Residing at Vill- Kadamtali, Post-alal, Ps - Gazole, Dist- Malda, Pin- 732128, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD AFSAR ALI To AFSAR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AFSAR ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, AFSAR ALI and MD AFSAR ALI both are Same and one identical person.

Name Change

I NASIMA BIBI, W/O SK GOLAM KIBRIA, R/O VILL + PO POALI, PS NODAKHALI, DIAMOND HARBOUR, PIN-743318, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASIMA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 18/03/2024, THAT NASIMA BIBI AND NASIMA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Pummy Firoz (Old name) W/O Mohammed Feroz, Residing at 41/H/3, Dr. Sudhir Basu Road, Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nikhat Firdous (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Nikhat Firdous (New name) and Pummy Firoz (Old name) both are same identical person.

Name Change

I, Poppy Paul and Popy Pal (Old Name) D/o Prohalad Paul W/o Dipsankar Pal Residing at Purba Sitala Mahanad, Sitala, Mohanad, Polba- Dadpur Hooghly, W.B- 712149 , India shall henceforth be known as Popy Paul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2024. Poppy Paul and Popy Pal (Old Name) and Popy Paul (New Name) both are same and one identical person.

সিপিএম ও কংগ্রেস শুধু রাজনীতিই করেছেঃ বিপ্লব

আগরতলা, ১৮ মার্চ ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মান্দাইয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নিয়ে সিপিএম এবং কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। বিজেপি মান্দাই মণ্ডলের উদ্যোগে সোমবার এই সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের নামে চলছে ভাওতাবাজি। এই দাবি কখনও পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র বিজেপি যদি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকে তবেই জনজাতিদের প্রকৃত বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেন বিপ্লব। মান্দাইয়ে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক বৈঠকে ভাষণে বিপ্লব কুমার দেব সিপিএম এবং কংগ্রেসকে সারাশি আক্রমণ করেন। জনজাতিদের উন্নয়নে সিপিএম এবং কংগ্রেস শুধু রাজনীতিই করে গেছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্গ দর্শনে এই রাজ্যে জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বলেন কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কমিউনিস্টদের উৎখাত করতে পারেনি। ত্রিপুরা থেকে কমিউনিস্টদের উৎখাত করা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহার নেতৃত্বে। ২০১৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে স্যাকার পরিবর্তন হয়েছে বিজেপি দলের কর্মী সমর্থক ও সাধারন মানুষের কারণে।

I, (Old Name) SEKH RASID S/o- LATE JAMIRUDDIN, Residing at Vill- Chaspara, Post- Chaspara, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SEKH RASID To ABDUR RASID (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUR RASID in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, ABDUR RASID and SEKH RASID both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি কেতাব আলী আকুঞ্জী (Ketab Ali Akunjee) (old name) পিতা স্বর্গীয় মনরাজ আকুঞ্জী ঠিকানা গ্রামঃ রঘুনাথপুর, পোস্টঅফিসঃ আরথালী আমতলা, থানাঃ আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, ৭৪৩২২১, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা কোর্টের Affidavit দ্বারা কেতাব আলী আকুঞ্জী (Ketab Ali Akunji) (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit Sl No. 3/24 dated 18/03/2024। কেতাব আলী আকুঞ্জী (Ketab Ali Akunjee) (old name) এবং কেতাব আলী আকুঞ্জী (Ketab Ali Akunji) (new name) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Prasanta Kumra Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Sahadev Manda ঠিকানা Nilkuntha Barakamarda, P.S.- Nandakumar, East Medinipur, Pin-721648 কলকাতার নোটারি পাবলিক Dated 18-03-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Prasanta Kumar Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Prasanta Kumar Mandal (নতুন নাম) ও Prasanta Kumra Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SUBASH HARIJAN (OLD NAME) S/O BIR SINGH HARIJAN, R/O I G M HARIJAN COLONY, AGARTALA, DIST WEST TRIPURA, PIN-799001, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH HARIJAN(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT AGT/33/AUG SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT AGARTALA ON 22/08/2023, THAT SUBASH HARIJAN AND SUBHASH HARIJAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOM BANERJEE, WIFE OF SOURAV BANERJEE, RESIDING AT SANTRAGACHI STATION ROAD, PO-G I P COLONY, HOWRAH-711112, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOM CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024.THAT MOM BANERJEE AND MOM CHATTERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Parveen Kamal (Old name) D/O Mahtab Ahmed, Residing at 45/1/1A, Bright Street, P.S.- Karaya, Kolkata- 700017, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Parveen Ahmed (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Parveen Ahmed (New name) and Parveen Kamal (Old name) both are same identical person.

Name Change

I AVRA CHOWDHURY,(SON OF PRADIP KUMAR CHOWDHURY, RESIDING AT 38,DAKSHINAYAN,PANIHATI,PO-SODEPUR, PS-KHARDAH, NORTH 24 PARGANAS -700110, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHRA CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 09/11/2016.THAT AVRA CHOWDHURY AND ABHRA CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SARABADDIN SK, SON OF SAKALA SEKH, RESIDING AT VILL-CHAKPARAN, PO-BAWALI,PS-NODAKHALI, SOUTH 24 PARGANAS -743384, WEST BENGAL.(SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURABADDIN SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 14/03/2024.THAT SARABADDIN SK AND SURABADDIN SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DIPAK CHATTERJEE,SON OF BHUBANESWAR CHATTERJEE, RESIDING AT JAGACHA, PO-G I P COLONY, PS-JAGACHA, HOWRAH-711112, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK KUMAR CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024.THAT DIPAK CHATTERJEE AND DIPAK KUMAR CHATTERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I VIVEK PODDAR, SON OF LATE VIJAY PODDAR, RESIDING AT 25/A RAM KRISHNA SAMADHI ROAD, PO-KANKURGACHI,PS-PHOOLBAGAN, KOLKATA -700054, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER VEDANSHI PODDAR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIVAA PODDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024.THAT VEDANSHI PODDAR AND DIVAA PODDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I VINAY HASMUKH BHIMANI,SON OF SON OF LATE HASMUKH BHIMANI, RESIDING AT FLAT-1A,1ST FLOOR,40B PADDA PUKUR ROAD, KOLKATA - 700020,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VINAY BHIMANI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE AT KOLKATA ON 04/03/2024.THAT VINAY HASMUKH BHIMANI AND VINAY BHIMANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAFIQUE MONDAL,SON OF AZIT MONDAL, RESIDING AT VILL-CHOWLPUR, (P.O. & PS - SHASAN, NORTH 24 PARGANAS -743423, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAFIQUL ISLAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2024.THAT SAFIQUE MONDAL AND MD SAFIQUL ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা তাদের নোটিশ ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। ... নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম https:egold.auctiontiger.net -এর মাধ্যমে 21.03.2024 সকাল 10:00 -র পর থেকে শুরু হবে। ...

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL17874059, GL18830298, GL18988625, GL19146132, GL19200187, GL19300044, GL19482245, GL19616274, GL19619373, GL19686411, ... [illegible]

তারিখ: 19.03.2024
Place: Cooch Behar

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

জলছত্র পরিষেবা দিতে এসে সিঙ্গুরে মর্মান্তিক মৃত্যু হল চাকদহের এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর হুগলি, ১৮ মার্চঃ নদীয়ার চাকদহ থেকে এসেছিল ২০ জনের দল। তারকেশ্বরের গাজন উৎসব উপলক্ষে জলছত্র পরিষেবা দিতে এসে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গুরের নসিবপুরে। মৃত যুবকের নাম সুমন দাস। স্থানীয় একটি পুকুরে ডুবে মারা যান তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, গাজন উপলক্ষে এই সময় বহু পুণ্যার্থী আসেন তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে। সেই পুণ্যার্থীদের সেবা করতে বহু মানুষ আসেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সেরকমভাবেই চাকদহ থেকে এসেছিল ২০ জনের একটি দল। সিঙ্গুরের নসিবপুর একাকায় তাঁরা জলছত্র শুরু করেন।

জল ফুরিয়ে যাওয়ায় রাতে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিলেন সুমন। তার পর থেকেই তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সকালে স্থানীয় ছেলেদের ডেকে পুকুরে জাল দিলে উঠে আসে দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার চকদহে। জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি ... https:egold.auctiontiger.net -এর মাধ্যমে 21.03.2024 সকাল 10:00 -র পর থেকে শুরু হবে। ...

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL19388638, GL19521655, GL19562236, GL19585083, GL19640492, GL20606669, GL21036251, GL21051240, GL21405952, GL21408390, GL21470422, GL21933896, GL23000691, GL23588700, GL23642156, GL23649139, GL23654207, GL23704207, GL23852287, ... [illegible] ... GL30290220, GL30356143, GL30526899, GL30635201, GL30733316, GL30751016.

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: North Dinajpur

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

বিজেপিতে যোগদান তৃণমূলের ছাত্র নেতা সহ ৫০ জনের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের দামামা বাজতেই দলবদলের হিরিক শুরু হয়ে গেছে পূর্ব বর্ধমানে। তৃণমূল থেকে বিজেপি কিংবা বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদানের ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে প্রায় ৫০ জন কর্মী সমর্থক যোগ দিলেন বিজেপিতে । বর্ধমান রাজ-কলেজের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুরজ দাস সহ কলেজের সক্রিয় তৃণমূল কর্মীরা যোগ দিলেন বিজেপিতে। সোমবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে বর্ধমান সদর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিত তা এর হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন তারা। এদিন যোগদান পর্ব নিয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি অভিজিত তা বলেন, নরেন্দ্র মোদীর কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যুবরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এদিন । লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ছাত্রদের যোগদানে বিজেপি কে আরো শক্তিশালী করে তুলবে বলে আশাবাদী তিনি। এই রকম কর্মঠ যুবকদের সঠিক জায়গা, তৃণমূল কংগ্রেস নয়, আসল জায়গা বিজেপি। আগামীদিনে আরো যুবরা বিজেপিতে যোগ দিয়ে মোদীজির হাত শক্ত করবে বলে জানিয়েছেন অভিজিতবাবু। অন্যদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজকলেজ ইউনিটের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুরজ দাস বলেন, রাজ কলেজে তিন বছর ধরে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের হয়ে রাজ কলেজ ইউনিট চালাতে বিভিন্ন সময় বাধার মুখে পড়ে হচ্ছিল। উচ্চ নেতৃত্বের চাপে ঠিক মতো কাজ করতে পারছিল না। তৃণমূলে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কাজ করতে না পারার জন্যই বিজেপিতে যোগদান। এখানে অন্তত স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশটা আছে, তাই যুব কর্মীদের নিয়ে তিনি যোগদান করলেন বিজেপিতে। আগামী দিনে আরো যুবক বিজেপিতে যোগ দেবে বলে দাবী করেছেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের সদ্য নির্বাচিত ছাত্র সভাপতি বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী জানিয়েছেন, বিজেপির পাশে কোন লোক নেই। ওদের বুথে বসার লোক নেই। লোকসভার আগে বিজেপি এই ধরনের কয়েকজনকে যোগদান করাবে যারা কষ্মিন কালেও তৃণমূলে কোন পদে ছিল না। নির্বাচনের আগে তাই বিজেপি অনেক মিথ্যাচার, গিমিক দেখাবে। বিজেপি নেট এ আছে, ফেসবুকে আছে, হোয়াটস অ্যাপে আছে। কিন্তু তৃণমূল ময়দানে আছে, মানুষের সাথে আছে, মানুষের পাশে আছে। তাই কে কোথায় বিজেপিতে যোগদান করলো তা নিয়ে তাদের অত মাথাব্যাথা নেই বলে কটাক্ষ করেছেন বাপ্পাদিত্যবাবু।

গরম পড়তেই জলের হাহাকার, পথ অবরোধ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ গরম পড়তেই জলপাইগুড়িতে জলের হাহাকার। পানীয় জলের দাবিতে জলের ড্রাম, বালতি, হাড়ি, কলসি হাতে পথ অবরোধ বাসিন্দাদের। ভোটের মুখে এধরনের অবরোধ আন্দোলনের ফলে অসস্তিতে প্রশাসন। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছালে ভোট পাবে, যে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দিবে তাকেই ভোট দেব। পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে এমনই দাবি জানালেন জলপাইগুড়ির বানারহাটের এল আর পি মোড়ের বাসিন্দারা। পানীয় জলের দাবিতে সোমবার বানারহাটের এলআরপি মোড় সংলগ্ন

এলাকায় বানারহাট থেকে চালসাগামী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলআরপি মোড় সংলগ্ন হাইওয়ের বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে তারা নিয়মিত পানীয় জল পাচ্ছে না। একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ । ভোটের আগে শুধু প্রতিশ্রুতি মেলে। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা পথ অবরোধ করেছেন। তাদের দাবি, আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে তাহলেই তারা ভোট দিবে । যে দল বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিবে সেই দলকে তারা ভোট দিবে। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের জাতীয় সড়কের দু'ধারে যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বানারহাট থানার পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা। তবে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে অবিলম্বে জলের সমস্যার সমাধান না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

সংঘর্ষ! মৃত চালক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক চালকের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা যায়, মৃত ওই গাড়ির চালকের নাম জব্বার ইসলাম (২৮)। তার বাড়ি ময়নাগুড়ি বাগজান এলাকায়। জানা গেছে, ওদলাবাড়ি থেকে বোল্ডার বোঝাই ডাম্পারে করে চ্যাংরাবান্ধা যাওয়ার পথে রাজারহাট মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাত আনুমানিক ১১ টা নাগাদ বিপরীত দিক থেকে দশ চাকার পাট বোঝাই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় ডাম্পার গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়ির ভেতরেই গুরুতর ঘায়েল অবস্থায় আটকে পড়েন চালক। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানা এবং দমকল কর্মীরা। তারা এসে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় সেই চালককে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনায় ময়নাগুড়ি চ্যাংরাবান্ধাগামী সার্ক রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের চেষ্টায় যানজট স্বাভাবিক করা হয়। এদিকে, সোমবার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেন এবং ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দেন। পুলিশ জানিয়েছেন, দুটি গাড়িকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৩৮-৪২-২৪, তারিখ ১৫.০৩.২০২৪।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি)/আদ্রা, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং এবং তারিখ; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৩৮-২৪, তারিখ ১৫.০৩.২০২৪;** (১) রামকানালি জংশন–জয়চণ্ডীপাহাড় (আপ ও ডাউন)-এর মধ্যে ১৮.৭৬০ টিআর.কেএম-এর জন্য থ্রু রেল রিনিউয়াল [টিআরআর(পি)], (২) থ্রু রেল রিনিউয়াল [টিআরআর(পি)]-পুরুলিয়া জংশন–চান্ডিল জংশন (ডাউন)-এর মধ্যে ৩.১২৮ টিআর.কেএম, (৩) টিআরআর(পি)-পুরুলিয়া জংশন–চান্ডিল জংশন (ডাউন)-এর মধ্যে ৫.৫৯৬ টিআর.কেএম, (৪) টিআরআর(পি)-পুরুলিয়া জংশন–চান্ডিল জংশনের মধ্যে ১.৯৩৮টিআর.কেএম এবং চান্ডিল জংশন–মুরি জংশনের(এসএল) মধ্যে ০.৭৮০ টিআর.কেএম, (৫) আনারা ইয়ার্ডে এস অ্যান্ড টি প্রোজেক্টের ইআই মডিফিকেশন সংক্রান্ত বিষয়ে পি.ওয়ে কাজ, (৬) আনারা ইয়ার্ডে পিকিউআরএস সাইডিংয়ের সম্প্রসারণ, (৭) টি-২৮ মেশিন দ্বারা গড়ধ্রুবেশ্বরে (জিআরবি) আনারা অভিমুখে পয়েন্ট নং ২৭এ এবং রুকনি ইয়ার্ডে পয়েন্ট নং ৫৮এ ও ৫৮বি-এর ক্রসওভার লেংথের কারেকশন, (৮) ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সেন্ট্রাল/আদ্রার অধিক্ষেত্রে এসইজে এবং গ্লুড় জয়েন্টগুলির রিনিউয়াল এবং (৯) টিআরআর(পি)-আদ্রা ডিভিশনে পুরুলিয়া–চান্ডিল এবং চান্ডিল–কান্দ্রা শাখার মধ্যে ১.১৫৭ টিআর.কেএম; ৩,১৭,৬৩,৪৯৫.০৫ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৩৯-২৪, তারিখ ১৫.০৩.২০২৪।** (১) আদ্রা ডিভিশনে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ক্যাম্পাস-২ ও ক্যাম্পাস-৩-এর আপগ্রেডেশন, (২) আদ্রাতে রানিং রুমের আপগ্রেডেশন এবং রেনোভেশন; ২,৪৭,২২,৩৭৪.৪৬ টাকা। **(৩) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৪০-২৪, তারিখ ১৫.০৩.২০২৪।** (১) ভোজুদিহতে সি অ্যান্ড ডব্লু স্টাফের জন্য নতুন বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থা সহ ভোজুদিহ ইয়ার্ডের পরিকাঠামোগত আপগ্রেডেশন, (২) বিকেএসসি (বোকারো) এবং বিজেই (ভোজুদিহ)তে রানিং রুমের আপগ্রেডেশন ও রেনোভেশন; এবং (৩) আদ্রা ডিভিশনে মোহুদাতে ডিআই দ্বারা পাম্প হাউস থেকে ফিল্টার হাউস পর্যন্ত ৩০০ মিমি ডায়া মাপের পুরনো পাইপলাইনের (মেন লাইন) বদল; ৬,০১,৬১,৫২৮.৮৪ টাকা। **(৪) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৪১-২৪, তারিখ ১৫.০৩.২০২৪।** দঃপূঃ রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে বোকারো ইনওয়ার্ড 'ই' কেবিন গুড্‌স শেডে পরিকাঠামোর আপগ্রেডেশন/আধুনিকীকরণ; ৬,৫৮,৩৪,৫৫৫.৫০ টাকা। **(৫) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-৪২-২৪, তারিখ ১৫.০৩.২০২৪।** দঃপূঃরেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে ভাগা গুড্‌স শেডে পরিকাঠামোর আপগ্রেডেশন/আধুনিকীকরণ; ৫,১৮,৮৩,৩১১.৬০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। উক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** **(PR-1246)**

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL18741279, GL19329109, GL19761058, GL21165211, GL21231374, GL21263024, GL21320720, GL21521455, GL21530292, GL21555257, GL21562174, GL22008375, GL22147290, GL22580571, GL22602591, GL22840637, GL22959563, GL23664306, GL23856801, GL24133036, GL24356679, GL24370371, GL24538186, GL24552399, GL24667047, GL24668597, GL24688340, GL24690615, GL24763571, GL24805793, GL24820799, GL24944616, GL24957151, GL25029780, GL25153588, GL25158106, GL25225000, GL25226134, GL25258648, GL25259261, GL25344497, GL25356872, GL25481445, GL25492997, GL25529486, GL25544918, GL25583405, GL25599636, GL25842703, GL26000856, GL26265182, GL26630776, GL26700611, GL26714995, GL26735423, GL26835850, GL26842770, GL26887219, GL26920442, GL26933410, GL26942644, GL26944986, GL27213854, GL27219420, GL27235003, GL27270017, GL27279734, GL27281074, GL27346756, GL27359709, GL27364826, GL27383880, GL27393955, GL27458678, GL27480760, GL27500356, GL27522370, GL27732105, GL27769985, GL27805538, GL27808508, GL27831680, GL27872357, GL27872601, GL27873517, GL27896002, GL27907233, GL27928284, GL28049140, GL28109392, GL28113065, GL28120237, GL28133144, GL28135839, GL28151283, GL28176909, GL28176917, GL28412991, GL28429654, GL28471804, GL28665985, GL28748460, GL28812167, GL29044599, GL30662937, GL31115693, GL24896646, GL25370974, GL25529096, GL25609634, GL26268243, GL26280591, GL26757258, GL26763248, GL27271614, GL27275187, GL28098347, GL28119394, GL28227517, GL28242136, GL28428517, GL28565082, GL28580650, GL28583767, GL28608327, GL28608327, GL28608510, GL28628295, GL28637745, GL28719139, GL28721446, GL28722833, GL28754613, GL28796502, GL28816952, GL28861821, GL28865136, GL28917325, GL28972238, GL18761564, GL19577518, GL19748024, GL22810138, GL22933108, GL23036823, GL23394314, GL24128540, GL24173540, GL24186048, GL24274406, GL24289126, GL24319572, GL24329069, GL24380279, GL24385282, GL24710708, GL24714519, GL24743633, GL24745233, GL24752044, GL24755023, GL24756618, GL24756950, GL25135362, GL25143104, GL25159117, GL25248066, GL25259507, GL25726611, GL25739720, GL26136478, GL26143621, GL26485029, GL26512742, GL26821890, GL26926022, GL26945782, GL27013253, GL27021364, GL27026116, GL27049233, GL27128753, GL27137311, GL27170386, GL27182487, GL27215171, GL27240017, GL27246774, GL27434955, GL27453943, GL27505966, GL27512496, GL27522269, GL27523118, GL27617246, GL27642417, GL27697072, GL27806161, GL27838810, GL27868840, GL27873471, GL27908053, GL27928700, GL28060494, GL28240750, GL28365332, GL28378862, GL28499392, GL28701719, GL28702484, GL28706325, GL28722239, GL28725857, GL28726245, GL28797141, GL28815140, GL28817129, GL28829275, GL28858941, GL28913728, GL28926710.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Bankura

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL18728903, GL18980319, GL19045319, GL19345208, GL19665372, GL20948683, GL21195930, GL21503312, GL21515864, GL21632463, GL21850699, GL22159680, GL22507405, GL22707403, GL22731545, GL22936125, GL23472780, GL24084399, GL24210707, GL24430253, GL24438839, GL24504440, GL24509560, GL24605538, GL24606267, GL24681417, GL24692135, GL24728996, GL24737041, GL24742820, GL24756448, GL25168546, GL25182191, GL25191685, GL25660268, GL25883384, GL25884322, GL25905817, GL26386561, GL26391876, GL26485781, GL26506581, GL26592654, GL26610599, GL27657125, GL27674191, GL27815044, GL27954173, GL28007834, GL28368707, GL28472049, GL28478696, GL28497553, GL28501568, GL28522114, GL28577507, GL28582783, GL28837804, GL28887738, GL28889657, GL28894027, GL28896166, GL28897224, GL28908817, GL28925317, GL28935340, GL28946226, GL28953105, GL28973402, GL28988570, GL28999861, GL29652431, GL29786702, GL30501794, GL30501876, GL30506652, GL31292194, GL28707439, GL21558942, GL22189854, GL22661046, GL22685050, GL22734034, GL22752577, GL23865554, GL24062006, GL25009511, GL25013836, GL25501764, GL25501862, GL25603162, GL25607089, GL25716309, GL25859581, GL25879575, GL25888893, GL26595197, GL26610929, GL26656902, GL26678924, GL26683060, GL26696060, GL26703348, GL26719253, GL27094592, GL27346382, GL27448427, GL27485812, GL27492745, GL27523602, GL27559523, GL27627317, GL27662050, GL27675753, GL27776844, GL27782215, GL27903554, GL27941656, GL27948989, GL27965545, GL28059418, GL28093548, GL28128356, GL28202400, GL28230435, GL28363008, GL28665206, GL28681338, GL28837536, GL28858913, GL28892308, GL28904781, GL18362646, GL18598637, GL19667313, GL19703240, GL19720697, GL21535549, GL21547217, GL21702956, GL23030331, GL23140932, GL23288224, GL23588847, GL23831918, GL23858714, GL24313858, GL24330606, GL24391910, GL24406043, GL24533017, GL24546224, GL24549311, GL24551728, GL24620111, GL24626187, GL24666889, GL24672483, GL24710291, GL24714418, GL24732061, GL24734507, GL24786356, GL24802177, GL25105666, GL25136044, GL25156790, GL25173362, GL25183186, GL25445631, GL25536698, GL26233228, GL26233694, GL26234351, GL26493227, GL26528379, GL26529635, GL26625597, GL26644448, GL26654103, GL26697788, GL26707649, GL26719752, GL26735302, GL26744900, GL26762095, GL26808194, GL26827404, GL26830334, GL26839221, GL26879713, GL26891093, GL26913969, GL26916036, GL26978144, GL26997411, GL27171133, GL27240972, GL27247520, GL27342658, GL27365349, GL27385348, GL27392622, GL27696523, GL27823600, GL27823987, GL27880421, GL28012449, GL28513947, GL28524046, GL28603867, GL28823792, GL28841714, GL28855487, GL28880118, GL28907119, GL28921270, GL28924128, GL30815288, GL31405893, GL19735746, GL20650293, GL20650963, GL20846928, GL21197566, GL21201584, GL22718446, GL22753907, GL22954136, [illegible] GL27300420, GL27380090, GL27380198, GL27398121, GL27425312, GL27885876, GL27910895, GL27930058, GL27937414, GL27958006, GL28005199, GL28025356, GL28032528, GL28042680, GL28052766, GL28061666, GL28069418, GL28126911, GL28285386, GL28374939, GL28534710, GL28556519, GL28596334, GL28599670, GL28650212, GL28664317, GL28709417, GL28738197, GL28752983, GL28758325, GL28828497, GL28876469, GL28885351, GL28899692, GL28957679, GL28958901, GL28976490, GL28976824, GL29274341, GL29539022, GL29975272, GL29989344, GL29989506, GL30039681, GL30443068, GL30609289, GL31134806, GL31827296, GL19294173, GL19610965, GL19652869, GL19689703, GL19693405, GL19751399, GL19753917, GL19916689, GL20450238, GL20450585, GL20707310, GL20722332, GL20905440, GL21232097, GL21232483, GL21356401, GL21368442, GL21372374, GL21700458, GL22213235, GL22497727, GL22521313, GL22775735, GL22995816, GL23029471, GL23298903, GL23321785, GL23344773, GL23457545, GL23865235, GL23868869, GL24264231, GL24267914, GL24343924, GL24345067, GL24349342, GL24350188, GL24411590, GL24433660, GL24436441, GL24565903, GL24570618, GL24705745, GL24721867, GL24728070, GL24736821, GL24752209, GL24795230, GL24800520, GL24808493, GL24821409, GL24838588, GL25293670, GL25305864, GL25449125, GL25463517, GL25498090, GL25533188, GL25665860, GL25704363, GL25805495, GL25935896, GL25951934, GL25960281, GL25974310, GL26081166, GL26135444, GL26161444, GL26168108, GL26265882, GL26280885, GL26446603, GL26637049, GL26642499, GL26656252, GL26676962, GL26720120, GL26722304, GL26734402, GL26739862, GL26831582, GL26831868, GL26842522, GL26860058, GL26864678, GL26953576, GL26969683, GL27121269, GL27134227, GL27146832, GL27159757, GL27203910, GL27233456, GL27260376, GL27262400, GL27262928, GL27263471, GL27273824, GL27273899, GL27289083, GL27299432, GL27338312, GL27361148, GL27403140, GL27409363, GL27421351, GL27423624, GL27574633, GL27579391, GL27601782, GL27607844, GL27700856, GL27717817, GL27851272, GL27851656, GL27852321, GL27852602, GL27883758, GL27900448, GL27907103, GL27920673, GL27928229, GL28060905, GL28061692, GL28236100, GL28236548, GL28295310, GL28359319, GL28359414, GL28390998, GL28592711, GL28630188, GL28638688, GL28688062, GL28697908, GL28824116, GL28916176, GL28962415, GL29005832, GL29094840, GL30464270, GL30724486, GL30724834, GL30744637, GL30781959, GL31152539, GL31245623.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Howrah

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL16222072, GL17111899, GL18102597, GL18345686, GL18501036, GL19212263, GL20863744, GL20883006, GL20976596, GL21180897, GL21199900, GL21439869, GL22079010, GL22819506, GL22884809, GL22898865, GL22922092, GL23053405, GL23082374, GL23112120, GL23505909, GL23547074, GL23800168, GL23847347, GL23906168, GL24134618, GL24353206, GL24367361, GL24447246, GL24458623, GL24480630, GL24492800, GL24543716, GL24547129, GL24548416, GL24550169, GL24642577, GL24645068, GL24697316, GL24714661, GL24732400, GL24734625, GL24840389, GL25149719, GL25231961, GL25314363, GL25347497, GL25357412, GL25546922, GL25910446, GL25910958, GL26003019, GL26010529, GL26053501, GL26069335, GL26130156, GL26432141, GL26434606, GL26453991, GL26456349, GL26513550, GL26527877, GL26539365, GL26721429, GL26734195, GL26877088, GL26883150, GL26889672, GL26893950, GL27030533, GL27030914, GL27100847, GL27431841, GL27470962, GL27618439, GL27621163, GL27621986, GL27640096, GL27663054, GL27669385, GL27762472, GL27762748, GL28195401, GL28282660, GL28387997, GL28740901, GL28741368, GL28812694, GL28822012, GL28834517, GL29270144, GL29657149, GL29688983, GL29977773, GL30226386, GL18552297, GL18615368, GL19973449, GL20447825, GL21854118, GL21907629, GL22085722, GL22642424, GL22762848, GL23118014, GL23166217, GL23766047, GL24095551, GL24096587, GL24107646, GL24108691, GL24162609, GL24192351, GL24341181, GL24347333, GL24442204, GL24455569, GL24502028, GL24507334, GL24511456, GL24512771, GL24515459, GL24602664, GL24609860, GL24639177, GL24644975, GL25297529, GL25306690, GL25577647, GL25590078, GL25834017, GL25836470, GL25845571, GL26054498, GL26218968, GL26226989, GL26298662, GL26424347, GL26437440, GL26498624, GL26578679, GL26752288, GL26844418, GL27084626, GL27095124, GL27109681, GL27431861, GL27453090, GL27567342, GL27695792, GL27716878, GL27855065, GL27868038, GL27910144, GL27982797, GL28040375, GL28065356, GL28085321, GL28128064, GL28130938, GL28218751, GL28243187, GL28305523, GL28542655, GL28594794, GL28607476, GL28772253, GL28787750, GL30040880, GL30041508, GL30466873, GL30556447, GL31359632, GL19288048, GL19706166, GL19744028, GL20234287, GL20491261, GL21558938, GL21892762, GL22197221, GL22244989, GL22278947, GL22441730, GL22462479, GL22540033, GL22612497, GL22809546, GL22883604, GL22907436, GL23099777, GL23166729, GL23191767, GL23287241, GL23526148, GL23587038, GL23604493, GL23745644, GL24188600, GL24196397, GL24525008, GL24527419, GL24534410, GL24550250, GL24574153, GL24574294, GL24581747, GL24589157, GL24589225, GL24592635, GL24598477, GL24608639, GL24651861, GL24652598, GL24670763, GL24684253, GL24692804, GL24724126, GL24729117, GL24736024, GL24737059, GL24754603, GL24784183, GL24790553, GL24801666, GL24809728, GL24816734, GL24819941, GL24821693, GL24853590, GL24853781, GL25082780, GL25241206, GL25245474, GL25245772, GL25247537, GL25248584, GL25251625, GL25255598, GL25399893, GL25408714, GL25447843, GL25482482, GL25505510, GL25510827, GL25518962, GL25522092, GL25547889, GL25634405, GL25642455, GL25651767, GL25655686, GL25852035, GL25902996, GL25979447, GL26117468, GL26312466, GL26321413, GL26331058, GL26336032, GL26336728, GL26337996, GL26518054, GL26535110, GL26545606, GL26575391, GL26615628, GL26644158, GL26652828, GL26656208, GL26678137, [illegible] GL19188416, GL19449640, GL19653174, GL19684527, GL19855129, GL20880222, GL21232392, GL21279751, GL21457684, GL21465824, GL21570977, GL21613916, GL22262077, GL22340102, GL22724080, GL23131695, GL24196196, GL24468824, GL24474420, GL24486017, GL24494365, GL24580243, GL24592135, GL24612294, GL24623009, GL24627398, GL24627999, GL24726079, GL24736422, GL25295994, GL26001824, GL26147430, GL26384091, GL26392521, GL26438454, GL26454853, GL26587353, GL26610647, GL26627958, GL26645291, GL26663230, GL26679710, GL26694002, GL26707698, GL26839519, GL26840334, GL26843502, GL26844133, GL26844574, GL26869204, GL26962889, GL27040958, GL27051837, GL27064436, GL27167704, GL27168419, GL27267668, GL27274308, GL27388087, GL27403587, GL27725274, GL27748059, GL27885085, GL27987945, GL27993902, GL28109450, GL28118693, GL28319765, GL28319717, GL28325380, GL28325458, GL28651611, GL28754730, GL28918388, GL29621564, GL29942371, GL30021771, GL30650791, GL30737062, GL30748402, GL31633462, GL19209537, GL19251668, GL19573384, GL19627369, GL19671023, GL19711788, GL19770798, GL19772404, GL19962188, GL21145455, GL21663981, GL21808216, GL21945900, GL22175275, GL22176335, GL22726115, GL22750044, GL22994635, GL23316283, GL23364415, GL23396773, GL23455967, GL23462061, GL23463499, GL23574911, GL23575821, GL23894775, GL23958108, GL24200660, GL24217744, GL24220647, GL24291602, GL24305611, GL24424471, GL24440969, GL24444562, GL24457326, GL24484446, GL24493935, GL24536707, GL24538731, GL24539444, GL24551742, GL24552590, GL24552810, GL24615555, GL24618062, GL24629224, GL24630021, GL24683477, GL24692632, GL24798514, GL24799657, GL24811985, GL24822177, GL25077916, GL25585915, GL25587711, GL25587885, GL25609050, GL25659337, GL25679932, GL26014634, GL26043358, GL26044080, GL26066576, GL26519411, GL26565472, GL26575527, GL26579414, GL26596049, GL26611020, GL26612320, GL26617555, GL26632472, GL26644425, GL26651983, GL26678183, GL26686099, GL26707831, GL26722639, GL26751660, GL26763301, GL26815113, GL26846814, GL26855033, GL26868034, GL26961752, GL26961932, GL27167125, GL27283452, GL27292368, GL27298984, GL27299650, GL27792441, GL27809249, GL27810698, GL27836954, GL27867593, GL28048960, GL28070604, GL28318002, GL28319557, GL28319810, GL28383325, GL28391907, GL28533355, GL28556115, GL28594774, GL28596920, GL28600489, GL28606227, GL28681289, GL28687296, GL28689611, GL28779145, GL28785928, GL28838149, GL28841005, GL28852107, GL28854757, GL28916226, GL28939556, GL28967545, GL29580356, GL29937677, GL30221349, GL30562307, GL30593013, GL31590109.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Hooghly

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

উত্তরপাড়ায় কল্যাণ ব্যানার্জি কর্মী বৈঠকে বলেন নরেন্দ্র মোদী বড় অভিনেতা, অমিত শাহ ঢপ বাজ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ মার্চ ঃ শ্রীরামপুরে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি সোমবার বিকালে উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকার কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী বৈঠক করলেন উত্তরপাড়ার বলাকা মাঠে। এদিন শুরুতেই তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন আপনারা কোন সরকারি জায়গায় বা সরকারি দেওয়ালে লিখবেন না, পতাকা ব্যানার লাগাবেন না, ভুলেও এগুলো কেউ করবেন না নির্বাচনী প্রচারে বা পথসভায় কারুর বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য করবেন না বিরোধীদের ফাঁদে পা দেবেন না। শুধু তাই নয় সমাজ মাধ্যমে কোন উল্টোপাল্টা পোস্ট করবেন না। অবশ্যই এগুলো মনে রাখবেন। না হলে কিন্তু আমি আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। এছাড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বেশ কিছু নিয়ম- কানুন বলে দিলেন । এই বৈঠকে উত্তরপাড়ার পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবকে শ্রীরামপুর লোকসভার অধীনে সাতটি বিধানসভার গুরু দায়িত্ব দিলেন দিলীপবাবুকে ঘুরে ঘুরে সাতটি বিধানসভা দেখাশোনা করতে বললেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, প্রথম থেকে যেভাবে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন ভোট বোধ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে হবে। কিন্তু দেখা গেল তীব্র গরমে দুমাস ধরে ভোট হবে। যা কোনদিন দেখা যায়নি। এটাও মোদীর কথাতেই হয়েছে। সরকার চালাবে কেয়ার টেকার সরকার যেটা কেউ আগে দেখেনি বিজেপির ছোট বড় সব নেতাদের পেছনের সিআরপি আর আমাদের মাত্র দুজন তিনজন দেহরক্ষী আমাদেরও দেওয়া উচিত। সিআরপি নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন একজন বড় অভিনেতা আর অমিত শাহ হচ্ছেন একজন বড় ঢপ বাজ। সন্দেশখালির ঘটনা খুব বেদনাদায়ক সন্দেশখালির জন্য মোদী সাহেব এর মধ্যে ছ বার এসেছেন। মনিপুরে একের পর এক নারী নির্যাতন হয়েছে, শিশুদের খাদ্য পাচ্ছে না মাননীয় নরেন্দ্র মোদী কেন একবারও গেলেন না সেখানে। ১০০ দিনের কাজের পয়সা দেয়নি। মাননীয় বিচারক অভিজিত গাঙ্গুলী পদে বসে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের চাকরি খেয়েছেন একজনকেও কি চাকরি দিতে পেরেছেন। তিনি ২ লক্ষ লোকের রুটি কেড়ে নিয়েছেন ওই পরিবারগুলির। সিপিএমকেও তুলোধোনা করেন তিনি । নির্বাচন কমিশন সব সময় বিজেপির নালিশ শোনে । কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনারাও নালিশ করবেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, কোন্নগরের পুরচেয়ারম্যান স্বপন দাস, উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, উত্তরপাড়ার টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিত ঘোষ কোন্নগর টাউন তৃণমূল সভাপতি তন্ময় দেব সহ তৃণমূলের কাউন্সিলররা ও পঞ্চায়েত এলাকার নেতা-নেত্রীরা।

চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে জখম যুবক

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৮ মার্চ ঃ চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠতে গিয়ে ট্রেনের তলায় যুবক, গুরুতর আহত যুবককে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। গুরুতর আহত ওই যুবকের নাম রাজিবুল শেখ। বয়স আনুমানিক ২৫। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে নদীয়ার পার্শ্ববর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া জংশন স্টেশনে। পুলিশ ও আহত যুবকের সঙ্গী সূত্রে জানতে পারা যায়, সোমবার সকালে আহত যুবক সহ ৩ যুবক মুর্শিদাবাদের নিমতিতা স্টেশন থেকে হাওড়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে মালদা হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠে। ওই তিন যুবকের গন্তব্য ছিল চেন্নাই। তারা কাজের উদ্দেশ্যে চেন্নাই যাচ্ছিল বলে জানা যায়। আহত যুবক রাজিবুল জানায়, তারা তিনজন নিমতিতা স্টেশন থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে হাওড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কাটোয়া জংশন স্টেশনে ট্রেনটি এলে, জল নিতে প্ল্যাটফর্মে নামে সে। সেই সময় ট্রেনটি ছেড়ে দিলে দৌড়ে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে, বাম পা পিছলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাদানির নিচে তার বাম পা ঢুকে যায়। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকজন তাকে টেনে তোলে। এরপর নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে ট্রেনটি এসে দাঁড়ালে, সঙ্গে থাকা দুই যুবক জিআরপি ও আরপিএফ কর্মীদের বিষয়টি জানালে, তারাই গুরুতর আহত ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাজিবুল কে রেফার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসকেরা। এমন এক মর্মান্তিক ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

খড়ের গাদায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৮ মার্চ ঃ খড়ের গাদায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার খবরগাঁও এলাকায়। জানা গেছে এদিন দুপুরে জহরা খাতুন নামে এক মহিলার খড়ের গাদায় আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। এরপর তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল পাশে আরও কয়েকটি খড়ের গাদায় আগুন লেগে যায়। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কি ভাবে আগুন লাগলো তা এখনও জানা যায়নি।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম https:egold.auctiontiger.net -এর মাধ্যমে 21.03.2024 সকাল 10:00-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL19548688, GL19553159, GL19562470, GL19605397, GL19641581, GL19666389, GL19730348, GL19876144, GL19895044, GL20979628, GL20999759, GL21041173, GL21052729, GL21225357, GL21238323, GL21364063, GL21638982, GL21657714, GL21756166, GL21767580, GL22033270, GL22066734, GL22206501, GL22351004, GL22987454, GL23531958, GL23569040, GL23625832, GL23801524, GL23942144, GL24280233, GL24287600, GL24496465, GL24509625, GL24518230, GL24522572, GL24528003, GL24531058, GL24534361, GL24550221, GL24613661, GL24620539, GL24626472, GL24628273, GL24660035, GL24662184, GL24669259, GL24670264, GL24677395, GL24691143, GL24701921, GL24706939, GL24715717, GL24716843, GL24787804, GL24802490, GL24804399, GL24811837, GL24820224, GL24822143, GL25108551, GL25456452, GL25694318, GL25749009, GL25773475, GL25865728, GL26044604, GL26070627, GL26215830, GL26226434, GL26234663, GL26236813, GL26312641, GL26355888, GL26375347, GL26390523, GL26490315, GL26499999, GL26532058, GL26544696, GL26559840, GL26565111, GL26574248, GL26576990, GL26587521, GL26610041, GL26612130, GL26702558, GL26708270, GL26773197, GL26788986, GL26790809, GL26794456, GL26853009, GL26867327, GL27031254, GL27048274, GL27179429, GL27409003, GL27562811, GL27769729, GL27775907, GL28010445, GL28068015, GL28592889, GL28594813, GL28932351, GL28983163, GL30105012, GL30243513, GL30306327, GL30579179, GL30703163, GL30731506, GL20474950, GL20896979, GL21754028, GL22530901, GL22805169, GL22847046, GL22976292, GL23137218, GL23273705, GL23320620, GL23396214, GL23529437, GL23590238, GL24132500, GL24259907, GL24269541, GL24395606, GL24402953, GL24545767, GL24683752, GL24692666, GL25198418, GL25206254, GL25789409, GL25813401, GL25982018, GL26049916, GL26158765, GL26171420, GL26216609, GL26404196, GL26588010, GL26628785, GL26644499, GL26658082, GL26669074, GL26678461, GL26874540, GL26894557, GL26911895, GL26916836, GL26937628, GL27120656, GL27126432, GL27134011, GL27134953, GL27285821, GL27292307, GL27299161, GL27342067, GL27365002, GL27371729, GL27371944, GL27390000, GL27390108, GL27403404, GL27421409, GL27436309, GL27438802, GL27451031, GL27541044, GL27546413, GL27551363, GL27552594, GL27563888, GL27619170, GL27676080, GL27788827, GL27834265, GL27943964, GL28067800, GL28186018, GL28294272, GL28435557, GL28453829, GL28564973, GL28646253, GL28659410, GL28668606, GL28680015, GL28681724, GL28710795, GL28747968, GL28824993, GL28984857, GL30606062, GL17708602, GL19010187, GL19628209, GL19651766, GL19678774, GL19824246, GL20112693, GL20934779, GL21496440, GL21509653, GL21717027, GL22138532, GL22162232, GL22428861, GL22496658, GL22763624, GL22855996, GL22914460, GL23106471, GL23118270, GL23128255, GL23169172, GL23189371, GL23310917, GL23756515, GL23834889, GL23866536, GL23998277, GL24092901, GL24105172, GL24120724, GL24220749, GL24234513, GL24249619, GL24294866, GL24307819, GL24411008, GL24498151, GL24510931, GL24522394, GL24527887, GL24566962, GL24587497, GL24588413, GL24596998, GL24608182, GL24636179, GL24640039, GL24648059, GL24677409, [illegible] GL19552460, GL19615829, GL19646983, GL19682501, GL20664657, GL20680179, GL20812149, GL20816377, GL21529174, GL21789088, GL21839888, GL21934901, GL21962706, GL22145301, GL22317241, GL22348932, GL22367527, GL22440136, GL22554475, GL22609806, GL22610981, GL22729623, GL22747511, GL22747762, GL22859001, GL22889044, GL22921900, GL22952776, GL23006352, GL23506999, GL23523300, GL23539969, GL23749761, GL24013998, GL24077708, GL24078164, GL24255284, GL24267716, GL24346123, GL24469079, GL24502137, GL24502630, GL24512810, GL24513018, GL24519072, GL24531310, GL24532473, GL24549027, GL24617968, GL24622699, GL24627837, GL24629978, GL24651891, GL24670794, GL24677739, GL24683957, GL24691223, GL24692719, GL24722106, GL24735589, GL25079650, GL25115925, GL25148890, GL25194362, GL25234591, GL25235784, GL25237709, GL25250286, GL25250507, GL25256412, GL25257895, GL25277366, GL25281213, GL25611873, GL25722888, GL25767930, GL25768936, GL25770526, GL25770654, GL25770732, GL25799151, GL25827243, GL25853966, GL25937610, GL26075081, GL26078308, GL26185417, GL26197756, GL26209934, GL26327996, GL26350655, GL26356944, GL26363541, GL26363781, GL26487076, GL26503672, GL26511844, GL26512283, GL26513671, GL26524429, GL26533111, GL26543556, GL26545369, GL26545906, GL26568153, GL26574596, GL26621189, GL26645424, GL26668488, GL26678511, GL26711532, GL26735398, GL26770789, GL26797146, GL26821783, GL27062622, GL27166618, GL27168386, GL27570139, GL27583736, GL27656448, GL27674039, GL27697515, GL27718508, GL27760828, GL27776188, GL27818505, GL27910696, GL27914472, GL27936163, GL27938781, GL27957402, GL27958658, GL27968586, GL27990753, GL28186856, GL28191564, GL28192165, GL28207894, GL28224201, GL28306446, GL28309684, GL28324813, GL28326625, GL28337349, GL28354869, GL28427800, GL28440568, GL28515763, GL28529315, GL28598896, GL28624809, GL28641126, GL28766495, GL28772012, GL28773129, GL28789598, GL28805516, GL28862667, GL28862961, GL28865322, GL28872096, GL28894825, GL28896239, GL28907012, GL28911169, GL28922372, GL28924805, GL28932597, GL28934204, GL28935285, GL28985745, GL28989689, GL28993267, GL28995740, GL29001790, GL29144620, GL29159191, GL29194474, GL29336270, GL29574034, GL29863454, GL30491529, GL30570927, GL30756592, GL30979859, GL18423835, GL19647502, GL19660283, GL19704308, GL19730397, GL20675399, GL20679581, GL20781536, GL20797125, GL21553782, GL21561691, GL21582181, GL21598679, GL23022675, GL24122345, GL24180625, GL24186502, GL24223794, GL24235712, GL24272074, GL24287212, GL24516405, GL24622367, GL24627452, GL24635945, GL24647963, GL24752291, GL24755112, GL25352016, GL25807994, GL25875170, GL26001487, GL26010261, GL26153201, GL26172681, GL26234932, GL26330672, GL26501045, GL26512948, GL26730361, GL26775847, GL26796766, GL27357312, GL27366638, GL27469098, GL27481283, GL27652895, GL27673374, GL27837900, GL27870777, GL28021494, GL28476493, GL28491454, GL28575508, GL28582278, GL28882196, GL29026845, GL30130553, GL30130971, GL30517684, GL30518127.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Murshidabada

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000
• Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম https:egold.auctiontiger.net -এর মাধ্যমে 21.03.2024 সকাল 10:00-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL19293969, GL19569591, GL21038114, GL21178762, GL21626341, GL21786696, GL21806071, GL21901072, GL22180313, GL22214327, GL22339943, GL22478731, GL22479251, GL22571026, GL22616756, GL22683320, GL23051594, GL23220274, GL23307810, GL23368849, GL23513047, GL23560002, GL23663939, GL23739362, GL23765663, GL23909245, GL24081857, GL24086869, GL24137601, GL24152661, GL24180120, GL24518457, GL24541178, GL24544904, GL24548545, GL24550934, GL24596029, GL24607892, GL24704203, GL24705689, GL24716194, GL24716539, GL24767090, GL24777353, GL24788706, GL24814005, GL24967885, GL25117718, GL25199669, GL25255131, GL25255400, GL25442325, GL25461969, GL25570607, GL25647989, GL25768506, GL25794282, GL25808494, GL25825127, GL25849536, GL25867331, GL25923557, GL26024540, GL26086970, GL26127721, GL26155606, GL26166801, GL26172861, GL26696415, GL26841423, GL26854204, GL26854915, GL26882900, GL26926454, GL26964383, GL27012393, GL27018514, GL27019438, GL27021298, GL27032100, GL27046976, GL27087486, GL27088188, GL27113965, GL27116483, GL27122060, GL27132760, GL27134218, GL27150411, GL27160242, GL27186272, GL27199052, GL27204682, GL27208771, GL27217584, GL27218056, GL27243410, GL27244216, GL27256664, GL27264975, GL27270889, GL27272490, GL27273203, GL27274052, GL27285428, GL27299125, GL27344243, GL27351265, GL27352001, GL27352206, GL27354741, GL27360586, GL27363328, GL27379974, GL27405479, GL27421821, GL27437701, GL27451328, GL27471253, GL27477821, GL27508487, GL27509644, GL27511159, GL27511349, GL27522811, GL27597038, GL27610577, GL27622428, GL27622970, GL27624990, GL27640693, GL27647286, GL27736349, GL27815632, GL27874013, GL27880778, GL27923187, GL28002917, GL28003501, GL28021218, GL28095606, GL28140031, GL28188595, GL28439535, GL28439913, GL28439927, GL28766186, GL28789501, GL28804461, GL28825536, GL28842119, GL28856160, GL28916072, GL28963089, GL28964247, GL28971740, GL28975370, GL28989563, GL29103764, GL30003803, GL30019709, GL20908308, GL21003070, GL22736882, GL23084749, GL23337479, GL23564736, GL23993321, GL24465189, GL24477513, GL24643662, GL24660431, GL24669477, GL24816739, GL24819914, GL25000931, GL25373684, GL25824308, GL25904626, GL26233790, GL26239879, GL26687860, GL26981655, GL27406381, GL27423715, GL27729717, GL27748258, GL27843984, GL27936351, GL28397860, GL28435941, GL28579524, GL28602571, GL28665467, GL28765393, GL28825494, GL28932904, GL28951615, GL29010421, GL31106053, GL24399138, GL24399640, GL24519406, GL24752118, GL25150008, GL25582204, GL26267562, GL26268640, GL26782591, GL26796693, GL26802063, GL26827655, GL27533281, GL27551606, GL27560494, GL27561090, GL27561922, GL27583608, GL27652865, GL27673619, GL27727428, GL27748133, GL27840469, GL27941441, GL27941613, GL27941835, GL28363757, GL28464450, GL28464606, GL28948397, GL28950763, GL28996907, GL28997607, GL29000149, GL19579509, GL19801212, GL20802016, GL20819542, GL21062451, GL21070481, GL21173807, GL21269382, GL22216402, GL22376581, GL22454298, GL22463756, GL23099527, GL23245581, GL23401194, GL23720595, GL23920082, GL24537028, GL24551918, GL24633837, GL24639302, GL24640938, GL24645045, GL24646012, GL24739409, GL24755634, GL24761060, GL24775998, GL25731979, GL25735229, GL25913508, GL26299663, GL26322299, GL26335653, GL26550264, GL26574706, GL26701117, GL26726615, GL26808007, [illegible] GL24492368, GL24493830, GL24636495, GL24636744, GL24648132, GL24721493, GL24735477, GL24753930, GL24755057, GL24768083, GL24777539, GL24815793, GL24823063, GL25410859, GL25861302, GL26049435, GL26552546, GL26571772, GL26623729, GL26624623, GL26739630, GL26747329, GL26840464, GL26897368, GL26898687, GL27372352, GL27390213, GL27647060, GL28061673, GL28655801, GL28696510, GL28707532, GL28768764, GL28800501, GL28817860, GL28824237, GL28824699, GL28824895, GL28825474, GL28825533, GL28825926, GL28825979, GL28991103, GL28992178, GL29115282, GL29116667, GL29120699, GL29263494, GL30609214, GL30891444, GL26821914, GL27070538, GL27636566, GL27643927, GL27666084, GL27702271, GL27717332, GL28632235, GL28802163, GL28824977, GL28886797, GL17148467, GL19124987, GL19622384, GL19743655, GL19805233, GL19967920, GL21132896, GL21823434, GL22103538, GL22212764, GL22374205, GL22384761, GL22615014, GL22626152, GL22882756, GL22930936, GL22953662, GL23214747, GL23360163, GL23401567, GL23448379, GL23542058, GL23661705, GL23994479, GL23996625, GL24032102, GL24116317, GL24127875, GL24273448, GL24280280, GL24401171, GL24407443, GL24423693, GL24433326, GL24440518, GL24446793, GL24458455, GL24506723, GL24546845, GL24552074, GL24556864, GL24570780, GL24624388, GL24628879, GL24678310, GL24749444, GL24757824, GL24764405, GL24769420, GL24777812, GL24809002, GL24821534, GL24984956, GL25056496, GL25107299, GL25261643, GL25264934, GL25316329, GL25475305, GL25489249, GL25684179, GL25688547, GL25695757, GL25764488, GL25787128, GL25813982, GL25979811, GL26348125, GL26356911, GL26363283, GL26441957, GL26456561, GL26528915, GL26545343, GL26555930, GL26575289, GL26589972, GL26610347, GL26653811, GL26658059, GL26677975, GL26679306, GL26846401, GL26868190, GL26983748, GL26997809, GL27026108, GL27405611, GL27414516, GL27421824, GL27474398, GL27527127, GL27588014, GL27600483, GL27613203, GL27616198, GL27628444, GL27642355, GL27749400, GL27802122, GL27880789, GL27899660, GL27918216, GL27935107, GL28011130, GL28025766, GL28137556, GL28175687, GL28254499, GL28273334, GL28441540, GL28445257, GL28491668, GL28517364, GL28538248, GL28546209, GL28546777, GL28571813, GL28591684, GL28597909, GL28598202, GL28652490, GL28657185, GL28657941, GL28674711, GL28776072, GL28799641, GL28801785, GL28835815, GL28876982, GL28899823, GL28911057, GL28925942, GL28964932, GL28972476, GL28981565, GL28991504, GL28991983, GL28995795, GL29000617, GL30238527, GL30438640, GL30497613, GL30534015, GL30607774, GL30959021, GL30999756, GL19580060, GL19615476, GL19748316, GL21799545, GL22864793, GL23045404, GL23064871, GL23161926, GL23172696, GL23208628, GL23655493, GL24112935, GL24162824, GL24294505, GL24307558, GL24496896, GL24497334, GL24509965, GL24510325, GL24515179, GL24529471, GL24535947, GL24551198, GL24583778, GL24589208, GL24604622, GL24607248, GL24619404, GL24625839, GL24667577, GL24668777, GL24680185, GL24691875, GL24786557, GL24802243, GL25257572, GL25857639, GL26577294, GL26593736, GL26612346, GL26849352, GL26867594, GL26911988, GL26915384, GL26922013, GL26944468, GL27346461, GL27365879, GL27600755, GL27612595, GL27636961, GL27643208, GL27682967, GL28044737, GL28102817, GL28367257, GL28381761, GL28403862, GL28417302, GL28418079, GL28425391, GL28430859, GL28567476, GL28584367, GL28682242, GL28814129, GL28932483, GL28951523, GL28985766, GL29001793, GL30043077, GL30524554, GL30639677.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: North 24 Parganas

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

প্রিপের্টোরি ক্লাসের পড়ুয়াকে গালে 'থাপ্পড়' মারার অভিযোগ শিক্ষিকার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ মার্চ ঃ স্কুলে দুষ্টুমি করার অপরাধে প্রিপের্টোরি ক্লাসের পড়ুয়া এক ছাত্রীকে গালে 'থাপ্পড়' মারার অভিযোগ উঠেছে ক্লাস টিচারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মধ্য হাওড়ার একটি নামী বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন ছাত্রীর পরিবার। জানা গেছে, সোমবার সকালে স্কুলে এসেছিল ওই শিশু পড়ুয়া। ক্লাসে 'দুষ্টুমি' করায় ক্লাস টিচার তার গালে থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ। এতে ওই শিশুর গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায়। তাকে পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। ছাত্রীর পরিবারের দাবি, অবিলম্বে অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিবারের কাছে ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বলে ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে। শিশুর দাদু বলেন, আমার নাতনি স্কুলে দুষ্টুমি করেছিল। সেই কারণে স্কুলের এক শিক্ষিকা গালে এমন চড় মেরেছেন যে গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ পড়ে গেছে। সেই খবর শুনে নাতনিকে নিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাই। বাচ্চাদের এইভাবে মারধর করা উচিত নয়। এগুলো আমরা মেনে নিতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমরা অভিযোগ জানাব। প্রিন্সিপালের কাছেও যাওয়া হয়েছিল। প্রিন্সিপাল এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এইরকম ঘটনা ভবিষ্যতে না হওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এদিকে, ছাত্রীর মা জানান, স্কুল থেকে জানানো হয় যে আমার মেয়ে স্কুলে প্রচন্ড দুষ্টুমি করছিল। সেই কারণে মারা হয়। আমি এসে দেখি মেয়ের গালে পাঁচ আঙুলের দাগ। এমনকি কানে ব্যথা হচ্ছে বলছে। ডাক্তার দেখানো হয়েছে। বাচ্চারা বদমাইশি করে। কিন্তু এমন করে মারা উচিত নয়। এই ব্যাপারে স্কুলে শিক্ষিকার নামে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় স্কুলের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানা যায়নি।

বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল চরমে উঠলো তুফানগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল চরমে উঠলো তুফানগঞ্জে। দীর্ঘদিন থেকে চলতে থাকা বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল সোমবার রাতে তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তুফানগঞ্জ মহকুমা বিজেপি কার্যালয় কার দখলে থাকবে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুমধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় বিজেপির বিধায়ক গোষ্ঠীর সাথে বিধায়ক বিরোধী বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে। যদিও পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির কনভেনার পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক গোষ্ঠীর বিরোধী বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত কোচবিহার জেলা কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি প্রসেনজিত বসাক সহ বেশকিছু বিজেপি পুরনো কর্মী। জানা যায় সোমবার রাতে জেলা কিষাণ মোর্চার সহ-সভাপতি প্রসেনজিত বসাক সহ কর্মীরা বিজেপি কার্যালয়ে আসেন। সেই সময় কার্যালয়ে বৈঠক করছেন বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি শুভাশিস ধর। বৈঠক চলাকালীন প্রসেনজিতবাবু সহ কর্মীরা বাইরেই ছিলেন। কিন্তু বৈঠক শেষে শুভাশিস ধর তিনি দলীয় কার্যালয় বন্ধ করেন এবং পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন শহরমণ্ডল সভাপতির নিষেধ রয়েছে। এক প্রকার দলীয় কার্যালয়ে প্রসেনজিত বসাককে প্রবেশে বাঁধা দেওয়া হয়। সেই সময় দলীয় কার্যালয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ধুমধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। দুই পক্ষের মধ্যে এক প্রকার হাতাহাতিতে পৌঁছার উপক্রম হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন তুফানগঞ্জ বিধানসভার কো - কনভেনার নিখিল গাবুয়া। তার উপস্থিতিতে চাবি নিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রসেনজিত বসাক সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি শুভাশিস ধর জানান যারা বিজেপি কার্যালয়ে বাঁশ দিয়ে আঘাত করে, ভাঙচুর চালায় তারা আদৌও বিজেপি কর্মী কিনা সন্দেহ রয়েছে। বিজেপি তুফানগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার বিমল পাল জানান কোন গোষ্ঠীকোন্দল নেই।

ফ্লাইং স্কোয়াডের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ সোমবার দুপুরে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার শমা পারভিন এই স্কোয়াডের উদ্বোধন করেন, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিস সুপার উমেশ গণপথ খান্ডবালে সহ জেলায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক কর্মী এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ। এই প্রসঙ্গে জেলার রিটার্নিং অফিসার বলেন, জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মোট ২৬ টি ফ্লাইং স্কোয়াড তৈরি করা হয়েছে, যারা মূলতঃ যে কোনো রমকেমের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করার ওপর নজরদারি করবেন।

জনবিজ্ঞপ্তি

দিগ্বিজয় ট্র্যাকন প্রাইভেট লিমিটেড

পি-৩৪ / ১, বেনারস রোড, লিলুয়া, হাওড়া,
দাসনগর, হাওড়া-৭১১১০৫

CIN: U51109WB1995PTC075878

সার্কুলার নং **DNBR (PD) CC.No** এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫ / ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্তগুলি পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, শ্রী কৃষ্ণ কুমার বৈথা (ডিআইএন ০১৫২৪৭৬৩), গ্রাম- চানপুর, পিও-চকিয়া, জেলা-সিওয়ান, বিহার-৮৪১৫০৭-এ বসবাসকারী পেশা-পরিষেবা নিয়ে নতুন পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। কোম্পানির বোর্ড **w.e.f.** ২০২৪ সালের ৪ মার্চ থেকে এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিঃ কৃষ্ণ কুমার বৈথা, মিসেস নিশা আগরওয়াল, মিসেস কিরণ আগরওয়াল এবং মিঃ বিনোদ পান্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা, শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা।

ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, DOS, ১৫, এন এস রোড, ৫ তলা, কলকাতা -৭০০০০১-এ ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ ঃ ১৮।০৩।২০২৪ বোর্ডের আদেশানুসারে /-

ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেল প্রকল্পের দীর্ঘতম টানেল নির্মাণের কাজ শুরু

মালিগাঁও, ১৮ মার্চ ঃ ডিমাপুর- কোহিমা নতুন রেল লাইন প্রকল্পের কাজে আরও এক ধাপ এগিয়ে, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর জেলার মেদজিফেমা সার্কলের সিপামা গ্রামে অবস্থিত এই প্রকল্পের টানেল নং. ৭-এর পোর্টাল ১-এ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এই টানেলটি ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেল লাইন প্রকল্পের দীর্ঘতম টানেল হবে। এই টানেলটির দৈর্ঘ্য হলো ৬,৬১০ মিটার। সিপামা গ্রামে টানেল নং. ৭-এর পোর্টাল ১-এ পৌঁছানোর জন্য পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একটি ১২ কিমি লম্বা প্রবেশ পথ নির্মাণ করা হয়েছিল। টানেলটি এই প্রকল্পের ফেরিমা ও পিফেমা স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত। ৮২.৫০ কিমি দৈর্ঘ্যের (২.৭৫ কিমি অসমে এবং ৭৯.৭৫ কিমি নাগাল্যান্ডে) ডিমাপুর-কোহিমা নতুন রেল লাইন প্রকল্পটি অসমের ধনসিরি স্টেশন থেকে শুরু হয়ে কোহিমা সংলগ্ন জুবজা পর্যন্ত গেছে, যা আনুমানিক ৬,৬৬৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে ০৮টি নতুন স্টেশন রয়েছে, সেগুলি হলো যথাক্রমে ধনসিরি, ধনসিরিপার, শোখুভি, মোলভম, ফেরিমা, পিফেমা, মেঙ্গুজুমা ও জুবজা। এই প্রকল্পে রয়েছে ২৭টি মেজর ব্রিজ, ১৪৮টি মাইনোর ব্রিজ, ০৫টি রোড ওভার ব্রিজ, ১৫টি রোড আন্ডার ব্রিজ ও ৩১ কিমি দৈর্ঘের ২১টি সুড়ঙ্গ। ধনসিরি থেকে শোখুভি পর্যন্ত ১৬.৫ কিমি অংশ ইতিমধ্যে ২০২১-এর অক্টোবর মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে। শোখুভি থেকে অরুণাচলের নাহরলগুন এবং মেঘালয়ের মেন্দিপাথার পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন পরিষেবা সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। এই নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বর্তমানের তুলনায় খুব সস্তায় খাদ্য শস্য, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, অটোমোবাইল এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক ও নির্মাণমূলক সামগ্রী নাগাল্যান্ডে সহজে পরিবহণ করা সম্ভব হবে। এই উন্নয়ন স্থানীয় মানুষ বৃহভাবে উপকৃত করবে, কারণ এটি রাজ্যটির অর্থনীতিকে যথেষ্ট উন্নত করবে এবং স্থানীয় মানুষকে সস্তা ও বিশ্বস্ত যোগাযোগের মাধ্যম প্রদান করবে বলে আশা করা হয়েছে।

জনবিজ্ঞপ্তি

প্রোনেটা কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড

জাসাল হাউস, এফআই-২২, ৪ / এ, অকল্যান্ড স্কোয়ার,
শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা, -৭০০০১৭

CIN: U74140WB1993PTCO58504

সার্কুলার নং DNBR (PD) CC.No এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫ / ০৩.১০.০০১ / ২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার সাপেক্ষে এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, শ্রী প্রণয় আগরওয়াল (ডিআইএন - ০১০৭৭৯৯০), ৩৮৬ এ, ব্লক-জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩-এ বসবাসকারী পেশা-ব্যবসা এবং মিসেস দিশা আগরওয়াল (ডিআইএনঃ ০৮৫৩৮৩২৬ এ) ৩৮৬এ, ব্লক-জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩ পেশা - ব্যবসা সহ কোম্পানির বোর্ডে নতুন পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। ২০২৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা শ্রী প্রণয় আগরওয়াল, মিসেস দিশা আগরওয়াল, সাকেত আগরওয়াল এবং মনীশ আগরওয়ালের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা, শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা। ম্যানেজমেন্টের এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, DOS, ১৫, এন এস রোড ৫ তলা, কলকাতা -৭০০০০১-এ ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ ঃ ১৮।০৩।২০২৪ বোর্ডের আদেশানুসারে /-

PROFECTUS CAPITAL

প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

নিবন্ধিত এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা

বি /১৭, ৪র্থ তলা, আর্ট গিল্ড হাউস, ফিনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বাই, ৪০০০৭০।
শাখাঃ ৬ষ্ঠ তলা, ব্লক 'কে', শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেট, ১, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১., ভারত।

দৈহিক দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-IV বিধি ৮(১)

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক।, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ আইন, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ সহ ১১ জানয়ারী, ২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে নিম্নোল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা জামিনদার বন্ধকদেরকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে **৩৫,৮৬,৯৬৭- (টাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শ সাতষট্টি মাত্র)** ১০.০১.২০২৪ তারিখে বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং **PLAPKOL0020577** এবং **PLAPKOL0021271** তারিখ থেকে নোটিশের ৬ দিনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

নামসহ ঋণগ্রহীতার / ঋণগ্রহীতা / বন্ধক / জামিনদার ঠিকানা
১। **কালিপদ মন্ডল (ভাই ভাই হাস্কিং মিল)**ঃ-গ্রাম-গোলডোভ, পাড়া-পশ্চিমপাড়া, পিএস-হরিণঘাটা, নাগারুখরার কাছে, পিএনবি শাখা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২৫৭। এছাড়াও এখানেঃ বটতলা দুর্গা মন্দির, হরিণঘাটা, নাগাররুখড়া, গোয়ালদড় -বটতলা দুর্গা মন্দির, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২৫৭
২। **গৌরী মন্ডল**ঃ- বটতলা দুর্গা মন্দির, হরিণঘাটা, নাগরুখরা গোলডোব, নদীয়া, বটতলা দুর্গা মন্দিরের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২৫৭।

অন্যান্য ঠিকানা ১১ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখের উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে

পূর্বোক্ত ঋণগ্রহীতারা উল্লিখিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধক এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছে (স্থাবর সম্পত্তি) নীচে এই **১৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখে** উল্লিখিত আইনের বিধি ৮ এর সাথে পড়া উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য।

ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণ গ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধক বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, পূর্বোক্ত স্থাবর সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং স্থাবর সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। মোট টাকা **৩৫,৮৬,৯৬৭- (টাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শ সাতষট্টি মাত্র)** ১০.০১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া এবং এটি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার উপর আরও সুদ প্রদেয়। 'ঋণ গ্রহীতা'সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সেড অ্যাক্টের ধারা ১৩(৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

৪০ দশমিকের মধ্যে প্রায় ৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল দাগ নং-এর অংশ গঠন করে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামো। **R.S** এর অধীনে ১১১৬ খতিয়ান নং। ৪৩ **L.R** অনুরূপ. খতিয়ান নং। ৩৬১ ডিড অনুযায়ী এবং বর্তমান **L.R.** ১৫০৪ **L.R** অনুযায়ী **P.S** এর অধীনে মৌজা গোলডোভের পোরচা নাগারুখরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে জেলা নদীয়ার হরিণঘাটা ২৩-০৮-২০২২ তারিখের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে।

তারিখঃ ১৯ / ০৩/ ২০২৪
শ্রী সুশান্ত দেবনাথ, অনুমোদিত অফিসার
প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড জন্য

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL19698071, GL19799749, GL20687509, GL20701890, GL21647537, GL21969633, GL21996584, GL22331466, GL22506024, GL22725819, GL22854159, GL23052109, GL23154492, GL23155321, GL23189317, GL23269956, GL23327972, GL23664994, GL23848597, GL24517083, GL24520131, GL24530695, GL24603138, GL24606439, GL24614687, GL24628896, GL24653844, GL24671962, GL24772142, GL24778412, GL24827274, GL25148099, GL25257488, GL25374709, GL25410916, GL25540324, GL25690804, GL25825428, GL25971573, GL26030186, GL26283849, GL26385399, GL26404164, GL27230501, GL27246728, GL27287039, GL27299257, GL27335685, GL27589778, GL27634257, GL27677661, GL27702527, GL27716920, GL27760802, GL27776471, GL27913279, GL28008075, GL28016447, GL28016466, GL28016539, GL28019513, GL28033505, GL28034899, GL28162679, GL28398942, GL28477042, GL28496601, GL28501292, GL28594210, GL28709850, GL28780704, GL28837103, GL28856583, GL28968247, GL30150319, GL30860007, GL31640161, GL19352621, GL19731115, GL19758715, GL20869957, GL20923654, GL21586893, GL21597162, GL21954391, GL22440758, GL22562843, GL22981459, [illegible] GL28689129, GL28822219, GL28826011, GL28874066, GL28876769, GL28893176, GL28893722, GL28898496, GL28899757, GL28946353, GL28954603, GL28969560, GL30516373, GL30520979, GL30662455, GL19596273, GL19641070, GL20802146, GL21888088, GL22115909, GL22480117, GL22798980, GL22840521, GL23069742, GL23299964, GL23522902, GL24064576, GL24160856, GL24500023, GL24512066, GL24519877, GL24531570, GL24559013, GL24574366, GL24727924, GL24736789, GL25648295, GL25985512, GL26043945, GL26066343, GL26075839, GL26078285, GL26654295, GL26679609, GL27158039, GL27160848, GL27191516, GL27500254, GL27523009, GL28035309, GL28102492, GL28113107, GL28115306, GL28286764, GL28304476, GL28648480, GL28677818, GL28712247, GL28725217, GL28846579, GL28849229, GL28866336, GL30702415, GL24774243, GL24942804, GL25015981, GL25231301, GL25238593, GL26266336, GL26266353, GL26448896, GL26456431, GL26601635, GL26609818, GL26789892, GL26796180, GL27017974, GL27023873, GL27418372, GL27543899, GL27607969, GL27647175, GL27916538, GL28539356, GL28783468, GL28832899.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: West Midnapore
Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

স্পার্ক মিন্ডা হেলমেট পরিসরে একটি নতুন সংযোজন

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ ঃ স্পার্ক মিন্ডা, স্বয়ংচালিত উপাদান এবং আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় নাম, ২০২৩ সালের শেষের দিকে ভালোর ফ্লিপ-আপ হেলমেট সফলভাবে লঞ্চ করার পরে, ভিস্টা হেলমেট লঞ্চ করার সাথে সাথে তার হেলমেটের পরিসর গর্বের সাথে প্রসারিত করেছে। ভিস্টা হেলমেট হল উদ্ভাবন এবং নিরাপত্তার প্রতি স্পার্ক মিন্ডা-এর প্রতিশ্রুতির একটি মূর্ত প্রতীক, যা আরোহীর নিরাপত্তা এবং আরামের পরবর্তী বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে। সদ্য চালু হওয়া ভিস্টা হেলমেটের জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, স্পার্ক মিন্ডায় আফটার মার্কেট এর সিইও মিঃ অরুণ নাগপাল বলেন, ভিস্টা হেলমেট লঞ্চের মাধ্যমে আমরা আবারও স্বয়ংচালিত শিল্পে উদ্ভাবন এবং নিরাপত্তার সীমারেখা ঠেলে দিচ্ছি। ভ্যালর হেলমেটের সাফল্য, ভিস্টা হেলমেট আমাদের যাত্রার পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে যাতে রাইডারদের রাস্তায় অতুলনীয় সুরক্ষা এবং আরাম দেওয়া যায়। হেলমেট বিভাগের হেড অফ সেলস মিঃ আশিস গর্গ বলেন, নির্ভুলতা দিয়ে তৈরি এবং উৎকর্ষের জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ভিস্টা হেলমেট অত্যাধুনিক ডিজাইনের সাথে উন্নত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন যাতে রাইডিং এর অভিজ্ঞতা বাড়ানো যায়। তার পূর্বসূরি, ভালোর হেলমেট দ্বারা স্থাপিত ভিত্তির উপর ভিত্তি করে, ভিস্টা হেলমেট রাইডারদের অতুলনীয় সুরক্ষা এবং আরাম প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বর্ধনের প্রবর্তন করেছে। ভিস্টা হেলমেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চতর প্রভাব প্রতিরোধের জন্য একটি উচ্চ গ্রেডের এবিএস শেল, আরামের সাথে আপস না করে সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করে। অপসারণযোগ্য এবং ধোয়া যায় এমন গালের প্যাডগুলি স্বাস্থ্যবিধি এবং আরামকে অগ্রাধিকার দেয়, যা নিশ্চিত করে যে রাইডাররা প্রতি রাইডে সতেজ এবং আরামদায়ক থাকে। রাইডারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা, ভিস্টা হেলমেটে উদ্ভাবনী উপাদান রয়েছে যেমন হেলমেট লক এবং পিছনে একটি প্রতিফলক, যাতায়াতের সময় আরোহীদের জন্য নিরাপত্তা এবং দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু, একটি স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী পলিকার্বোনেট সিলিকন হার্ড-কোটেড ভিসার সমস্ত অবস্থায় ক্রিস্টাল- ক্লিয়ার দৃশ্যমানতা প্রদান করে, যা রাইডারদের সামনের রাস্তার একটি পরিষ্কার দৃশ্য দেয়।

উত্তরের পর্যটনশিল্পের প্রসারে এবার পুরনিগমের সহযোগিতায় কাজ করবে এথোয়া। সেই লক্ষ্যেই মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে বৈঠক সারলেন এথোয়ার কমিটির সদস্যরা। সোমবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে মেয়রের সঙ্গে বৈঠক সাড়ে এথোয়ার নতুন কমিটিই সদস্যরা। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আরো কিভাবে কাজ করা যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি পুরনিগমের সহযোগিতা চেয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের এই সংগঠন।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : [illegible] GL26449293, GL26455423, GL27431488, GL27453087, GL28397874, GL28551876, GL28554916, GL28684191, GL28931720, GL28951321, GL18953003, GL19161265, GL19410352, GL19552641, GL19652433, GL21213317, GL21263897, GL21269554, GL22533910, GL22642149, GL22906452, GL23154263, GL23210262, GL23308848, GL23528906, GL23544005, GL23751809, GL23812178, GL24189291, GL24280866, GL24288030, GL24297075, GL24308573, GL24395283, GL24408246, GL24419935, GL24428088, GL24436704, GL24502842, GL24513080, GL24543457, GL24549949, GL24679980, GL24688545, GL24689192, GL24690040, GL24691812, GL24725654, GL24853774, GL25224322, GL25272808, GL25276457, GL25350939, GL25359327, GL25455309, GL25461012, GL25721798, GL25743245, GL25968571, GL25998654, GL26163759, GL26172561, GL26285870, GL26307298, GL26311881, GL26333234, GL26384503, GL26389083, GL26432022, GL26435342, GL26455417, GL26456300, GL26536860, GL26538181, GL26549397, GL26549854, GL26563729, GL26574538, GL26587913, GL26609978, GL26743858, GL26760301, GL26815148, GL26827227, GL26833671, GL26842960, GL26856530, GL26868728, GL26937639, GL26938200, GL27198777, GL27215081, GL27220667, GL27250978, GL27339305, GL27364605, GL27421471, GL27470700, GL27489873, GL27587776, GL27587794, GL27616111, GL27616133, GL27668144, GL27674452, GL27790925, GL27792536, GL27792850, GL27822382, GL27985715, GL28010616, GL28011623, GL28042411, GL28070731, GL28127112, GL28147715, GL28296373, GL28394421, GL28441835, GL28540320, GL28543327, GL28564196, GL28567721, GL28662290, GL28662401, GL28690623, GL28706095, GL28782436, GL28805806, GL28826635, GL28858199, GL28909507, GL28982690, GL29000980, GL29018053, GL29299784, GL29864352, GL30095915, GL30528562, GL30868470, GL19265866, GL19557660, GL20891915, GL21022045, GL21699034, GL21786017, GL22078380, GL22170154, GL22643976, GL22971634, GL23208405, GL23209401, GL23244110, GL23391473, GL23477033, GL23575594, GL23816516, GL23856904, GL24047674, GL24165527, GL24278486, GL24286313, GL24357871, GL24370929, GL24461810, GL24475504, GL24559901, GL24631622, GL24631742, GL24643582, GL24645639, GL24646347, GL24654454, GL24675745, GL24697785, GL24714762, GL24717461, GL24734392, GL24783143, GL24789418, GL24791263, GL24793112, GL24799612, GL24801142, GL24802871, GL24803273, GL24803964, GL24820025, GL24848881, GL24948456, GL24955255, GL25095690, GL25110435, GL25175454, GL25183603, GL25267157, GL25282077, GL25287861, GL25291313, GL25305408, GL25413222, GL25444920, GL25457603, GL25687051, GL25702031, GL25707460, GL25784690, GL25996221, GL26081577, GL26217067, GL26220692, GL26225532, GL26225731, GL26233300, GL26248317, GL26312651, GL26318924, GL26333589, GL26335912, GL26376506, GL26390758, GL26625481, GL26643564, GL26687093, GL26708466, GL26779747, GL26796140, GL26829985, GL26880760, GL26887359, GL26892284, GL26951586, GL26972206, GL26994228, GL27000389, GL27026667, GL27050429, GL27150441, GL27150515, GL27163602, GL27163636, GL27185765, GL27192272, GL27221167, GL27225289, GL27253318, GL27260697, GL27275020, GL27275614, GL27342571, GL27444269, GL27453730, GL27507356, GL27508969, GL27568873, GL27573335, GL27582497, GL27582947, GL27654032, GL27671423, GL27723616, GL27736936, GL27747738, GL27748107, GL27761164, GL27910738, GL27940365, GL28035215, GL28051387, GL28128670, GL28187560, GL28187919, GL28201668, GL28226465, GL28260110, GL28275593, GL28281049, GL28301323, GL28485874, GL28494343, GL28536310, GL28547983, GL28562641, GL28563434, GL28583038, GL28583248, GL28684413, GL28770533, GL28778450, GL28778548, GL28824569, GL28832604, GL28833117, GL28834757, GL28835079, GL28836293, GL28849803, GL28866498, GL28878355, GL28932996, GL28934140, GL28941466, GL28951645, GL28968431, GL28995600, GL28996197, GL28999901, GL29730805, GL29942025, GL30283917, GL30302081, GL30328369, GL30339290, GL30382681, GL30619923, GL30643734, GL31002541, GL31134159.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Nadia
Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

করোনার সময় কোথায় ছিলেন? বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়েও শুনতে হল লকেটকে

দুরন্ত বার্তা, ভদ্রেশ্বর, ১৮ মার্চঃ করোনার সময় কোথায় ছিলেন? চটকলের শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের থেকে দেখা করতে এসে এই কথাই শুনতে হল হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। গত কয়েকদিন ধরেই হুগলির ভদ্রেশ্বরে শ্যামনগর চটকলে এক অচলাবস্থা চলছে। কাজ বন্ধ করে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জুট মিলের গেটের সামনে ধরনায় বসে পড়েন শ্রমিকরা। সেই শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে সোমবার জুট মিলের সামনে ধরনায় পৌঁছান হুগলির বিদায়ি সাংসদ তথা আসন্ন লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেখানে শ্রমিক পরিবারগুলির সমস্যা, তাঁদের কষ্টের কথা শুনছিলেন লকেট। সাংসদকে সামনে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এক প্রৌঢ়া। লকেটও তাঁকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। কিন্তু তাল কাটল এরপরই। পাশ থেকে এক মহিলা সরাসরি লকেটের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, করোনার সময় কোথায় ছিলেন? সামনে

দাঁড়িয়ে থাকা ওই মহিলা লকেটের উদ্দেশে বলেন, ''আগে ছয় মাসের উপরে মিল বন্ধ ছিল। তখন তো কেউ আসেননি। কোভিড চলে গেল। আপনারা কোথায় ছিলেন?'' সে কথা শুনে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। ওই মহিলাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তিনি কোভিডের সময়েও এলাকাবাসীর পাশে ছিলেন। বলেন, ''কোভিডের সময়েও আমি এসেছিলাম।'' আশপাশে থাকা অন্য কয়েকজন মহিলাও লকেটকে সমর্থন করেন। বলেন, ''হ্যাঁ, কোভিডের সময়েও উনি এসেছিলেন।'' আর এরপরই চারদিক থেকে 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান উঠতে থাকে। পরে সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় জানান, ''এই শ্রমিক পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। যাঁদের দিয়ে মিল চলে, সেই শ্রমিকরাই আজ রাস্তায় বসে রয়েছেন। আর তৃণমূলের নেতারা কোথায় রয়েছেন? তাঁরা সম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছেন। শ্রমিকদের জন্য আমরা সবসময় আছি, আগামীতেও থাকব।''

ভদ্রেশ্বরে নির্বাচন সামনে, কাজ হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে কয়েকশো শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ মার্চঃ বাংলা জুড়ে নির্বাচন আবহ। তার মধ্যেও কাজ হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে কয়েকশো শ্রমিক। শ্রমিক অসন্তোষের জেরে কাজ বন্ধ ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর জুট মিলের। পরিবার নিয়ে মিলগেটে ধর্নায় শ্রমিকরা। গত তিন দিন আগে লকেট চট্টোপাধ্যায় ভদ্রেশ্বর জুট মিল গেটে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। জুট মিলে শ্রমিকদের সঙ্গে অবিচার হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী সেদিন দাবি করেছিলেন মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে জুট মিল চালু রাখার জন্য। দাবি - দাওয়া নিয়ে আন্দোলন যা হোক না কেন, কাজ বন্ধ না রাখার জন্য শ্রমিকদের কাছেও আবেদন জানান তিনি। চার দিন বন্ধ থাকার পর গত শনিবার রবি দুদিন কাজ হয় মিলে। সোমবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয়। দেখা যায় মিলগেটে শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে ধর্নায় বসে যায়। শ্রমিকদের অভিযোগ, চুক্তি না মেনে শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে, নতুন মেশিনে বেশি করে কাজ করতে বলা হচ্ছে। পুরনো মেশিনের অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শ্রমিকরা কিন্তু নতুন মেশিনে কাজে তাদের সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি শ্রমিকদের। পাশাপাশি শ্রমিকদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে সেটা নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে তাদের। মিল কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। সামনেই দোল - হোলি, রমজান মাস চলছে ঈদ, পয়লা বৈশাখ, উৎসবের মরশুমে মিল বন্ধ থাকলে সমস্যায় পড়তে হবে শ্রমিকদের। যদিও সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি মিলের পক্ষ থেকে। অশান্তি এড়াতে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ মিলের গেটে মোতায়ন করা হয়েছে। তাঁত বিভাগের শ্রমিক বলেন, পুরনো মেশিনে আমাদের ১০ ফুটের মধ্যেই কাজ মিটে যাচ্ছিল নতুন মেশিনে ৮০ ফুট দৌড়াতে হয়। দৌড়ে দৌড়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করলে ভয় দেখানো হয়। চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম মালিকের সাথে কথা বলে জানাবেন বলেছিলেন, কিন্তু তা জানানো হয়নি পরের দিন মিটিং করে বলা হয় মিল চালু হয়ে গেছে।

খাদ্য দফতরের সাব-ইন্সপেক্টরের পরীক্ষা, লুকিয়ে মোবাইল নিয়ে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন ৫

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৮ মার্চঃ চাকরির পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষা হলে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকে হাতেনাতে গ্রেফতার হলেন পাঁচ পরীক্ষার্থী। পুরুলিয়া জেলা পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁদের। রাজ্যজুড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন ফুড সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের পরীক্ষা নিয়েছে ১৬ মার্চ ও ১৭ মার্চ। সেই পরীক্ষা চলাকালীই পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকার অভিযোগ উঠল। জেলার বাইরেরও বহু ছেলে-মেয়ে পুরুলিয়ায় পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। রবিবার ছিল পরীক্ষার শেষ দিন। পুরুলিয়া মফস্বল থানার ২টি স্কুল ও পুরুলিয়া শহরের ১টি স্কুল থেকে পরীক্ষা চলাকালীন ৫ জনকে ধরা হয়। সকলেই বেআইনিভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলেন বলে অভিযোগ। তালিকায় ৪ যুবকের সঙ্গে ১ যুবতীও ছিলেন। সকলেই পরীক্ষার্থী। ধৃতদের ৪ জনের বাড়ি নদিয়ায়। ১ জন মালদহের হবিবপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, এক পরীক্ষার্থীর জুতোয় লুকানো ছিল মোবাইল ফোন। সেটিও উদ্ধার করা হয়। এদিন জেলা আদালতে তোলা হয় তাঁদের। এই ঘটনাকে সামনে রেখে রাজনীতির রং লাগতে শুরু করেছে। পুরুলিয়ার বিজেপি জেলা সভাপতি বিবেক রাঙা বলেন, এটা বিরাট চক্র। শুধু পরীক্ষার্থীরাই নয়, এ চক্রে বাইরের আরও মাথা আছে। কীভাবে গোটা প্রক্রিয়াটা হবে তার পরিকল্পনা করেছে বাইরে থেকে। কী অবস্থা এ রাজ্যের, এই ঘটনাগুলি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূলের শান্তিরাম মাহাতো বলেন, বিরোধীদের কাজ রাজনীতি করা, তাই করছে। রাজ্য সরকার চাকরি দেওয়ার জন্য তৎপরতার সঙ্গে উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে পরীক্ষা স্বচ্ছ হতে পারে, তাই তো হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যোগ্যতার নিরিখে চাকরিটাই আমাদের কাছে শেষ কথা। প্রশাসনও সবসময় সেদিকেই নজর রাখে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL18505169, GL18514365, GL18844121, GL19494466, GL19597533, GL19604820, GL19620146, GL19633419, GL19644893, GL19647288, GL19650954, GL19691612, GL19708754, GL19740801, GL19747432, GL19840410, GL19864870, GL19935749, GL20919033, GL20929943, GL20973522, GL21780079, GL21886591, GL21957135, GL22105587, GL22279874, GL22388594, GL22592880, GL22640736, GL22667039, GL22738856, GL22806301, GL22812853, GL22842198, GL22942834, GL23106904, GL23137002, GL23249867, GL23488997, GL23492884, GL23526382, GL23572692, GL23651999, GL23799936, GL23983511, GL23989504, GL24060817, GL24085665, GL24168759, GL24177793, GL24184072, GL24300444, GL24336580, GL24349922, GL24364987, GL24370382, GL24379586, GL24388958, GL24401506, GL24407624, GL24502163, GL24512828, GL24581470, GL24582454, GL24588451, GL24592555, GL24617964, GL24620036, GL24622617, GL24626146, GL24627809, GL24629965, GL24695225, GL24709723, GL24713786, GL24722676, GL24723089, GL24735720, GL24735821, GL24750348, GL24758019, GL24762663, GL24774637, GL24775461, GL24776367, GL24782367, GL24785389, GL24797354, GL24797981, GL24801375, GL24801616, GL24801956, GL24811543, GL24816614, GL24822072, GL24883778, GL25034572, GL25290734, GL25295958, GL25335149, GL25361259, GL25471971, GL25491290, GL25617518, GL25623996, GL25640765, GL25649298, GL25655508, GL25790804, GL25817326, GL25845330, GL25897940, GL25924923, GL25989122, GL26024065, GL26063757, GL26074657, GL26102466, GL26134738, GL26137762, GL26138099, GL26239500, GL26266283, GL26413365, GL26418495, GL26485418, GL26537856, GL26544596, GL26634969, GL26635054, GL26644271, GL26645120, GL26654764, GL26666219, GL26668416, GL26678858, GL26686104, GL26687790, GL26769457, GL26800558, GL26834010, GL26842629, GL26873641, GL26873910, GL26981792, GL27114207, GL27119471, GL27137167, GL27143962, GL27167083, GL27209510, GL27220950, GL27258890, GL27276008, GL27285250, GL27285656, GL27563787, GL27604812, GL27613398, GL27660380, GL27737066, GL27787470, GL27814624, GL27832198, GL27894117, GL27936775, GL27943518, GL27960648, GL27970536, GL27972234, GL27972824, GL27973346, GL27976981, GL27988290, GL27991778, GL28002233, GL28003027, GL28027947, GL28080591, GL28080924, GL28146224, GL28150608, GL28173492, GL28180409, GL28270405, GL28305535, GL28312724, GL28316556, GL28327506, GL28438585, GL28439588, GL28439925, GL28441207, GL28446356, GL28454703, GL28484709, GL28493775, GL28500242, GL28531747, GL28555628, GL28598967, GL28599878, GL28713034, GL28751137, GL28772156, GL28830005, GL28834118, GL28838895, GL28841183, GL28853987, GL28921472, GL28923232, GL28944720, GL28965395, GL29014632, GL29082100, GL29193173, GL29214342, GL29323103, GL29437697, GL29827342, GL30128343, GL30129389, GL30564620, GL30576945, GL30672753, GL18532839, GL19248346, GL19452603, [illegible] GL28650346, GL28655890, GL28656599, GL28663110, GL28663182, GL28701535, GL28725757, GL28737155, GL28755575, GL28758085, GL28773093, GL28773978, GL28786950, GL28787955, GL28800808, GL28822282, GL28827157, GL28837904, GL28838525, GL28852327, GL28882264, GL28889572, GL28890445, GL28897155, GL28916451, GL28933565, GL28951826, GL28958857, GL28968920, GL28976814, GL29163023, GL30558069, GL30956035, GL31086686, GL31181285, GL19918235, GL21283150, GL23114528, GL23199004, GL24014954, GL24081357, GL24113500, GL24126598, GL24205205, GL24215636, GL24499932, GL24508792, GL24732976, GL24734062, GL24790270, GL24803060, GL24808886, GL24821525, GL25229514, GL25248772, GL26019366, GL26039528, GL26102412, GL26113822, GL26237685, GL26555832, GL26574398, GL26671739, GL26679578, GL26881478, GL26983734, GL27000390, GL27296883, GL27297891, GL27300459, GL27802491, GL27818888, GL27829546, GL28144748, GL28150051, GL28197286, GL28204861, GL28418766, GL28448493, GL28462760, GL28692117, GL28717673, GL28967792, GL29728706, GL30465314, GL31339006, GL18800356, GL19381379, GL19617940, GL22112296, GL22481342, GL22584697, GL22642187, GL22642514, GL22903462, GL23235504, GL23245589, GL23304362, GL23500757, GL23589784, GL23718261, GL24256975, GL24268465, GL24356299, GL24370012, GL24557448, GL24571236, GL24573665, GL24588785, GL24596911, GL24608159, GL24621285, GL24626934, GL24632116, GL24646564, GL24665292, GL24671753, GL24706479, GL24716743, GL24787567, GL24802466, GL24819110, GL24819840, GL24865220, GL24988236, GL25018603, GL25264702, GL25281460, GL25756812, GL25777131, GL25956827, GL26084954, GL26113824, GL26266335, GL26318392, GL26336750, GL26435672, GL26455360, GL26489220, GL26512560, GL27095427, GL27512006, GL27522600, GL27948790, GL27961824, GL28060328, GL28082718, GL28251957, GL28271839, GL28284415, GL28305826, GL28379497, GL28402723, GL28412157, GL28429365, GL28544202, GL28572874, GL28600175, GL28603174, GL28623974, GL28640960, GL28752900, GL28755299, GL28799370, GL28801602, GL28826687, GL28842396, GL28912791, GL28926457, GL28957007, GL28976333, GL29335784, GL29388021, GL30468048, GL30520377, GL30557242, GL30608101, GL30723696, GL30980730, GL18315998, GL19812095, GL20426602, GL20429683, GL22227887, GL22551146, GL22933539, GL23096486, GL23356563, GL23531778, GL23661735, GL23852358, GL24398075, GL24404956, GL24625053, GL25144717, GL25165669, GL25322719, GL25362454, GL25381486, GL25445432, GL25537156, GL25691316, GL25765852, GL25766179, GL25766667, GL25788377, GL25952096, GL26014958, GL26031439, GL26151026, GL26288715, GL26353745, GL26363588, GL26376250, GL26853840, GL26858024, GL26869151, GL26935184, GL26943429, GL27492849, GL27522524, GL28004890, GL28009792, GL28097420, GL28098720, GL28268681, GL28288318, GL28294084, GL28331926, GL28632210, GL28639639, GL28654107, GL28680654, GL28687020, GL28701350, GL28706139, GL28722120, GL28725692, GL28747822, GL28801758, GL28810772, GL28810873, GL28815480, GL28946204, GL29026506, GL19645234, GL19646437, GL19673577, GL21269517, GL21318219, GL21539960, GL21546517, GL22723308, GL22816967, GL22819251, GL23092124, GL23115312, GL23145474, GL23197429, GL23470585, GL23494363, GL23869767, GL24032838, GL24389280, GL24403745, GL24411540, GL24472054, GL24476531, GL24487439, GL24494792, GL24760853, GL24775953, GL24811773, GL24822126, GL25926901, GL26121271, GL26156548, GL26325331, GL26337592, GL26501057, GL26595791, GL26610257, GL26807503, GL26839358, GL27388108, GL27389076, GL27408418, GL27444660, GL28011093, GL28167064, GL28232885, GL28574869, GL28581243, GL28628832, GL28638083, GL28704764, GL28727408, GL28738881, GL28769120, GL28769898, GL28787164, GL28799720, GL28810084, GL28884674, GL28885256, GL28970198, GL30224776, GL30235738, GL30672450, GL30708534, GL30881449, GL31164554, GL31284202, GL31544907.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: Bardhaman

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম **https:egold.auctiontiger.net** -এর মাধ্যমে **21.03.2024 সকাল 10:00**-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL18869089, GL19518049, GL19616822, GL19654593, GL19699574, GL19736882, GL20028221, GL20048520, GL20407796, GL21178293, GL21247760, GL21383734, GL21427328, GL22140923, GL22401940, GL22663508, GL22718572, GL22720292, GL22737386, GL22832721, GL22849609, GL22903191, GL23026572, GL23053308, GL23176314, GL23298410, GL23408483, GL23447013, GL23501892, GL23579060, GL23740017, GL23882138, GL23892593, GL24011499, GL24032812, GL24035345, GL24078468, GL24176398, GL24187761, GL24201237, GL24274342, GL24289086, GL24336602, GL24464834, GL24477391, GL24498454, GL24511130, GL24524134, GL24528999, GL24533888, GL24549876, GL24593514, GL24618628, GL24630184, GL24631655, GL24646278, GL24658946, GL24666102, GL24668722, GL24672177, GL24698317, GL24700952, GL24714882, GL24715525, GL24723495, GL24735861, GL24761473, GL24771026, GL24772231, GL24776087, GL24778427, GL24785941, GL24790164, GL24791373, GL24791596, GL24797525, GL24801476, GL24802077, GL24803037, GL24803295, GL24803340, GL24895765, GL24897312, GL25202043, GL25242079, GL25251791, GL25255899, GL25341776, GL25342341, GL25343012, GL25356597, GL25865569, GL25927037, GL25940771, GL25992173, GL26074999, GL26185212, GL26185498, GL26196796, GL26197921, GL26448846, GL26450098, GL26521181, GL26545627, GL26666754, GL26680169, GL26746717, GL26763135, GL26805523, GL26828300, GL26854636, GL26868580, GL26924387, GL26944849, GL26983702, GL26997867, GL27004471, GL27022831, GL27040439, GL27050283, GL27078499, GL27152311, GL27163896, GL27166302, GL27168401, GL27203563, GL27220239, GL27261240, GL27268460, GL27275221, GL27275818, GL27282207, GL27300666, GL27302988, GL27372641, GL27393933, GL27398905, GL27405174, GL27406993, GL27410230, GL27415102, GL27423854, GL27424612, GL27424943, GL27429466, GL27472225, GL27485478, GL27510894, GL27523365, GL27543076, GL27552038, GL27556524, GL27587352, GL27616179, GL27627788, GL27628613, GL27642402, GL27643345, GL27646691, GL27646848, GL27661575, GL27676813, GL27749943, GL27754350, GL27756678, GL27759607, GL27776307, GL27776547, GL27779993, GL27779999, GL27903809, GL27911880, GL27917924, GL27935038, GL27935041, GL27938897, GL27943939, GL27946899, GL27958733, GL27965473, GL27965729, GL27965752, GL27965769, GL27985423, GL27998124, GL28009874, GL28009934, GL28090992, GL28090995, GL28124414, GL28131415, GL28195650, GL28212124, GL28296226, GL28317188, GL28318908, GL28320519, GL28325920, GL28336457, GL28342007, GL28344893, GL28351408, GL28352913, GL28354401, GL28421885, GL28452244, GL28468869, GL28483328, GL28493421, GL28532424, GL28603376, GL28609746, GL28622649, GL28640578, GL28652727, GL28654823, GL28663425, GL28686084, GL28687931, GL28739167, GL28747330, GL28752834, GL28752866, GL28778783, GL28801813, GL28812189, GL28815470, GL28832687, GL28835566, GL28849979, GL28860250, GL28861714, GL28866552, GL28892950, GL28911165, GL28919291, GL28925959, GL28957062, GL28990095, GL29392743, GL29395082, GL29465453, GL29512608, GL29555588, GL29653856, GL29939895, GL30035184, GL30516978, GL30517590, GL30534294, GL30552433, GL30559086, GL19864139, GL21077320, GL21093319, GL21249551, GL21253782, GL21657495, GL21721138, GL22156654, GL22224564, GL22562872, GL22598847, GL22642444, GL23030130, GL23220583, GL23563065, GL23619073, GL23904967, GL24211730, GL24284359, GL24286268, GL24422142, GL24439360, GL24533645, GL24549739, GL24573848, GL24575573, GL24588900, GL24590084, GL24624341, GL24628817, GL24725715, GL24736324, GL24741357, GL24756103, GL24773248, GL24775470, GL25285947, GL25920453, GL26185120, GL26213144, GL26358241, GL26554019, GL26575205, GL26748897, GL26762814, GL27006757, GL27022249, GL27213518, GL27220994, GL28096433, GL28388435, GL28405632, GL28542708, GL28567722, GL28584433, GL28648608, GL28669323, GL28717643, GL28797939, GL28828259, GL28859108, [illegible] GL28686094, GL28710650, GL28724437, GL28795314, GL28816655, GL28909033, GL28937505, GL29420209, GL30407991, GL30494121, GL30994539, GL16917472, GL18202685, GL19597535, GL19598735, GL19601116, GL19631987, GL19700266, GL19738436, GL19738948, GL19746465, GL20080520, GL20319127, GL20936721, GL20976187, GL21259160, GL21277607, GL21388843, GL21958200, GL22440832, GL22620237, GL22975218, GL23166550, GL23271686, GL23495980, GL23935540, GL24093058, GL24105278, GL24334024, GL24347975, GL24375702, GL24387660, GL24498845, GL24500601, GL24511402, GL24523352, GL24528510, GL24594333, GL24602167, GL24607087, GL24609722, GL24614455, GL24617938, GL24628759, GL24629972, GL24656003, GL24672893, GL24682139, GL24701903, GL24715731, GL24772418, GL24778466, GL24785698, GL24785961, GL24802032, GL24802068, GL25001027, GL25010851, GL25701959, GL26019704, GL26026198, GL26049223, GL26074806, GL26080325, GL26081292, GL26128203, GL26157443, GL26243639, GL26289360, GL26371435, GL26397666, GL26553161, GL26659923, GL26680091, GL26719141, GL26735000, GL26773169, GL26777846, GL26798044, GL26839455, GL26874649, GL26975425, GL27063245, GL27130926, GL27397955, GL27411065, GL27424055, GL27454823, GL27722300, GL27764841, GL27801509, GL28066914, GL28155362, GL28653503, GL28656263, GL28656811, GL28687576, GL28717480, GL28742412, GL28755402, GL28755598, GL28766484, GL28773123, GL28787952, GL28789574, GL28799628, GL28806535, GL28821671, GL28821707, GL28847635, GL28865949, GL28906240, GL28924603, GL28959310, GL28973360, GL28988784, GL29112146, GL29113052, GL29357016, GL29949426, GL29953594, GL30015623, GL30221900, GL30223266, GL30295478, GL30568506, GL30618980, GL30703761, GL31060058, GL31760643, GL32458284, GL24901199, GL27944755, GL27960937, GL28507998, GL28525200, GL28651800, GL28670072, GL28829108, GL27861625, GL28306478, GL26876559, GL27454741, GL28262347, GL28588348, GL28600907, GL28889660, GL28907721, GL32395174, GL32412798, GL33422536, GL24568053, GL24616823, GL24660798, GL24770510, GL25526051, GL26234306, GL26714034, GL26743893, GL26985077, GL27000166, GL27166268, GL27543861, GL27552685, GL28104372, GL28116309, GL28127300, GL28674133, GL26786016, GL26799887, GL26940401, GL26945376, GL27375979, GL27392587, GL25377411, GL25542766, GL25647879, GL26272795, GL26345069, GL26362821, GL26603758, GL26775053, GL26796236, GL27804761, GL27832332, GL27846428, GL27868849, GL28023285, GL28043774, GL28051533, GL28258286, GL28275118, GL28542195, GL28591880, GL28649902, GL28669621, GL28767737, GL28796099, GL28816827, GL28856001, GL28861206.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: South 24 Parganas

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

ফ্যাশন ও ফিটনেস

বাচ্চাদের কী কী মানসিক সমস্যা হতে পারে? আপনার সন্তানের মনের খবর রাখছেন তো

আপনার সন্তান কি হঠাৎ খুব অমনোযোগী হয়ে উঠেছে? স্কুলের কাজ সময় মতো শেষ করতে পারছে না? খেলাধুলাতেও ওর মন নেই? হতেই পারে পড়াশোনা বা খেলাধুলোয় আরও ভাল করার চাপে সে মনোসংযোগ হারিয়ে ফেলছে। মন ভাল নেই-এ কথা বলে বাচ্চারাও। তাদের আচরণেও বদল আসে। কিন্তু বড়রা অনেকসময়েই দুষ্টুমি ভেবে তা এড়িয়ে যান। ফলে পরবর্তী সময়ে গিয়ে নানারকম মানসিক সমস্যা চাগাড় দিয়ে ওঠে। তখন মনোবিদের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। মনোবিদেরা বলছেন, আগে ডিপ্রেশন, মেন্টাল স্ট্রেস এইসব ভারী শব্দগুলোর সঙ্গে মানুষ অতটা পরিচিত ছিল না। কিন্তু ইদানীংকালে ছোট বাচ্চাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার কারণ অনেক-**কী কী কারণে মনের চাপ বাড়ছে বাচ্চাদেরও?**

১) এখনকার সময়ে প্রতিযোগিতা অনেক বেড়ে গেছে, স্কুলে ও বাড়িতে সমানতালেই চাপ বাড়ছে বাচ্চাদের। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্ট্রেস। ২) আগে বাচ্চারা অনেক বেশি খেলাধূলা করত, কিন্তু এখন স্কুলের বাইরে একস্ট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এতটাই বেশি করতে হয় যে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, খেলাধূলার সময় নেই। ফলে বাচ্চাদের মধ্যেও একাকীত্ব বাড়ছে। ৩) এখন বাচ্চারা অনেক বেশি ডিজিটাল মাধ্যমে অভ্যস্ত। সারাদিন ল্যাপটপ, মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকায় প্রাপ্তবয়স্কদের অনেক ব্যাপার তাদের নখদর্পনে। ফলে কম বয়স থেকেই এমন অনেক বিষয় জেনে যাচ্ছে বাচ্চারা যা তাদের জানার কথাই নয়। ৪) খাদ্যাভ্যাসেও বদল আসছে। যখন তখন খাওয়া, অপুষ্টিকর খাবার খাওয়ার ঝোঁকে ওজন বাড়ছে বাচ্চাদের। ফলে তাদের শরীরের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনের পুষ্টিতেও খামতি থেকে যাচ্ছে।

সমীক্ষা বলছে, পাঁচ থেকে বারো বছরের বাচ্চাদের মানসিক সমস্যা আগের চেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। এই বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে ওসিডি, ডিপ্রেশন, প্যানিক অ্যাটাক, বাইপোলার ডিজঅর্ডারের সমস্যা দেখা দিতে পারে নানা কারণে। স্কুলে হয়তো হেনস্থার শিকার হচ্ছে, বাড়ির পরিবেশ সুস্থ নয়, মা-বাবার মধ্যে সমস্যা, অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া ইত্যাদি। তবে মানসিক সমস্যার পিছনে সব সময়ে যে সুনির্দিষ্ট কারণ থাকবে, এমনটা না-ও হতে পারে। বাড়ি, স্কুলে কোথাও কোনও সমস্যা নেই, তা-ও বাচ্চার মনখারাপ, এমনটাও হতে পারে। মানসিক রোগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। কমন মেন্টল ডিজঅর্ডার, সিরিয়াস মেন্টাল ডিজঅর্ডার। বাইপোলার ডিজঅর্ডার বা স্কিজোফ্রেনিয়া গুরুতর সমস্যা। এ সব ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং, থেরাপি, ওষুধ সবেরই প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যার গভীরতা এবং কারণ বুঝে চিকিৎসা পদ্ধতি স্থির করতে হবে। তবে তার আগে বাচ্চাদের মন ভাল রাখার দায়িত্ব অভিভাবকদেরই নিতে হবে। মানসিকতা, সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে উৎসাহ এবং স্ট্রেস কাটাতে সন্তানকে সাহায্য করতে হবে। মা-বাবাকে সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে। ওর সঙ্গে খেলাধুলো করুন, ছবি আঁকুন। সাধারণত ছোটরা এই কাজগুলোর মধ্য দিয়েই নিজের মনের ভাব ফুটিয়ে তোলে। কোনও নেতিবাচক মন্তব্য, খারাপ কথা, অশালীন অঙ্গভঙ্গি বাচ্চাদের সামনে না করাই ভাল। বাচ্চারা সবটাই চট করে শিখে নেয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা থাকলে বাচ্চার সামনে কখনও ঝগড়া-অশান্তি করবেন না। পরিবারের কোনও ঝামেলা বাচ্চাকে বুঝতেই দেবেন না। এটা ওদের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে।

ধুতির ধাক্কায় কুপোকাত পুরুষ প্রজন্ম

যোধপুরি নয়, বাঙালি ঘরানার রেডিমেড ধুতিতে মন মজেছে

বিশেষ প্রতিনিধি

আমার বাবা খুব সৌখিন ছিলেন। রোজ অফিস যাওয়ার সময় সরু কালো পা। একশো কাউন্ট মিহি সুতোয় বোনা তাঁতের ধবধবে ধুতি পরতেন মালকোঁচা দিয়ে। সঙ্গে দুধ সাদা আদ্দির পাঞ্জাবিতে বাবাকে মানাতো চমৎকার। আর আমার মামার বাড়ি যাওয়ার সময় বা আমাদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় বাবার কাপ্তেনি আরও বেড়ে যেত। একটু চওড়া কালো স্যাটিন পাড় কোঁচানো ধুতির সঙ্গে পরতেন হাতে গিলে করা ফুরফুরে আদ্দির পাঞ্জাবি। কোঁচার চুনট কখনও লুটিয়ে থাকত মাটিতে, আবার কখনও কোঁচাটা বেশ স্টাইল করে পকেটে ঢুকিয়ে নিতেন বাবা। দেখতে খুব সুন্দর ছিল তো, বেশ জমিদার জমিদার দেখাতো বাবাকে।

● বনেদিবাড়ির কর্তারা ধুতি কিনতেন গাঁটরি দরে

শুধু আমার বাবা নয়, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে বাঙালি পুরুষদের পোশাক ছিল ধুতি পাঞ্জাবি। তাঁতের নানা রকম কোয়ালিটির ধুতি বুনতেন তাঁতশিল্পীরা। শৌখিন মানুষরা একশো কাউন্ট মিহি সুতোয় বোনা ধুতি পরলেও বেশির ভাগই সত্তর আশি কাউন্টের একটু মোটা সুতোর টেঁকসই ধুতি পরতেন। কথা হচ্ছিল মধ্য কলকাতার নামী তাঁতের প্রতিষ্ঠান 'ডালিয়া'র কর্ণধার বর্ষীয়ান ব্যবসায়ী অলোক দত্তর সঙ্গে। অলোকবাবু জানালেন, 'সেই সময় বনেদি পরিবারের কর্তামশাই আসতেন জুড়িগাড়ি চড়ে। পরিবারের সবার জন্য ধুতি কিনতেন এক সঙ্গে। এমনকী বাড়ির পুরুতমশাই, রান্নার ঠাকুর, কর্মচারিদের জন্যও ধুতি কেনা হতো গাঁটরি দরে। পরে জুড়িগাড়ি বদলে মোটরগাড়ি এল। কিন্তু ট্র্যাডিশন বদলায়নি বছর পঁচিশ আগে অবদিও। কলকাতার বনেদি পরিবারের কর্তারা পুজোপার্বণে দোকানে এসে একসঙ্গে অনেক রকম ধুতি কিনতেন। সেই ট্র্যাডিশন না থাকলেও ধুতির বাজার কিন্তু আজও যথেষ্ট ভাল। শুধু ধুতির ধরনটা বদলে গেছে।'

● কেমন ছিল ধুতির ধরন?

তাঁত ব্যবসায়ী অলোক দত্ত জানালেন সেকালের ধুতি বৃত্তান্ত। সেই সময় ছেলেরা তাঁতের ধোয়া ধুতি পরতেন। একেবারে দুধ সাদা ধুতিতে থাকত সরু পাড়। রোজের পরার জন্য কালো, খয়েরি,সবুজ আর ঘন নীল ঢালা পাড় পছন্দ করতেন ছেলেরা। উৎসব অনুষ্ঠানে পরার জন্য রেশমের সূক্ষ্ম কাজের পাড়, একটু চওড়া স্যাটিন পাড়ের ধুতি পরতেন পুরুষরা। শৌখিনদের জন্য তাঁতিরা তৈরি করতেন তিন চার রঙের সুতোয় বোনা রকম পাড়। দু'দিকে কালো মাঝে সরু লাল সুতোয় বোনা ধুতির পাড়ের নাম ছিল সিঁথেয় সিঁদুর পাড়। বিয়ের দিনে পরার জন্য ছিল সরু জরি পাড় ধুতি। অনেক সময় তার ওপর মুগা সুতোর ছোট্ট চুড়ি ধাক্কা থাকত। সাদা জমিনের ধুতিতে সাদা জল চুড়ি ধাক্কার নাম ছিল বাবু ধাক্কা। এরপর কোরা ধুতির চলন এল। একটু চওড়া পাড়ের ওপর ছ'ইঞ্চি, আট ইঞ্চি, বারো ইঞ্চি জরি রেশমের ধাক্কা দেওয়া ধুতি ছেলেদের মন জয় করে নিল। এরপর এল তাঁতের রঙিন ধুতি। মেরুন, কালো, নেভি ব্লু , বটল গ্রিন যার যেমন পছন্দ তেমনই পেয়ে যেতেন। আজও এই ধুতির চাহিদা রয়েছে।

● উত্তমকুমারের জন্য প্রথম তৈরি হয়েছিল ডিজাইনার ধুতি

বসার ঘরের ডিভানে আয়েস করে বসে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন উত্তমকুমার। ময়ূরের পেখমের মতো ছড়িয়ে রয়েছে নানান রঙে বোনা বিশাল ধাক্কা পাড় ধুতির কোঁচা। ছবিটা ছাপা হয়েছিল নামী ফিল্মি পত্রিকার পুজো ফ্যাশনে। তখনও এত চওড়া ধাক্কা দেওয়া ধুতি বাজারে আসেনি। ধুতির ডিজাইন করেছিলেন শিল্পী গোষ্ঠকুমার।

উত্তমকুমারকে এই ধুতি পরানোর পেছনের গল্পটা শুনেছিলাম স্বয়ং শিল্পীর মুখেই। রোজ মিন্টো পার্কে মর্নিং ওয়াকে যেতেন মহানায়ক। গোষ্ঠবাবু জানতেন সকাল বেলা খুব ভাল মেজাজে থাকেন উত্তমবাবু। তাই তাঁর ডিজাইনে তৈরি ধুতি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মিন্টো পার্কে। মর্নিং ওয়াক শেষ, উত্তমকুমার বেরতে যাচ্ছেন, সেইসময় গোষ্ঠ কুমার হাজির হয়েছিলেন মহানায়কের সামনে। মেলে ধরেছিলেন সেই নতুন ধরনের ধুতি। উত্তম কুমার স্মিত হেসে বলেছিলেন, 'আপনি শিল্পী মানুষ,আপনার যখন মনে হয়েছে এই রংচঙে ধাক্কা পা। ধুতিতে আমাকে ভাল দেখাবে তখন নিশ্চয়ই পরব।' রাসেল স্ট্রিটের 'আনন্দ'তে গোষ্ঠকুমারের ডিজাইনে তৈরি এই ধুতি বিক্রি হতো। এই ভাবেই শুরু হয়েছিল ধুতির ডিজাইনার যাত্রা।

● শাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ধুতির কারুকাজ

রোজের পোশাক হিসেবে ধুতির গ্রহণযোগ্যতা কমেছে বহু বছর আগেই। কিন্তু অকেশন ওয়্যার হিসেবে ধুতির কদর বেড়েছে, বেড়েই চলেছে। কারণ আর কিছুই নয়, ডিজাইনাররা বাঙালির এই আপন পোশাকটিকে যত্ন করে সাজাচ্ছেন। ধুতি সাজাতে ভালবাসেন ডিজাইনার সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'সেরেনিটি বাই সৈকত' স্টোরে তিন ধরনের ধুতি সব সময় থাকে -ব্লকপ্রিন্টেড, হ্যান্ড বাটিক ও শান্তিনিকেতনি স্টাইলে নকশি কাঁথাকাজ করা ধুতি। 'বাটিক, কাঁথা হোক বা প্রিন্ট বিশেষ করে ধুতির ক্ষেত্রে কারুকাজের প্লেসমেন্টটাই আসল' বললেন সৈকত। ধুতির ডিজাইনে সামনের 'কোঁচা' আর পেছনের 'কাছা' হাইলাইট করতে পছন্দ করেন সৈকত। আবার কোনও ক্ষেত্রে অলওভার হালকা প্রিন্ট করে শুধু বর্ডারটা হাইলাইট করলেও ভাল লাগে। তবে ধুতি ডিজাইনার হলে পাঞ্জাবিতে জবরজং কাজ না হলেই ভাল। সব থেকে ভাল হয় যদি কন্ট্রাস্ট রঙের কটন-সিল্ক বা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি পরা যায়। নাহলে ধুতির সঙ্গে ম্যাচ করে হালকা কাজ বা শুধু পিঠে কাজ করা পাঞ্জাবি পরলে ভাল দেখাবে এমনই মত ডিজাইনারের।

প্রায় একই কথা বললেন ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসু। সম্প্রতি মুম্বইয়ে একটি ফ্যাশন শোয়ে তাঁর 'রাইকিশোরী কালেকশন'-এর একেবারে বাঙালি ঘরানার ধুতি ও ফিউশন পুরুষ পোশাক র‍্যাম্পে ঝড় তুলেছে বলে জানা গেল। কটন-সিল্ক আর সফট কটন মেটিরিয়ালে ধুতি তৈরি করেন ডিজাইনার। প্রিন্টে আলপনার আদল, ওরলি নকশা, বাংলার ট্র্যাডিশনাল মোটিফ ব্যবহার করা হয়। কালারফুল ধুতির সঙ্গে ওপরের পোশাক (পাঞ্জাবি হোক বা শার্ট) একটু হালকা হলে ধুতিটা হাইলাইটেড হয়।

● রেডি টু ওয়্যার ধুতিতে নানান কাট, নানান ডিজাইন

আঠাশ বছর আগে প্রথম বড়দের জন্য রেডিমেড ধুতি তৈরি করেছিলেন যে মানুষটি তিনি ডিজাইনরদের ভিড়ে অন্তরালেই থেকে গেছেন, তিনি তপন দাস। তাঁর 'শ্রীগোপাল পাঞ্জাবি মহল' থেকে ধুতি পাঞ্জাবি কেনেন তাবড় নেতা থেকে অভিনেতা। ধুতি নিয়ে কথা হচ্ছিল তপনের সঙ্গে। তপন জানালেন, 'ধুতি পরার ভয়ে ছেলেরা ধুতির থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। তখনই আমার মাথায় এটা এসেছিল। ছোটদের অন্নপ্রাশনের রেডিমেড ধুতি তো করতামই। একবার সরস্বতী পুজোর আগে মনে হল বড় ছেলেদের জন্য রেডিমেড ধুতি করে দেখি। করলাম। একটা কাগজের ফ্যাশনের পাতায় সেই ছবি বেরল। পরেছিলেন একজন নামী অভিনেতা। ব্যস সেই শুরু। আর থামতে হয়নি।

প্রথম ধাক্কা পাড় তাঁতের ধুতিতে করেছিলাম। তারপর ধুতির মেটিরিয়াল নিয়ে, কাট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলতেই থাকল। এরপর দেখলাম অনেকেই রেডিমেড ধুতি তৈরি করছেন। ছেলেরাও ভালবেসে আবার ধুতি পরছেন। এখানেই আমার জয়। 'তপন খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনে ধুতি তৈরি করেন। কোনওটা একেবারে বাংলার জমিদারের মতো কোঁচার চুনট ছড়ানো, কোনওটা মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতির মতো, আবার কোনওটা যোধপুরি স্টাইলে যেন রাজারাজড়াদের পোশাক। তবে বাঙালি ঘরানায় কোঁচানো ধুতি সবথেকে বেশি পছন্দ করছেন ছেলেরা। কারণ পাঞ্জাবির সঙ্গে এই ধুতিই মানায়।

উৎসব অনুষ্ঠানে, পুজোপার্বণে, বিয়েবাড়ির সাজে আজকের ছেলেরা ধুতি ছাড়া অন্য পোশাকের কথা ভাবছেন না। ইয়াং জেনারেশন ধুতিকে আদর করছেন, আপন করে নিচ্ছেন। দেখে বোঝাই যাচ্ছে ফ্যাশন দুনিয়ায় তার চেয়ার পাক্কা।

তৃণমূল প্রার্থীর প্রকাশ্য মঞ্চের একটি বক্তব্য ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ মার্চঃ হাওড়ায় তৃণমূল প্রার্থীর প্রকাশ্য মঞ্চের একটি বক্তব্য ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। সম্প্রতি একটি বসন্ত উৎসবে গিয়ে প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন বিধায়ক কন্যাকে ভবিষ্যতে প্রথমে কাউন্সিলর এবং পরে এমএলএ হওয়ার কথা বলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন। প্রসূন বলেন, 'কাউন্সিলর দিয়ে শুরু হয়ে ও এমএলএ হবে। ঈশ্বর আছেন।'আর এই নিয়েই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন উত্তর হাওড়ার বর্তমান বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তাঁর দাবি, অর্জুন পুরস্কার বুঝি না, দল বাঁশ বা খুঁটিকেও

যদি দাঁড় করায় তাকেই জেতাব। ভোটের সময় কাউকে খুশি করতে গিয়ে উনি (প্রসূন) আসলে দলের কর্মীদের মনোবল নষ্ট করছেন বলে এদিন দাবি করেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। গৌতম চৌধুরী এদিন সাংবাদিকদের বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে হাওড়ার মানুষ ভোট দেয়। কে অর্জুন পুরস্কার কে অন্য পুরস্কার হাওড়ার মানুষের কাছে এটা কোনও বড় ফ্যাক্টর নয়। ফ্যাক্টর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য জিতি। নির্বাচন চলাকালীন প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে কাউকে পছন্দ করতেই পারেন। কিন্তু ইলেকশন প্রক্রিয়ায় কাউকে খুশি করার জন্য, ব্যক্তিগত ভালবাসার জন্য কাউকে কাউন্সিলর করে দেওয়া, কাউকে বিধায়ক করে দেওয়া এটা দলের নিয়ম নয়। প্রার্থী জেতার পরে কাউন্সিলর বা বিধায়ক পদের জন্য কারও নাম প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। একটা খুঁটি দাঁড় করিয়ে তার পিছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকলে আমরা নির্বাচন জিতিয়ে দেব। বিধায়ক বা কাউন্সিলর হিসেবে কারও নাম উনি প্রস্তাব করতেই পারেন কিন্তু প্রকাশ্য মঞ্চে কাউকে ১০ শতাংশ খুশি করতে গিয়ে ৯০ শতাংশ দলীয় কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এই জিনিসটা করা ঠিক নয়।'

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন পর্ব সম্পূর্ণ ভাবে হিংসামুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে কমিশন

কলকাতা, ১৮ মার্চঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন পর্ব সম্পূর্ণ ভাবে হিংসামুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে নির্বাচন কমিশন। এজন্য কমিশনের তরফে রাজ্য প্রশাসনকে একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর সামগ্রিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ, রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারক ও রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। সেই বৈঠকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকর করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। ভোটে হিংসা কমাতে অতীতে হওয়া লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে যাদের বিরুদ্ধে বুথ দখল, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ এসেছে থানায় তাদের। তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখনও বকেয়া থাকা জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা দ্রুত কার্যকর করতে বলা হয়েছে । বিগত নির্বাচন চলাকালীন যাদের বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তা কমিশনের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে লাগাতার অভিযান চালিয়ে যেতেও নির্বাচন কমিশন প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের নিয়মিত আইন শৃঙ্খলা পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে।

গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে জলছত্র পরিষেবা দিতে এসে মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ মার্চ ঃ নদীয়ার চাকদহ থেকে এসেছিল ২০ জনের দল । তারকেশ্বরের গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে জলছত্র পরিষেবা দিতে এসে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গুরের নসিবপুরে। মৃত যুবকের নাম সুমন দাস। স্থানীয় একটি পুকুরে ডুবে মারা যান তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, গাজন উপলক্ষ্যে এই সময় বহু পুণ্যার্থী আসেন তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে। সেই পুণ্যার্থীদের সেবা করতে বহু মানুষ আসেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সেরকমভাবেই চাকদহ থেকে এসেছিল ২০ জনের

একটি দল। সিঙ্গুরের নসিবপুর এলাকায় তাঁরা জলছত্র শুরু করেন। জল ফুরিয়ে যাওয়ায় রাতে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিলেন সুমন। তারপর থেকেই তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সকালে স্থানীয় জেলেদের ডেকে পুকুরে জাল দিলে উঠে আসে দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের বাড়ি চাকদহে। জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর। এই ঘটনার পর চাকদহ থেকে যারা জলছত্র পরিষেবা দিতে এসেছিলেন, সেই ২০ জনের দলটিকে মালপত্র ও গাড়ি সহ আটক করেছে সিঙ্গুর থানার পুলিশ।

উত্তরে জমজমাট ভোট প্রচার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চঃ ভোট প্রচারে বাম প্রার্থী চা বাগানের শ্রমিকদের সাথে। আবার তৃণমূল প্রার্থী দোতারা বাজিয়ে ভাইয়া গানের সুরে ভোটের প্রচারে ঝড় তুললেন। জলপাইগুড়িতে জমজমাট ভোট প্রচার। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই (এম) প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের সমর্থনে ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে নিবিড় প্রচারে প্রার্থী সহ কর্মী সমর্থকেরা। সাত সকালে চা বাগানে শ্রমিকদের মাঝে ভোট প্রচারে। অপরদিকে, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে সাথে নিয়ে ধূপগুড়ির বিধায়ক তথা জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায় ভোটারদের দোতরা বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গানের সুরে জনগনের মাঝে ভেটের জোড় প্রচারে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলোর সর্বজনীন নিলাম ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের মাধ্যমে তাদের অনলাইন অকশন প্ল্যাটফর্ম https:egold.auctiontiger.net -এর মাধ্যমে 21.03.2024 সকাল 10:00-র পর থেকে শুরু হবে। যদি কোনো কারণে ই-অকশন পূর্বে উল্লিখিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, তবে পরবর্তী যে কোনো তারিখে উক্ত নিলাম পরিচালনা করার বা এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (IIFL) রাখে।

LOAN ACCOUNT NUMBERS : GL17718523, GL18318077, GL19374071, GL19391360, GL19551418, GL19585168, GL20864958, GL20879104, GL20883924, GL20885951, GL21162834, GL21479140, GL21592806, GL21987275, GL22047279, GL22287685, GL22846206, GL23011706, GL23334500, GL23433065, GL23447556, GL23501122, GL23819064, GL23888998, GL23942763, GL24243946, GL24248333, GL24250409, GL24250421, GL24253656, GL24300515, GL24305618, GL24323231, GL24331765, GL24426103, GL24441542, GL24523950, GL24528898, GL24532314, GL24542708, GL24543314, GL24547866, GL24548715, GL24548929, GL24549465, GL24549880, GL24586477, GL24590962, GL24614251, GL24616562, GL24628617, GL24629530, GL24655072, GL24672592, GL24680070, GL24682005, GL24682526, GL24691821, GL24692256, GL24692373, GL24752387, GL24766049, GL24777139, GL24805304, GL24809119, GL24810215, GL24820655, GL24821558, GL24821798, GL24967857, GL25329114, GL25391745, GL25446636, GL25833496, GL25845365, GL25858865, GL25989738, GL26009277, GL26015535, GL26020699, GL26028247, GL26037454, GL26057845, GL26058208, GL26060655, GL26069805, GL26072660, GL26121688, GL26146093, GL26156316, GL26209559, GL26216773, GL26492291, GL26500060, GL26510184, GL26510516, GL26634054, GL26645994, GL26714133, GL26716628, GL26719411, GL26719652, GL26735651, GL26735695, GL26736118, GL26835729, GL26851435, GL26868229, GL26911161, GL26912626, GL26914232, GL26915761, GL26915957, GL26917111, GL26927432, GL26929561, GL26944310, GL26945446, GL26963390, GL26971568, GL27028998, GL27145497, GL27163648, GL27166465, GL27166773, GL27215327, GL27215328, GL27253787, GL27267028, GL27274922, GL27406540, GL27414367, GL27414515, GL27415794, GL27417698, GL27423595, GL27423802, GL27424413, GL27424903, GL27458003, GL27460363, GL27480799, GL27481401, GL27486258, GL27486276, GL27486341, GL27594270, GL27597142, GL27597977, GL27612084, GL27613369, GL27724219, GL27731709, GL27747414, GL27787767, GL27809007, GL27809315, GL27809461, GL27809685, GL27809778, GL27815675, GL27830996, GL27847662, GL27890777, GL27898106, GL27913437, GL27925319, GL27925936, GL27926114, GL27930684, GL27931054, GL27985871, GL28002815, GL28029853, GL28045979, GL28046066, GL28056289, GL28090833, GL28090836, GL28090838, GL28137696, GL28140625, GL28144860, GL28148083, GL28151702, GL28171877, GL28179608, GL28210918, GL28211782, GL28267420, GL28274039, GL28282588, GL28302275, GL28366668, GL28369101, GL28391061, GL28393390, GL28394390, GL28399429, GL28402852, GL28411059, GL28418841, GL28422404, GL28429010, GL28464382, GL28464789, GL28471702, GL28496424, GL28531350, GL28538282, GL28624042, GL28629464, GL28638430, GL28679660, GL28749452, GL28768392, GL28803445, GL28825869, GL28861750, GL28863447, GL28881147, GL28940306, GL28981333, GL28996755, GL29000123, GL29000570, GL29550794, GL29729353, GL30548101, GL30550363, GL30552702, GL30554431, GL30637494, GL30637761, GL30664389, GL30730493, GL31375321, GL19638731, GL19645149, GL19725887, GL19739927, GL20463011, GL20890654, GL20967531, GL21977640, GL22139011, GL22730504, GL22735564, GL22890011, GL22966161, GL22968519, GL23039642, GL23089928, GL23127662, GL23343295, GL23401523, GL23845846, GL24222025, GL24235089, GL24277550, GL24290958, GL24500363, GL24512223, GL24514037, GL24528688, GL24642097, GL24644919, GL24708399, GL24754175, GL25103233, GL25103691, GL25212401, GL25262709, GL25275284, GL25280257, GL25287675, GL25700929, GL25887969, GL26139127, GL26161237, GL26375804, GL26390615, GL26427855, GL26451654, GL26565727, GL26566576, GL26571547, GL26575148, GL26617262, GL26625088, GL26625407, GL26634147, GL26635315, GL26644055, GL26644555, GL26645007, GL26699193, GL26707909, GL26728128, GL26736232, GL26812992, GL26829542, GL26834531, GL26835588, GL26843744, GL26844055, GL26872880, GL26893725, GL26919499, GL26936943, GL26945516, GL27231887, GL27246388, [illegible] GL25591121, GL25597425, GL25788883, GL25802146, GL25985192, GL26625819, GL26635149, GL26645386, GL26645916, GL26855359, GL26867839, GL27027353, GL27045576, GL27100048, GL27461905, GL27480984, GL27732060, GL27747748, GL27806455, GL27830446, GL28002179, GL28334861, GL28353485, GL28603955, GL28611001, GL28636267, GL28636786, GL28677102, GL28777747, GL28961796, GL28963299, GL28975318, GL29913076, GL30662353, GL30727905, GL30829412, GL30938484, GL30981007, GL19113377, GL19422274, GL19796014, GL20686730, GL20701524, GL21340354, GL21631798, GL21696983, GL22191308, GL22652564, GL22925702, GL22947075, GL22955468, GL23039002, GL23099548, GL23161267, GL23494971, GL23558984, GL23590525, GL24010089, GL24099131, GL24104375, GL24451664, GL24456377, GL24536555, GL24551649, GL24598761, GL24608739, GL24618090, GL24630045, GL24684628, GL24692882, GL24742178, GL24754736, GL24755409, GL24794110, GL24798810, GL24799751, GL24800053, GL25018503, GL25185413, GL25233290, GL25250006, GL25260315, GL25290475, GL25347253, GL25357361, GL25364450, GL25506721, GL25534946, GL25604431, GL25821463, GL25873137, GL26075296, GL26075343, GL26119700, GL26287895, GL26597106, GL26618037, GL26640988, GL26667613, GL26680303, GL26696107, GL26696440, GL26696552, GL26697060, GL26707343, GL26708429, GL26730192, GL26860866, GL26869317, GL26965818, GL26970515, GL27123782, GL27135807, GL27168742, GL27257795, GL27289455, GL27301143, GL27467339, GL27480880, GL27561956, GL27564014, GL27580645, GL27621377, GL27639985, GL27691535, GL27717149, GL27753850, GL27794520, GL27846863, GL27878604, GL27891973, GL27898643, GL27938610, GL27968638, GL27990740, GL28046314, GL28136633, GL28137954, GL28337815, GL28360020, GL28417795, GL28430991, GL28471799, GL28519071, GL28534249, GL28556411, GL28625033, GL28709335, GL28723732, GL28733919, GL28757267, GL28766238, GL28789504, GL28805699, GL28816399, GL30749600, GL30807091, GL30809655, GL30823414, GL30956534.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। ডিফল্ট করা ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেও কিন্তু ই-অকশন তারিখের আগে পর্যন্ত তাদের লোন অ্যাকাউন্ট ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করতে পারে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 19.03.2024
Place: East Midnapore

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

ছেলে-মেয়েকে পিঠে চাপিয়ে আইপিএলে ফিরলেন বিরাট!

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চঃ পাক্কা ৬০ দিন পর আবার বাইশ গজে ফিরলেন বিরাট কোহলি। কয়েকদিন আগেই বিরাট কোহলি লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন। এ বার তিনি ফিরলেন আরসিবি শিবিরে। রবি-রাতে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে আরসিবি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিরাট কোহলি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আরসিবি মহিলা টিমকে। তারপর তিনি রওনা দেন বেঙ্গালুরু। আজ, সোমবার কিং কোহলি পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর সাম্রাজ্যে। এ বার অবশ্য ছেলে-মেয়েকে পিঠে চাপিয়ে আইপিএলে ফিরলেন বিরাট কোহলি। কিং কোহলি বেঙ্গালুরুতে পা রাখতেই আরসিবি ভক্তদের উন্মাদনা বেড়েছে। ব্যাট হাতে বিরাট যেমন শাসন করেন, তেমনই স্টাইলিশ লুক দিয়েও অনেক তরুণীর মনে ঝড় তোলেন। বেঙ্গালুরুতে এ বার বিরাট পৌঁছেছেন যে টি-শার্ট পরে, সেটি বেশ নজরকাড়া। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে। কারণ, বিরাটের শার্টের পিছনে লেখা ইংরেজিতে 'ড্যাড'। তিনি এখন শুধু ভামিকার বাবা নন। ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মার ছেলের জন্ম হয়েছে। ছোট্ট অকায়ও কয়েকদিন পর বিরাটকে বাবা বলে ডাকবে। দুই সন্তানের বাবা বিরাট এ বার ভীষণ গর্বিত। বেঙ্গালুরুতে পৌঁছে বিশ্রাম নেওয়ার বালাই বিরাট কোহলি করেননি। বরং দলের অন্যান্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন মাঠে। এবং শুরু করে দিয়েছেন অনুশীলন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আবার বিরাট কোহলি ট্রেন্ডিংয়ে। এতদিন তাঁর অনুরাগীরা অপেক্ষায় ছিলেন কবে মাঠে ফিরবেন বিরাট। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান। দীর্ঘ ৬০ দিন পর আবার ২২ গজে বিরাট রাজা। এর আগে ১৭ জানুয়ারি শেষ বার খেলেছিলেন তিনি। এ বার আরসিবি টিমে যোগ দিয়েই নেটে ব্যাটিং অনুশীলন শুরুও করে দিয়েছেন। সেই ভিডিয়োও ঘুরছে নেটদুনিয়ায়।

অলরাউন্ডার হিসেবেই নিজেকে তুলে ধরতে চান হার্দিক

মুম্বই, ১৮ মার্চঃ নানা রং খেলা করছে যেন তাঁর চোখে-মুখে। এত দিন শুধু প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এত দিন যাই করেছেন, খুব একটা চাপের মধ্যে পড়তে হয়নি। কিন্তু এ বার কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সময়ে পা দিতে চলেছেন হার্দিক। তাঁর প্রতিটা সিদ্ধান্ত মাপবে জনতা, তাঁর প্রতিটা ম্যাচ ফেলা হবে আতসকাচের তলায়, প্রতি মুহূর্তে ভালো-খারাপের জবাবদিহি করতে হবে। এ হেন হার্দিক পান্ডিয়া আইপিএলে নেমে পড়ার আগে নিজে কতটা তৈরি? মানসিক ভাবে কতটা প্রস্তুত চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য? তাঁর টিমই বা কী ভাবছে? প্রথম বার প্রেস মিটে তুলে ধরলেন সব কিছু। হার্দিক বলেন, ''সাফল্য পেতে আমি কখনওই খুব বেশি মরিয়া হয়ে উঠি না। ঠিক সে ভাবেই ব্যর্থতার দায়ও নিজের উপর চাপাই না। আমি যা অর্জন করেছি, তা করতে এই মনোভাব আমাকে ভীষণ ভাবে সাহায্য করেছে। সাফল্য পেতে হলে সময় দিতে হয়। এমন নয় যে, মাঠে নামলাম, শাকালাকা বুম বুম নাচলাম আর ট্রফি জিতে গেলাম।'' দলের হয়ে চাপ নিয়ে হার্দিক বলেন, ''মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলা সব সময়ই চাপের। আইপিএলে নামার আগে আমরা কতটা তৈরি, কতটা প্রস্তুতি নিয়েছি, তার উপর কিছুই নির্ভর করবে না। চাপ থাকবেই। ফলাফল আমাদের হাতে নেই। তবে একটা কথা দিতে পারি, আমরা এমন ক্রিকেট খেলব, সবাই উপভোগ করবে।'' তিনি আরও বলেন, ''আইপিএলে আমি অলরাউন্ডার হিসেবেই খেলব। চেষ্টা করব যত বেশি ম্যাচ ফিনিশ করতে পারি। ব্যাটিংয়ের প্রতি আমার ভালোবাসি একটু বেশিই। ফিনিশার হিসেবে নিজেকে দেখতে ভালোই লাগে। তবে আমি অলরাউন্ডার হিসেবে যদি নিজেকে তুলে ধরতে পারি, সেটাতে বেশি তৃপ্তি পাব। এ বারের আইপিএলে যত বেশি পারি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করব।'' বুমরা প্রসঙ্গে হার্দিকের মন্তব্য, ''দীর্ঘ সময় ধরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এক নম্বর বোলার বুমরা। গত বছর ওকে টিম পায়নি। তবে এ বার বুমরাকে পুরো মাত্রায় পাওয়া যাবে। আশা করি ও একই রকম আগুন ঝরাবে। শুধু তাই নয়, বুমরার এত অভিজ্ঞতা, বোলিং ইউনিটকে ওই নেতৃত্ব দেবে। নিজের চোট নিয়ে হার্দিক বলেন, ''বিশ্বকাপে চোট পাওয়র পর একটাই প্রশ্ন ছিল আমার সামনে, আধা ফিট হয়ে খেলতে নামব ভারতের হয়ে? আমার উত্তর ছিল না। চোট থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখি, আফগানিস্তান সিরিজ শুরু হয়ে গিয়েছে।'' নিজের দল নিয়ে হার্দিকের বক্তব্য, ''টিমের প্রতি আমার একটা দারুণ অনুভূতি কাজ করে। আজ যেখানে পৌঁছেছি, কখনও সেখানে আসতে পারব, ভাবিনি। ঘরে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। যে টিমের হয়েই খেলি না কেন, সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা সব সময় করি। নিজের টিমের প্রতি সৎ থাকাটা জরুরি। আমরা সবাই একটা টিমের হয়ে নামব।''

স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়লেন সিএসকে-র তারকা

ঢাকা, ১৮ মার্চঃ মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস যেন চোটের পাহাড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আইপিএল শুরু হতে আর মাত্র ৪ দিন বাকি। তার আগে হঠাৎ করেই খারাপ খবর সিএসকে শিবিরে। এক এক করে চেন্নাইয়ের চোটে কাবু ক্রিকেটারদের তালিকা বাড়ছে। তাতে সাম্প্রতিকতম সংযোজন বাংলাদেশের এক তারকা ক্রিকেটার। যিনি রয়েছেন আইপিএলের অন্যতম সফল দল চেন্নাই সুপার কিংসে। জাতীয় দলের ডিউটিতে ব্যস্ত ছিলেন বাংলাদেশের ওই ক্রিকেটার। ম্যাচ চলাকালীন চোট পেয়ে তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার পর থেকে চিন্তা বেড়েছে সিএসকে শিবিরে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কার তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ চলাকালীন স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে। শ্রীলঙ্কার ইনিংসের ৪২তম ওভারে বল করার পর হঠাৎ করেই পেট চেপে মাঠে বসে পড়েন মুস্তাফিজুর। তারপর ৪৮তম ওভারে বল করতে এলে তিনি পুরো ওভার করতে না পেরেই মাঠ ছাড়েন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও মুস্তাফিজুরের চোটের ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

চোট এড়াতে নতুন দাওয়াই, আইপিএল-এ কি ছন্দে দেখা যাবে শ্রেয়সকে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চঃ নাইট ক্যাপ্টেন কেকেআর শিবিরে যোগ দিয়ে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। রবি-রাতে কেকেআরের ছিল ইন্ট্রা স্কোয়াড টি-২০ ম্যাচ। সেখানেও ব্যাটিং করেছেন শ্রেয়স আইয়ার। আইপিএলে খেলার জন্য তিনি তৈরি এবং ফিটও। কিন্তু তাঁকে নিয়ে পুরোপুরি অস্বস্তি কাটছে না গৌতম গম্ভীরের। শোনা গিয়েছে, শ্রেয়সকে চোটমুক্ত থাকার জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলাতে হতে পারে। যে হারে চোট প্রবণতা বাড়ছে কেকেআর ক্যাপ্টেনের, লম্বা খেলতে হলে কিছু শট বাতিলের খাতায় রাখতে হবে। ব্যাপারটা কেমন? সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সঙ্গে পরামর্শর পর শ্রেয়স আইয়ার মুম্বইয়ে এক স্পাইন স্পেশালিস্ট (মেরুদন্ড বিশেষজ্ঞ) এর সঙ্গে দেখা করেন। এবং সেই চিকিৎসক শ্রেয়সকে ম্যাচ খেলার জন্য ফিট বলে জানান। কিন্তু তাঁকে পা অতিরিক্ত প্রসারিত করার সময় সতর্ক থাকতে বলেছেন। বোর্ডের এক নিকট সূত্র বলছে, ''শ্রেয়স খেলার জন্য ফিট। তবে মুম্বইয়ের এক স্পাইন স্পেশালিস্ট ওকে বল ডিফেন্স করার সময় পা খুব বেশি প্রসারিত না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আপাতত আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআরে যোগ দিয়েছেন এবং তিনি খেলতেও পারবেন। শুধু সতর্ক থাকতে হবে।'' গত কয়েকদিন ধরে শ্রেয়স আইয়ারের ফিটনেস সংক্রান্ত নানা খবর শোনা গিয়েছে। রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে তিনি মুম্বইয়ের হয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম দিন বিদর্ভর বিরুদ্ধে ফিল্ডিংও করেননি। সেই সময় জানা গিয়েছিল, তাঁর স্ক্যান করানো হয়েছে। পুরনো চোটের ব্যাথা নাকি ভোগাচ্ছিল শ্রেয়সকে। এমনও শোনা গিয়েছিল কেকেআর ক্যাপ্টেনকে হয়তো আইপিএলের কয়েকটা ম্যাচে পাবে না। কিন্তু শ্রেয়স আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়ার পর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনিই নাইটদের এ বারের আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন।

ফাইনালের প্রেস মিট বয়কট, পাক ক্রিকেটের টালমাটাল অবস্থা

লাহোর, ১৮ মার্চঃ মাঠে লোক কমছে। স্টেডিয়ামের হাল তথৈবচ। কাঁড়িকাঁড়ি টাকা দিলেও বিদেশি কোচ পাওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন পাকিস্তান ক্রিকেটে তুমুল বিতর্ক। কাজে না হলেও, মুখে আইপিএলের সমান বলে মনে করে পাকিস্তান সুপার লিগ। তারই ফাইনালের আগে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এতটাই যে, ফাইনালের প্রেস মিট বয়কট করলেন একঝাঁক সাংবাদিক। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। চরম লজ্জার মুখে পড়েছে মুলতান সুলতান। ক্ষমা চাইবেন টিম কর্তৃপক্ষ? অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে রবিবার। মহম্মদ রিজওয়ানের মুলতান সুলতান ফাইনালে নামতে চলেছে শাদাব খানের ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। যে কোনও ফাইনালের আগে নিয়মমাফিক সাংবাদিক সম্মেলন হয়। পিএসএলের এই ম্যাচের আগেও হয়েছে। সুলতানের কোচ আব্দুল রহমানের সাংবাদিক সম্মেলনে আসার কথা ছিল। তার আগে টিমের মিডিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে ঝামেলা বেঁধে যায় সাংবাদিকদের। রীতিমতো অপমানজনক কথা বলেছেন তিনি। যা মেনে নিতে পারেননি মিডিয়ার লোকজন। শুধু তাই নয়, আব্দুলের সাংবাদিক সম্মেলন শুরুর আগে মিডিয়া ম্যানেজার বলেন, ''যাঁরা বসতে চান, বসতে পারেন। যাঁরা চান না, তাঁরা বেরিয়ে যেতে পারেন।'' এতেই আরও চটে যান সাংবাদিকরা। এমনিতেই ফাইনালের আগে প্রেস মিটে খুব বেশি মিডিয়ার লোকজন ছিল না। জনা কুড়ির মধ্যে ১৫জন সাংবাদিক ওই সম্মেলন ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাতেই মুখ পুড়েছে পাক বোর্ডের। একে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট। ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভরাডুবির পর যেন পায়ের তলায় আর মাটিই খুঁজে পাচ্ছে না পিসিবি।

তুরস্কে ফুটবল মাঠে ঢুকে খেলোয়াড়দের মারপিট প্রতিপক্ষ সমর্থকদের

ইস্তাম্বুল, ১৮ মার্চঃ তুরস্কের শীর্ষ লিগে চলতি মরসুমে মারামারি আর সংঘর্ষ যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে। গতকালও এক ম্যাচে ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরা মাঠে ঢুকে ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের ওপর আক্রমণ করেছেন। ফেনেরবাচে ৩-২ গোলে ম্যাচ জয়ের পরপরই মাঠে ঢুকে যান আয়োজক ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরা। ঘটনার সময় তোলা বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে, ত্রাবজনস্পোরের একদল সমর্থক মাঠে ঢুকে জয়ের উচ্ছ্বাস করতে থাকা ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ খেলোয়াড়দের মারতেও উদ্যত হন। ফেনেরবাচের

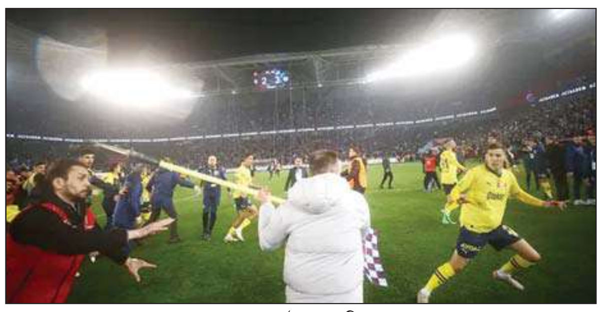

খেলোয়াড়েরাও কয়েকজন সমর্থকের দিকে তেড়ে যান। এ সময় ত্রাবজনস্পোরের আরও সমর্থক মাঠে ঢুকে যান। ভিডিওতে দেখা যায়, ফেনেরবাচের বেলজিয়ান ফুটবলার মিচি বাতসুয়াই এক সমর্থককে লাথি মারছেন। একই সময় দলটির নাইজেরিয়ান খেলোয়াড় ব্রাইট ওসাই-স্যামুয়েল ঘুষি মেরেছেন ত্রাবজনস্পোরের এক সমর্থককে। ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরাও থেমে থাকেননি। এক সমর্থক কর্নার ফ্লাগ হাতে নিয়ে ফেনেরবাচের এক খেলোয়াড়কে শাসাতে থাকেন। একজন তো ফেনেরবাচের গোলকিপার দমিনিক লিভাকোভিচের মুখে ঘুষি বসিয়ে দেন। ঘটনার পর তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া ঘটনা তদন্তের ঘোষণা করেছেন। তুরস্কের ফুটবল ফেডারেশন এই ঘটনাকে 'মেনে নেওয়ার মতো নয়' বলে উল্লেখ করেছে। তবে তুরস্কের ফুটবলে চলতি মরসুমে এমন ঘটনা প্রথম নয়। গত ডিসেম্বরে আঙ্কারাগুকু ও রিজেস্পোর ম্যাচে রেফারি উমুত মেলেরকে মাঠে আক্রমণের পর এক সপ্তাহ লিগ স্থগিত ছিল। শুধু এই মরসুমেই নয়, তুরস্কের ফুটবলে এমন ঘটনা বছরের পর বছর ধরে ঘটে আসছে। ২০১৬ সালে ত্রাবজনস্পোরের এক সমর্থক রেফারিকে আক্রমণ করায় ম্যাচ বাতিল করা হয়েছিল। ২০১৫ সালে রিজে শহর থেকে ফেনেরবাচের বাস বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে এক বন্দুকধারীর আক্রমণের শিকার হয়। ২০১৪ সালে সমর্থকেরা মাঠে নানা জিনিস ছুড়ে মারা কারণে ফেনেরবাচে ও ত্রাবজনস্পোরের ম্যাচ বিরতির সময় স্থগিত করা হয়।

এ যেন পঁচাত্তরের স্মৃতি! ইস্টবেঙ্গলকে ৫ গোল দিল মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ১৮ মার্চঃ সিনিয়র ফুটবলে এ মরসুমের মতো ডার্বি শেষ। ডুরান্ড কাপে দুটি ডার্বি হয়েছিল। লিগ পর্বে জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে তার বদলা নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। কলিঙ্গ সুপার কাপে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে মরসুমের প্রথম ডার্বি ড্র হলেও ফিরতি বড় ম্যাচে ৩-১ গোলে জেতে মোহনবাগান। এ বার ছোটদের বড় ম্যাচেও মস্তানি বাগানের। কার্যত পচাত্তরের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন সুহেল ভাট, দীপেন্দু বিশ্বাসরা। ইস্টবেঙ্গলকে ৫ গোলের মালা পরাল মোহনবাগান। চলছে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলোপমেন্ট লিগ। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। একটা সময় মনে হয়েছিল, পঁচাত্তরের ফলেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ছোটদের বড় ম্যাচে। সে বার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এরপরও পাঁচ গোল হয়েছে। ২০০৯ সালে আই লিগে ইস্টবেঙ্গলকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়েছিল মোহনবাগান। তবে ৫-০ এর বদলা যে ৫-৩ হতে পারে না, এ নিয়ে ময়দানে এখনও দু-দলের সমর্থকদের মধ্যে লড়াই চলে। যুব লিগে অবশ্য ৫-০ জিততে পারতো মোহনবাগান। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলকে ৫-১ গোলে হারাল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। মোহনবাগানের হয়ে জোড়া গোল করেন সুহেল ভাট। এরপরই তাঁর ট্রেড মার্ক সেলিব্রেশন। ক্রিশ্চিয়ানোর রোনাল্ডোর ভক্ত সুহেল সিউউউউ সেলিব্রেশন করেন। এ ছাড়া শিবাজীত সিং, টাইসন, দীপেন্দু বিশ্বাস একটি করে গোল করেন। ৫-০ এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। স্কোরলাইনের বদলা হয়েই গেছিল। যদিও শেষ অবধি এই ফল ধরে রাখতে ব্যর্থ মোহনবাগান। শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন সিকে অমন।

ঋতু অনুযায়ী স্যালাড

শেফ কুমারেশ মণ্ডল

শাঁখ আলুর স্যালাড

লম্বা সরু সরু করে কেটে নেওয়া শাঁখ আলু কোঁচানো সবুজ ও লাল কাঁচালঙ্কা পাতিলেবুর রস, ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা কুচানো, বিটনুন, স্যালাড তেল প্রভৃতি।
এই আলু ঋতু অনুযায়ী পাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ভিটামিন এ আছে। এছাড়া এই আলু ক্যানসারের মতো রোগের প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।
এই স্যালাডটি তৈরি করতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে।

উপকরণ

একটা খোসা ছাড়ানো শাঁখআলু, একটা মাঝারি সাইজের লাল পেঁয়াজ, একটা সবুজ কাঁচালঙ্কা, অর্ধেক লাল কাঁচালঙ্কা, একটা পাতিলেবু, 1/2 কাপ ধনেপাতা, 1/4 কাপ পুদিনাপাতা, ১চা চামচ বিটনুন, সামান্য সাদা নুন, ১ চা চামচ স্যালাড তেল

পদ্ধতি

একটা বড় পাত্রে সমস্ত উপকরণগুলো মিশিয়ে নিতে হবে। বিট নুন, সাদা নুন ও লেবুর রস একত্রে মিশিয়ে নিতে হবে। পরিবেশনের ১৫ মিনিট আগে স্যালাডের মধ্যে মিশ্রণটি ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

email: Kumareshmondal@yahoo.com

১২১ মিনিটে 'অচেনা' দিয়ালোর গোল
লিভারপুলকে বিদায় করে সেমিফাইনালে ইউনাইটেড

ওল্ড ট্রাফোর্ড, ১৮ মার্চঃ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-লিভারপুল ম্যাচ কেন মহারণতুল্য কিংবা ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় লড়াই, এ নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার কিছু নেই। এরপরও সদ্য কোনও উদাহরণ যদি দিতে হয়, তাহলে বিবিসি অনলাইনে আজকের ম্যাচে ১ লাখেরও বেশি পাঠকের একই সময়ে সরাসরি ধারা বিবরণীতে যুক্ত থাকাই এর মাহাত্ম্য বোঝাতে যথেষ্ট। অন্য সংবাদমাধ্যমগুলোর হিসাব না হয় বাদই থাকল। 'স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চ' ওল্ড ট্রাফোর্ডে আজ হলোও এক ধ্রুপদি লড়াই। বহু বাঁক বদলের সেই লড়াইয়ের নায়ক 'অচেনা' আমাদ দিয়ালো। ম্যাচের ১২১ মিনিটে, মানে অতিরিক্ত সময়ের যোগ করা সময়ে আইভরি কোস্টের এই তরুণের গোলেই লিভারপুলকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ৭ গোলের থ্রিলার শেষ হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে সেমিফাইনালের ড্রও অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ইউনাইটেড পেল আসরের চমক কভেন্ট্রি সিটিকে। আরেক ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি খেলবে চেলসির বিপক্ষে। শেষ চারের দুটিই ম্যাচই হবে আগামী ২০ এপ্রিল। দুই দফা পিছিয়ে পড়া ইউনাইটেড ম্যাচটা আরও আগেই জিতে যেতে পারত। কিন্তু নির্ধারিত ৯০ মিনিট পর যোগ করা সময়ে লিভারপুল গোলকিপার কুইভিন কেলেহারকে একা পেয়েও অবিশ্বাস্য মিস করেন মার্কাস রাশফোর্ড। ২-২ সমতায় থাকা ম্যাচটা তাই গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ম্যাচের ১০৫ মিনিটে হার্ভি এলিয়টের গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় লিভারপুল। তবে ৭ মিনিট পরেই সমতা

ফিরিয়ে আগের ভুলের 'প্রায়শ্চিত্ত' করেন রাশফোর্ড। রোমাঞ্চের ডালি বিছানো ম্যাচের নিস্পত্তি টাইব্রেকারে হতে চলেছে বলে যখন মনে হচ্ছিল, ঠিক তখনই ওল্ড ট্রাফোর্ডকে উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন দিয়ালো। অনেকটা আক্রমণের ধারার বিপরীতে বল পেয়ে ছুটতে থাকেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। তাঁর সামনে কনোর ব্রাডলি বাধা হয়ে দাঁড়ালেও চারপাশ ছিল অরক্ষিত। সুযোগ বুঝে গারনাচো বল বাড়ান তাঁর বাঁ দিকে থাকা দিয়ালোকে। বক্সে ঢোকার পরেই বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে গোলকিপার কেলেহারকে ফাঁকি দেন দিয়ালো। ৮৪ মিনিটে রাফায়েল ভারানের বদলি নামেন 'অচেনা' এই তরুণ। ২০২১ সালে ইউনাইটেডে যোগ দিলেও বেশিরভাগ সময় রেঞ্জার্স ও সান্ডারল্যান্ডে ধারে খেলেই কাটিয়েছেন। দীর্ঘ দিন হাঁটুর চোটে ভোগা এই উইঙ্গার এই মরসুমে আজ নিয়ে খেলতে নামার সুযোগ পেলেন মাত্র চতুর্থবার। আজই সম্ভবত পেয়ে গেলেন ক্যারিয়ারের সবচেয়ে মূল্যবান গোলটা। এমন বড় মঞ্চে জয়সূচক গোল পাওয়ার পর যে কারও বুনো উদযাপনে মেতে ওঠার কথা। দিয়ালো তেমনটা না করলেও আনন্দে জার্সি খুলে ফেলেন। নিয়ম অনুযায়ী, রেফারি তাঁকে হলুদ কার্ড দেখান। এর কিছুক্ষণ আগে ভার্জিল ফন ডাইককে দ্রুত ফ্রি কিক নিতে বাধা দিয়ে দেখেন আরেক হলুদ কার্ড। দুই হলুদ কার্ড মিলিয়ে লাল কার্ড হওয়ায় মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। কিন্তু এর আগে কাজের কাজটা করে ফেলায় মাঠ ছাড়ার সময় বীরোচিত সম্মানই পেয়েছেন। সমর্থকেরা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়েছেন, টানেল ধরে যাওয়ার সময় সাপোর্ট স্টাফদের সদস্যরা পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। ম্যাচের ১০ মিনিটে স্কট ম্যাকটমিনের গোলে ইউনাইটেডই এগিয়ে গিয়েছিল। তবে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও মহম্মদ সালাহর গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লিভারপুল। ৮৭ মিনিটে আন্তোনির গোলে ইউনাইটেড সমতা ফেরালে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। এর পরের গল্পটা তো আগেই জানানো হয়েছে। এ হারে লিভারপুল শুধু এফএ কাপ থেকে ছিটকেই পড়ল না, ইয়ুর্গেন ক্লপকে বিদায়ী উপহার হিসেবে মরসুমের সম্ভাব্য সব শিরোপা এনে দেওয়ার যে আশাবাদ খেলোয়াড়েরা ব্যক্ত করেছিলেন, সেই সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com